পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 327 Saturday, 1 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩২৭ সংখ্যা ❋ ১৪ কার্তিক ১৪৩২, শনিবার, ১ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## এসআইআর বিতর্কের মধ্যে নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ** এসআইআর ঘোষণার আগে থেকেই কমিশনের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছিল তৃণমূল। একজন বৈধ ভোটার বাদ গেলেই বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিল। অবশেষে দেশের ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে একযোগে বাংলাতেও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এসআইআরে। তাতেই আরও তপ্ত হচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। এরইমধ্যে শোরগোল চলছে ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট নিয়ে। যদিও সূত্রের খবর, ওই বছরের ভোটার লিস্টের সঙ্গে সাম্প্রতিক ভোটার লিস্টের ম্যাপিংয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এরইমধ্যে ২০০২ সালের বৃহস্পতিবার বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা যায় তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে। তোলেন কারচুপির অভিযোগ। তা নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই এবার বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে বাংলার জন্য নতুন ওয়েবসাইটের কথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এখন থেকে ceowestbengal.wb.gov.in-এ গেলেই দেখা যাবে যাবতীয় তথ্য। এদিকে কুণাল ঘোষের অভিযোগ ছিল ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের

হার্ড কপি আর নির্বাচন কমিশনের আপলোড করা লিস্টের মধ্যে অনেক গরমিল রয়েছে। গোটা বিষয়ে তিনি সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং বলেও কটাক্ষ করেন। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ''এটাকে চুপি-চুপি কারচুপি বলে। যাদের কাছে ২০০২ এর ভোটার লিস্টের হার্ড কপি ছিল তাঁরা বিষয়টা ধরে ফেলছেন।'' অন্যদিকে সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা যায় কোচবিহারের তৃণমূল জেলা নেতৃত্বকেও। সাংবাদিক বৈঠক করেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথের পাশাপাশি মাথাভাঙার একটি বুথের লিস্ট তুলে ধরেন। তাতেই সামনে আসে চমকপ্রদ তথ্য। দেখা যায় ২০০২ সালে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই লিস্টে নাম নেই। এ নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই উত্তর দেয় কমিশনও। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওয়েবসাইটের সার্ভারে সমস্যার কথাও জানা যায়। কমিশন বলছে, এসআইআর শুরুর পরেই সার্ভারে ভিড় বড় মাত্রায় বেড়ে যায়। সে কারণে ডাউন হয়ে যায়। এরইমধ্যে বাংলার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দফতর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন ওয়েবসাইটের কথা জানান হল।

# দলের সাংসদ-বিধায়কদের ওয়ার রুম গড়ার নির্দেশ অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ** এসআইআর নিয়ে দলের করণীয় কী হবে সে ব্যাপারে সংগঠনে বার্তা দিতে শুক্রবার ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরের কয়েক হাজার নেতা ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তাতে। যেখানে বিএলএ অর্থাৎ বুথ লেভেল এজেন্টদের কী করণীয় তা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই অভিষেক মোট ২৯৪টি ওয়ার রুম খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। যার তদারকি করবেন এলাকার বিধায়করা। তিনি এও জানিয়েছেন, যে ক্ষেত্রে বিধায়ক নেই সেখানে দায়িত্ব সামলাবেন ব্লক প্রেসিডেন্টরা। শুধু তাই নয়, অভিষেক নাকি পইপই করে বলে দিয়েছেন, এই ওয়ার রুমে যেমন থাকবে পর্যাপ্ত ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট কানেকশন, তেমনই কম্পিউটার জানা অন্তত চার-পাঁচজন ছেলেকেও সেখানে রাখতে হবে। গত মঙ্গলবার থেকে দেশের ১১টি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাতেও ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন। ৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি যাবেন বুথ লেবেল অফিসার বা বিএলও-রা। এবার এই বিএলওদের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকার জন্য দলের বুথ লেবেল এজেন্ট বা বিএলএ টুদের নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য ৩ নভেম্বরের মধ্যে বিএলএ ওয়ান ও টুদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ভোটারদের কাছে এনুমারেশন

ফর্ম নিয়ে যাবেন কমিশন নিযুক্ত বুথ লেবেল অফিসাররা। দলীয় সূত্রে খবর, প্রতিটি নাগরিকের ওই ফর্ম পূরণের কাজে সহযোগিতা করার জন্য দলের বুথ লেবেল এজেন্টদের বিএলএ-দের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। বস্তুত, তৃণমূল প্রথম থেকেই অভিযোগ করে আসছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বাংলার প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে দলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও জানান, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার হার্ড কপির সঙ্গে কমিশনের প্রকাশিত ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার মধ্যে ব্যাপক অমিল পাওয়া গেছে। দলের পক্ষ থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকার উদাহরণ তুলে ধরে অভিযোগ করা হয়, ''এসআইআর-এর নাম করে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।'' যে কারণে এসআইআর পর্বে কোনও ঢিলেঢালা রাখতে চাইছেন না অভিষেক। এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করে দলীয় কর্মীদের স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ''ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বিজেপি ও কমিশন যাতে কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।'' অভিষেকের নির্দেশ, ''প্রতিটি বুথে বিএলওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে তৃণমূল কর্মীদের সতর্কভাবে কাজ করতে হবে।'' রাজ্যের মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। রয়েছে ২৮০০ ওয়ার্ড। বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, বিএলও-দের এই বাড়ি বাড়ি যাওয়া পর্বে প্রতিটি এলাকায় ক্যাম্প খুলতে হবে। সকাল ৯টা থেকে ৫টা ক্যাম্প খুলে রাখতে হবে। বিএলও-দের এক মিনিটের জন্য চোখের আড়াল হতে দেওয়া যাবে না। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে তৃণমূল এত তপর কেন? অভিষেকের কথায়, ''কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ভোটার তালিকায় চুপি চুপি কারচুপি করতে চাইছে। একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তাই এই উদ্যোগ।''

## শীর্ষ দুই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের!

# উচ্চমাধ্যমিকে ফের জেলার জয়জয়কার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ** উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বের ফলাফল প্রকাশিত হল পরীক্ষার ঠিক ৩৯ দিন পর। শুক্রবার সকালে কলকাতার বিদ্যাসাগর ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ফলাফল ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি। তিনি জানান, এ বছর পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৯৩.৭২ শতাংশে। প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন মোট ৬৯ জন পরীক্ষার্থী। পাশের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। তবে সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ফলাফল শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে দু'জন। ৯৮.৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে মেধাতালিকার শীর্ষে প্রীতম বল্লভ ও বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি। তাদের আরও প্রস্তুতি দরকার।'' উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৩২ জন। ৬৬টি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে ১৫টি ছিল ভাষাভিত্তিক। বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি, সাঁওতালি সহ আরও কয়েকটি ভাষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছিল। সংসদের সভাপতির দাবি, এবারের পরীক্ষা নজিরবিহীনভাবে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারে সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার

আদিত্য নারায়ণ জানা। দু'জনেই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই মেধা তালিকায় রয়েছে ৩১ জন। বস্তুত, ২২ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষের পর ৩৯ দিনের মাথায় উচ্চমাধ্যমিকের থার্ড সেমিস্টারের ফল প্রকাশিত হল। পাসের হারে দ্বাদশ স্থানে রয়েছে কলকাতা। বিজ্ঞান শাখায় পাসের হার ৯৮.৮০ শতাংশ। ৪১.১৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ১০ শতাংশের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী। প্রথম দশে আছে ৬৯ জন পরীক্ষার্থী, যাদের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী। ফলাফল ঘোষণার পাশাপাশি জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে অনলাইনে দেখা যাবে রেজাল্ট। স্কুল কর্তৃপক্ষ অনলাইনে মার্কশিট ডাউনলোডও করতে পারবেন। সংসদ সভাপতি এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ''ওএমআর শিটে পরীক্ষা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করানো। দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি স্কুল এই পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করেছে, কারণ তাদের ছাত্রছাত্রীরা আগে থেকেই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিনন্দন জানাই। দেশের মধ্যে প্রথমবার সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা হল। এই বিপুল আয়োজন সঠিকভাবে করার জন্য এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। যারা এবার ভাল ফল করতে পারোনি তাদের বলব, হতাশ না হয়ে চতুর্থ সেমিস্টারে যাতে ভাল ফল হয় তার চেষ্টা করো।' ফলপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লিখেছেন, 'আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টার এর ফল প্রকাশ হল। পাশের হার ৯৩.৭২ শতাংশ যা ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। সফল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। ভারতের মধ্যে প্রথম এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা হল তাই যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলে তাদের জন্য রইল আরও এগিয়ে চলার শুভেচ্ছা। যারা এই পরীক্ষায় ততোটা সফল হলে না, তারাও হতাশ হয়ো না। চতুর্থ সেমিস্টারের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আরো একবার সফল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছো। নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তোমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে এবং বাঙলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আশা রাখি।'

## রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন-কর্মসংস্থানে নতুন করে জোর, ১৮ ডিসেম্বর বড় উদ্যোগের কথা জানালেন অমিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ** রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে জোর। 'বিজিবিএস' এবং 'নর্থ বেঙ্গল কনক্লেভ'-এর পর এবার শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে বড় উদ্যোগ। আগামী ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'বিজেনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ'। জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা ডঃ অমিত মিত্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। গোটা অনুষ্ঠান হবে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। অমিত মিত্র বলেন, ''এই কনক্লেভে আমরা উন্নয়নমুখী ও বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক জানা যাচ্ছে। অমিত মিত্র বলেন, ''আমরা চাই সাফল্যের গল্প এবং ভবিষ্যতের সাফল্যের রূপরেখা একসঙ্গে উপস্থাপিত হোক। যেসব শিল্প সংস্থা ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে, তারা কীভাবে আরও উন্নতির পথে এগোচ্ছে, সেই চিত্রও এই কনক্লেভে দেখা যাবে।'' ইতিমধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি দফতরকে এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যটন শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ, স্টার্টআপ-সহ নানা খাতে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হবে এই কনক্লেভে। পাশাপাশি নতুন প্রকল্প ও বিনিয়োগের পরিকল্পনাও

বিষয়গুলিকেই মূলত সামনে রেখেছি। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বিভিন্ন দফতরকে একত্রিত করে আলোচনা হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তোলা ও রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'' রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প সংস্থাও তাদের সাফল্যের পরিসংখ্যানের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা এই কনক্লেভে তুলে ধরতে চলেছে বলে ঘোষণা করতে পারেন উদ্যোক্তারা। তবে এই কনক্লেভ যে কোনও সামিট নয় তা রীতিমতো জোর দিয়ে জানান অমিত মিত্র। তিনি বলেন, ''সামিটে সারা বিশ্বের শিল্পপতিরা আসেন, আর এই কনক্লেভে রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরবেন। এটি হবে একান্তভাবেই রাজ্যের সাফল্যের প্রতিফলন।''

## সংরক্ষণ করা হবে ওএমআর, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার 'স্বচ্ছতা' বজায়ে তৎপর সংসদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ** বাংলার বুকে ওএমআর একটা চর্চিত বিষয়। বিতর্ক বললেও ভুল হবে না। কারণ, এই ওএমআর শিটের স্বচ্ছতা ঘিরে তৈরি হওয়া প্রশ্ন বাতিল করছে একটা আস্ত নিয়োগ প্যানেলকে। ওএমআর প্রশ্নের মুখে ফেলেছে রাজ্য সরকারকেও। এবার সেই ওএমআর মাধ্যমেই সম্প্রতি আয়োজিত হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পর্বের পরীক্ষা। এসএসসি পর্বে যে ওএমআর 'বজায় রাখতে পারেনি' নিজের স্বচ্ছতা, তা কি পারবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্বে? শুক্রবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রশ্নই। এদিন পরীক্ষা শেষের ৩৯ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পর্বের ফলাফল। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রকাশ করেন মেধাতালিকা। এই বৈঠকেই ওএমআর নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। তিনি জানান, ''এই গোটা পর্বে ৩৮ লক্ষের অধিক ওএমআর আমাদের কাছে জমা পড়েছে। এই সংখ্যা সাধারণ নয়। তাই সেই ওএমআর সংরক্ষণে ব্যবস্থাও অঢেল।''

তাঁর সংযোজন, ''পরীক্ষার পর সমস্ত ওএমআর শিটগুলিকে ডিজিটাল ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আর এগুলির হার্ডকপি ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে।'' এই প্রথমবার বাংলায় সেমেস্টার পদ্ধতিতে আয়োজিত হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। যাঁর প্রথম পর্বে ফলাফল প্রকাশিত হল শুক্রবার। এই পর্বের মেধাতালিকায় চমক দিল বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়ারা। বরাবরই উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে বিজ্ঞান বিভাগ। কিন্তু এবার তা একটু আলাদা। প্রথম দশে থাকা ৬৯ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৬৮ জন পড়ুয়াই বিজ্ঞান বিভাগের। বাকি পরে থাকা একজন বাণিজ্য বিভাগে পাঠরত। এদিন প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পর্বের ফলাফল। প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে ৬৯ জন পরীক্ষার্থী। যাঁদের মধ্যে ৬৮ জন বিজ্ঞান বিভাগের ও ১ জন বাণিজ্য বিভাগের। সাধারণ ভাবে প্রতি বছরের মেধাতালিকায় কলা বিভাগের পড়ুয়ারা জায়গা পেলেও, এই বছর তাঁরা ছিটকে গেলেন, বলছেন একাংশ। মেধাতালিকায় বিভাগীয় এই তফাৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে। তিনি বলেন, ''গত কয়েক বছর ধরেই বিজ্ঞান বিভাগে ফলাফল খুব ভাল হচ্ছে। এটার একটা কারণ রয়েছে। সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান বিভাগে একটু উৎসাহী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। তুলনামূলক ভাবে কলা বিভাগের একটা অংশের পড়ুয়া পড়তে হয়, তাই পড়ছে। এই বছর পরীক্ষার্থীর নিরিখে কলা বিভাগের পড়ুয়ার সংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়ারা ডেডিকেটেড। তাঁরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবেন বলেই এই বিভাগগুলি নেন।'' সায়েন্স-আর্টস, মাধ্যমিকের পর পড়ুয়ার মনে তৈরি হওয়া সংশয়গুলির মধ্যে অন্যতম। আর এটি শুধু একটি সংশয় নয়, দ্বন্দ্বের জায়গাও বটে। হামেশাই দেখা যায়, নিজের অনিচ্ছায়, বাবা-মায়ের 'চাপে' বিজ্ঞান বিভাগে নাম লেখাচ্ছেন পড়ুয়ারা। কারণ, সায়েন্স নিলেই কেরিয়ার গড়বে, চাকরি মিলবে, এমনটাই মত একাংশের অভিভাবকের। এদিকে আর্টস বা কলা বিভাগ একাংশের কাছে হয়ে ওঠে 'নিচু শ্রেণির' পড়াশোনা। এদিন সংসদ সভাপতি কি সেই বিতর্কই উস্কে দিলেন? প্রশ্ন ওয়াকিবহাল মহলের। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, ''অনেক গুণীজন রয়েছেন যাঁরা কলা বিভাগে পড়ে উন্নতি করেছেন। পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েরা অনেকেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার জন্য কলা বিভাগ বেছে নেন। সেক্ষেত্রে কলা বিভাগে পড়ুয়ারা কম গুরুত্ব সহকারে পড়াশোনা করে, এমনটা বলা যাবে না। চিরঞ্জীববাবু কোথাও গিয়ে বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কথা বলছেন। যা কাম্য নয়। এতে একাংশের পড়ুয়ার মনে কলা বিভাগে পড়াশোনার ক্ষেত্রে উৎসাহ কমবে।'' অবশ্য খাতায়-কলমে থাকা তথ্যকে এড়ানো যাবে না বলেই যুক্তি সংসদ সভাপতির। তিনি বলেন, ''তথ্য এড়ানো সম্ভব নয়। উচ্চ মাধ্যমিকে সবচেয়ে বেশি কলা বিভাগের ছাত্র। বিজ্ঞানে বিভাগে যারা পড়াশোনা করছে, তাঁরা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং বা সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। ফলে তাঁরা সাবজেক্টের বিষয়ে অনেকটাই সিরিয়াস। আমার নিজের অনেক বন্ধু আর্টস পড়েছেন। দেশে-বিদেশে তাঁদের অনেক নাম। আমি কখনওই আর্টস পড়ার ক্ষেত্রে অনুৎসাহী করছি না। কলা বিভাগকে অসম্মান করার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই।''

# শিক্ষায় বিরাট বিপ্লব, শিক্ষা মন্ত্রকের সিদ্ধান্তে তৃতীয় শ্রেণী থেকে যুক্ত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃ** ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় আসছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্লাস থ্রি থেকেই জাতীয় পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কম্পিউটার থিংকিং। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রযুক্তি-নির্ভর দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষা সচিব সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড লিটারেসির লক্ষ্য হল, 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস' থিমের অধীনে এআই-কে এক 'ফাউন্ডেশনাল ইউনিভার্সাল স্কিল' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। এই পাঠ্যক্রমটি তৈরি হচ্ছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন ২০২৩-এর অধীনে, যা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০-এর নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত। এই প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করছে সিবিএসই, এনসিইআরটি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন ও নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি আয়োজিত এক স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিরা এই নীতির রূপরেখা নির্ধারণে অংশ নেন। এআই এবং সিটি কারিকুলাম তৈরির দায়িত্বে আছে সিবিএসই-র বিশেষজ্ঞ কমিটি, যার চেয়ারম্যান আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যাপক কার্তিক রমন। শিক্ষামন্ত্রকের

এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা। ছোটবেলা থেকেই এআই সম্পর্কে দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে তাদের 'এআই ফর পালিক গুড'-এর নীতিতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। যাতে ভবিষ্যতের প্রজন্ম প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারে সমাজের কল্যাণে। সঞ্জয় কুমার বলেন, ''আমাদের কাঠামোটি হতে হবে বিস্তৃত, নমনীয় ও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রযুক্তি যেমন দ্রুত বদলাচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থাও তেমনি বিকশিত হতে হবে।'' এআই শিক্ষার এই নতুন অধ্যায়ের মূল চালিকা শক্তি হবেন শিক্ষকরা। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'নিষ্ঠা' ও অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এনসিইআরটি তৈরি করবে ভিডিওভিত্তিক লার্নিং রিসোর্স, হ্যান্ডবুক ও সহায়ক উপকরণ। এছাড়া এনসিইআরটি এবং সিবিএসই-র মধ্যে গঠিত হবে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি, যারা পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সময়মতো রোলআউট নিশ্চিত করবে। ক্লাস থ্রি থেকেই এআই ও কম্পিউটেশনাল থিংকিং অন্তর্ভুক্ত করা ভারতের শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাসে এক ব। পদক্ষেপ। এটি কেবল প্রযুক্তিগত দক্ষতা নয়, বরং নৈতিকতা, সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এই তিনের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকনির্দেশ দিচ্ছে।

# ঢাকায় খুলছে আইএসআই-এর অফিস, তলে তলে কোন শয়তানি ফন্দি আঁটছেন ইউনূস?

**ঢাকা, ৩১ অক্টোবরঃ** ভারতের জন্য আরও বিপদ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সঙ্গে ইউনূস সরকারের সখ্যতা এতটাই বেড়েছে যে আইএসআই-কে বাংলাদেশে দফতর খোলার অনুমতি দেওয়া হল। ঢাকায় পাকিস্তানের হাই কমিশনে আইএসআই আধিকারিকরা উপস্থিত হয়েছেন, এমনটাই খবর সূত্রের। বাংলাদেশের এই পদক্ষেপে চিন্তা বাড়ছে ভারতের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা কর্মকাণ্ড শুরু করতে চলেছে। এমনটাই খবর গোয়েন্দা সূত্রে। ঢাকায় পাকিস্তানের হাই কমিশন থেকেই আইএসআই নিজেদের কাজ চালাবে বলে খবর। সিএনএন সূত্রে খবর, পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার চারদিনের বাংলাদেশ সফরের সময়ই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি সেই সময় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস, বাংলাদেশের সেনা, নৌসেনা ও বায়ুসেনার প্রধানদের সঙ্গে দেখা করেন। ইউনূস

সরকারের এই পদক্ষেপে ভারতের বিপদ বাড়ছে, কারণ ভারত-বাংলাদেশের সাড়ে ৪ হাজার কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত রয়েছে, সেই জায়গাগুলিকেই টার্গেট করছে আইএসআই। অনুপ্রবেশের পাশাপাশি নাশকতামূলক কাজকর্মের আশঙ্কাও বাড়ছে। জানা গিয়েছে, মোট ৫টি জোনে ভাগ করা হয়েছে বাংলাদেশকে। আর এর দায়িত্বে থাকবে পাঁচজন চরম ভারত বিদ্বেষী পাক সেনাকর্তা। তারাই আইএসআই-র যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে, নজরদারি চালাবে। জানা যাচ্ছে, ঢাকায় আইএসআই-র কাজ পরিচালন করতে যোগ দিচ্ছেন পাক সেনার ১ ব্রিগেডিয়ার, ২ জন কর্নেল ও ৪ জন মেজর। প্রথম দফায় যোগ দেবে পাকিস্তান বিমান ও নৌবাহিনীর কয়েকজন সদস্যও। প্রসঙ্গত, হাসিনা সরকার পতনের পরই, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আইএসআই প্রধান গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের বুকে আইএসআই-র ডালপালা বিস্তার হচ্ছিল। জাল নোট চক্র থেকে শুরু করে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার মতো কার্যকলাপ চলেছে। হাসিনা আমলে আইএসআই-র কার্যকলাপ বাংলাদেশে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল, কিন্তু ইউনূস সরকার আসতেই ফের সেই সখ্যতা তৈরি হয়েছে এবং তা কার্যত ভারতের চিন্তা বাড়াচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের বিপদ যেমন বাড়ছে, তেমনই বাংলাদেশেরও কিন্তু বিপদ বাড়ছে। কারণ বাংলাদেশে আইএসআই-র কার্যকলাপ যত বাড়বে, ততই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো নষ্ট হবে। বাংলাদেশে এখনও নির্বাচিত সরকার নেই, মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার আইএসআই-কে প্রশ্রয় দিয়ে বিপদ বাড়ল বই কমল না।

## হাওড়া পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্বভার দেওয়া হল পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়ালকে

হাওড়াঃহাওড়া পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্বভার দেওয়া হল পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়ালকে। বুধবার সরকারি তরফে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এদিন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান পদ থেকে ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করল রাজ্যের পুর দপ্তর। গত ২৫ শে অক্টোবর এই প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। প্রশাসকমন্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।পাশাপাশি ধুপগুড়ি পুরসভার নতুন প্রশাসক হলেন ওই এলাকার মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা। এই পুরসভার এতদিন প্রশাসকের দাযিত্বে ছিলেন ভারতী বর্মন।পাঁশকুড়া পুরসভার প্রশাসকের দাযিত্ব দেওযা হলো তমলুকের মহকুমা শাসক মানাস মুখার্জী কে। নন্দকুমার মিশ্র কে সরিয়ে এই দাযিত্ব দেওয়া হলো মানস মুখার্জী কে।

## উচ্চ মাধ্যমিকে সফলদের মমতার শুভেচ্ছা

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ঃ প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। ঘোষণার কিছু সময় বাদে অনলাইনে ফল দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। পর্ষদ জানিয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ অনলাইনে মার্কশিট ডাউনলোডও করতে পারবেন। পরীক্রার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, আজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারে সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিনন্দন জানাই।দেশের মধ্যে প্রথমবার সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা হল। এই বিপুল আয়োজন সঠিকভাবে করার জন্য এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।যারা এবার ভালো ফল করতে পারো নি তাদের বলব, হতাশ না হয়ে চতুর্থ সেমিস্টারে যাতে ভালো ফল হয় তার চেষ্টা করো।তিনি জানান, এ বছর পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৯৩.৭২ শতাংশে। প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন মোট ৬৯ জন পরীক্ষার্থী।প্রসঙ্গত, পাশের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। তবে সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ফলাফল শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি হযেছে। প্রথম স্থানে রয়েছে দু'জন। ৯৮.৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে মেধাতালিকার শীর্ষে প্রীতম বল্লভ ও আদিত্য নারায়ণ জানা। দু'জনেই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই মেধা তালিকায় রয়েছে ৩১ জন।

## জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ৩১ অক্টোবর ঃ শুক্রবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের স্বাভাবিক হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল। ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতাযাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত শুধু জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যেতেই ছাড়পত্র দেওযা হযেছে। শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত চলাচলের ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি।ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, শুক্রবার সকাল থেকে জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক নিয়মে যান চলাচল শুরু হয়েছে। যান চলাচলের জন্য নির্ধারিত সময়ের বাইরে কোনও গাড়িকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে গাড়ি ছাড়ার অনুমতি নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি।অন্যদিকে, এসএসজি রোড এবং মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খোলা রয়েছে। মুঘল রোডে

## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# যোগাযোগেই হৃদয়ের বন্ধন, পরিকাঠামোই একতার সেতুবন্ধন-রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে আবেগঘন বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

একতা নগর, ৩১ অক্টোবর ঃ যোগাযোগ হৃদয়কে সংযুক্ত করে-রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের প্রভাতে এই এক বাক্যে যেন গোটা ভারতের ঐক্য ও অগ্রগতির দর্শনকে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের একতা নগরে বিশাল জনসমাবেশে দাঁ।য়ে দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে তিনি জানালেন, আধুনিক পরিকা।ঠামোই আজ ভারতের একতার দৃঢ় ভিত্তি। যোগাযোগ, সংযোগ ও অগ্রগতির এই মন্ত্রেই গাঁথা রয়েছে নতুন ভারতের ভবিষ্য।রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন একতা নগরে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ' রান অফ ইউনিটি'র পাদদেশে এক মহ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, এখন দেশে রেকর্ড সংখ্যক হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হচ্ছে। বন্দে ভারত এবং নমো ভারত ট্রেনগুলি ভারতীয় রেলপথকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট শহরগুলিও আজ বিমানবন্দর সুবিধা পাচ্ছে, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলও দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতের এই অবকাঠামোগত বিপ্লব শুধু রাস্তা, রেল, বন্দর বা বিমানবন্দর নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয় এটি ভারতীয় নাগরিকের চিন্তা ও আত্মবিশ্বাসের পরিধিও প্রসারিত করছে। এই আধুনিক পরিকাঠামো শুধু মানুষকে নয়, মনকেও সংযুক্ত করছে। এটি দেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের দূরত্ব মুছে দিচ্ছে, বলেন মোদী। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট-ভারতের নতুন সংজ্ঞা আজ সংযোগ ও সংহতির মাধ্যমে গঠিত।ড্ডতিনি আরও বলেন, যে দেশ যত বেশি সংযুক্ত, সে দেশ তত বেশি সমৃদ্ধ। আজকের ভারত সেই সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। একসময় যেসব অঞ্চল উন্নয়নের আলো থেকে দূরে ছিল, আজ সেগুলিও দেশের গতির সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, ' বিকাশ' (inclusive development) এর প্রকৃত অর্থই হলো, প্রত্যেক নাগরিক ও অঞ্চলকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা, যেখানে যোগাযোগ পরিকাঠামোই হবে সমতার ভিত্তি।রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে এদিন সারা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় ' রান ফর ইউনিটি'।

একতা নগর থেকে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু-প্রায় সব বড় শহরে মানুষ অংশ নেন ঐক্যের এই প্রতীকী দৌড়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন ছিল এক ভারত, এক চিন্তা, এক পথ। আজ সেই স্বপ্ন পূরণের পথে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। দেশের প্রতিটি হাইওয়ে, প্রতিটি সেতু, প্রতিটি ট্রেনলাইন এই ঐক্যের প্রতীক।প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে বারবার ফিরে এসেছে ' ভারত' ও ' ভারত' ট্রেনের প্রসঙ্গ। তিনি বলেছেন, এই দুই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের রেলপথ শুধু দ্রুতগামী হচ্ছে না, বরং মানুষের জীবনে আরাম, নিরাপত্তা এবং গর্বের অনুভূতিও যোগ করছে। আজ আমাদের ট্রেনগুলি শুধুমাত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে না, তারা দেশের হৃদযগুলোকেও সংযুক্ত করছে। প্রতিটি রেললাইন হচ্ছে ঐক্যের সোনার সুতো, বলেন তিনি।এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, যে রাজ্য বা অঞ্চল একসময় নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করত, আজ সেই অঞ্চলই ভারতের অগ্রগতির পথের অংশ হয়ে উঠেছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন শুধু অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে না, বরং মানুষের মনেও একতার অনুভূতি জাগাচ্ছে।একতা নগরের অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সেনা আধিকারিক, রাজ্য প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থী। এদিন মোদী সরকার ঘোষিত ' ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'

কর্মসূচির সাফল্যের দিকও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই কর্মসূচি শুধু সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য নয়, এটি মানুষে মানুষে বোঝাপড়ার সেতু গ।ছে। আমরা ভাষায়, পোশাকে, খাদ্যে আলাদা হলেও হৃদয়ে আমরা এক।তিনি আরও বলেন, আজকের ভারতের শক্তি একতা। যদি ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ একসঙ্গে এগিয়ে চলে, তবে এমন কোনও শক্তি নেই যা আমাদের থামাতে পারে। আমাদের যুবসমাজের হাতে আজ যে ক্ষমতা, তা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সেই ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করতে হবে উন্নয়ন ও ঐক্যের জন্য।প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে সুর মিলিয়ে এদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হয় ঐক্য র‍্যালি, পতাকা উত্তোলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ' বলে উল্লেখ করে মোদী বলেন, তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীন ভারতের প্রায় সব রাজ্য একত্রিত হয়েছিল। তাঁর দেখানো পথই আমাদের অনুপ্রেরণা। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই গর্বিত হতেন দেখে যে ভারত আজ কীভাবে সংহতি ও সংযোগের পথে এগোচ্ছে।তিনি আরও যোগ করেন, একতার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও যোগাযোগ। এই তিনটি স্তম্ভের উপরেই টিকে আছে ভারতীয় সমাজ। সরকার যতই রাস্তাঘাট বানাক, যদি হৃদয়ের সংযোগ না ঘটে, তাহলে উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে হৃদয .থেকে হৃদযকে সংযুক্ত

করা।দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ যখন ঐক্য দিবস উদযাপন করছে, তখন প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান, দেশের প্রতিটি নাগরিক যেন এই সংযুক্ত ভারতের যাত্রায় নিজের ভূমিকা রাখেন। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজেদের অবস্থান থেকে ঐক্যের প্রতীক হতে পারি, তাহলে ভারত হবে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজ আমরা যে সড়ক, রেল, বিমান বা ডিজিটাল সংযোগ তৈরি করছি, তা আগামী প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এই পরিকাঠামো শুধুমাত্র উন্নয়নের পথ খুলছে না, এটি ভারতকে এক নতুন মানচিত্রে স্থান দিচ্ছে। বিশ্বের দেশগুলি আজ ভারতের অগ্রগতি দেখে বিস্মিত।রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের অনুষ্ঠানে মোদী স্মরণ করেন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জগুলিকেও। বলেন, স্বাধীনতার পর আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল এক নতুন জাতি গঠন করা। সেই সময় যদি সর্দার প্যাটেল না থাকতেন, তাহলে ভারতের মানচিত্র আজ একেবারেই অন্যরকম হতো। তাঁর দূরদৃষ্টি, সাহস ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই আজকের ভারতের ভিত্তি।শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশের যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন, যুবকরাই ভারতের প্রকৃত শক্তি। তোমাদের স্বপ্নই দেশের স্বপ্ন। আজ যে পরিকাঠামো আমরা তৈরি করছি, তা তোমাদের জন্য, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য। একে রক্ষা করা, গড়ে তোলা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তোমাদের দায়িত্ব।রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে গুজরাটের একতা নগরে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান যেন ভারতের ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠল। প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল এক নতুন ভারতের প্রতিশ্রুতি-যেখানে যোগাযোগ মানে শুধু রাস্তাঘাট নয়, বরং হৃদয়ের বন্ধন যেখানে একতা মানে শুধু রাজনৈতিক ধারণা নয়, বরং এক অন্তর্গত অনুভব, যা ভারতের আত্মাকে প্রতিদিন আরও দৃঢ় করে তোলে।প্রধানমন্ত্রীর সেই এককথা যেন গোটা জাতির প্রেরণা হয়ে রইল-যাগাযোগ হৃদয়কে সংযুক্ত করে, আর সেই সংযোগই ভারতের প্রকৃত শক্তি।

# বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ এনডিএর, অতি অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নই মূল প্রতিশ্রুতি

পাটনা, ৩১ অক্টোবরঃ আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটের ময়দানে ঝড় তুলতে এবার প্রতিশ্রুতির ঝুলি খুলল এনডিএ। শুক্রবার পাটনায় এক সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হল এনডিএ-র ' সংকল্প পত্র'। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান, আরএলএম প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াহা এবং জোটের অন্যান্য নেতারা। এক প্রকার ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ থেকেই রাজ্যের আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরলেন তাঁরা।প্রকাশিত 'সংকল্প পত্র'-এ একদিকে যেমন উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, তেমনই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অতি অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ওপর। উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এদিনের বৈঠকে বলেন, অতি অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই শ্রেণীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাই তাদের আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।ড্ডতিনি আরও বলেন, অতি অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি এই শ্রেণীর সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে, যার নেতৃত্ব দেবেন সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এই কমিটি রাজ্যের অতি অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তোলপা। শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বিহারের সমাজ কাঠামোয় অতি অনগ্রসর শ্রেণীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়ায়, এই প্রতিশ্রুতি ভোটে ব। ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। এনডিএ শিবিরের তরফে বলা হয়েছে, বিহারের উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের সব শ্রেণী সমানভাবে সুযোগ পাবে। আমরা সেই দিকেই এগোচ্ছি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেন, বিহারের মানুষ জানেন, উন্নয়নের রাজনীতি কেমন

হয়। এনডিএ সরকার বিগত বছরগুলোতে যেভাবে রাজ্যের রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি এনেছে, তা সর্বজনবিদিত। এবারও আমরা সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখব, তবে এবার লক্ষ্য হবে আরও গভীরে পৌঁছনো-যেখানে এখনও উন্নয়নের আলো পুরোপুরি পৌঁছায়নি।তিনি আরও দাবি করেন, বিহারে এনডিএ সরকারের নেতৃত্বে আমরা ' উন্নয়ন, সবার বিশ্বাস' নীতিতে বিশ্বাস করি। অতি অনগ্রসর শ্রেণী, মহিলারা, কৃষক ও যুবকদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে, যাতে প্রত্যেকে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন।মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এদিনের অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে বলেন, বিহারের অগ্রগতি কোনও একদিনের বিষয় নয়। আমরা বহু বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়েছি। সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষদের উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব। তাই এই সংকল্প পত্রে তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।নীতীশ কুমার আরও যোগ করেন, বিহারের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি পঞ্চায়েতকে আমরা ডিজিটাল সংযোগে যুক্ত করব। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি নারীস্বনির্ভরতার ক্ষেত্রেও আমরা নতুন দিগন্ত খুলব।ড্ডচিরাগ পাসোযান বলেন, এই সংকল্প পত্র শুধু একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়,

এটি বিহারের ভবিষ্যতের রোডম্যাপ। আমরা চাই, আগামী পাঁচ বছরে বিহার দেশের অন্যতম উন্নত রাজ্যে পরিণত হোক। এজন্য প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে সঙ্গে নেওয়া জরুরি। বিহারের সামাজিক বিন্যাসে অতি অনগ্রসর শ্রেণীর ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন মস্যজীবী, লুঞ্জ্জ্বজ্ঞ, তামার, নাপিত, ধোপা, নৌ, কাহার প্রভৃতি, যারা ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। তাই এনডিএ-র এই পরিকল্পনা তাদের জন্য এক বিশেষ বার্তা বহন করছে। সম্রাট চৌধুরীর ভাষায়, আমরা চাই, অতি অনগ্রসর শ্রেণীর সন্তানরা যেন শিক্ষায় এগিয়ে যায়, তাদের ঘরে আলো জ্বলে। কোনও মেধাবী ছাত্র আর আর্থিক অসুবিধার কারণে প।।শোনা বন্ধ না করে।ড্ডএছা।। সংকল্প পত্রে নারী নিরাপত্তা, কৃষক কল্যাণ, যুব কর্মসংস্থান, শিল্প বিনিয়োগ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একাধিক দিকনির্দেশমূলক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজ্যে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে, যাতে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান হয়। প্রতিটি জেলার মেডিক্যাল কলেজে উন্নত সুযোগ-সুবিধা আনা হবে, পাশাপাশি প্রতিটি ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধুনিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।শিক্ষাক্ষেত্রে ' বিহার' প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে

যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি সরকারি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ' বেটি বিকাশ যোজনা' আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে এনডিএ।ড্ডরাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এবারের এনডিএর ' পত্র' স্পষ্টভাবে সামাজিক ন্যায়ের পাশাপাশি উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার মেলবন্ধনের দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিকে তারা নীতীশ সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে সামনে এনেছে, অন্যদিকে অতি অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের বার্তা দিয়ে ভোটারদের আবেগে দাগ কাটার চেষ্টা করছে।ড্ডঅন্যদিকে বিরোধীরা অবশ্য একে ' প্রতিশ্রুতির প্যাকেজ' বলে কটাক্ষ করতে ছা।ছে না। আরজেডি শিবিরের দাবি, বিগত বছরগুলোতে অতি অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন নিয়ে যত কথা বলা হয়েছে, তার অর্ধেকও বাস্তবে হয়নি। ভোটের আগে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবারও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এনডিএ।তবে এনডিএ নেতৃত্বের বিশ্বাস, তাঁদের কাজই তাঁদের সবচেয়ে ব। প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কথায়, আমরা প্রতিশ্রুতি দিই না, আমরা কাজ করি। এই সংকল্প পত্রে যা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করবই। কারণ বিহারের মানুষ এখন উন্নয়ন চায়, রাজনীতি নয়।ড্ডশেষে জে পি নাড্ডা বলেন, বিহার পরিবর্তনের পথে এগোচ্ছে। আমরা চাই সেই পরিবর্তন আরও শক্তিশালী হোক। আগামী পাঁচ বছর বিহার হবে ভারতের উন্নয়নের নতুন কেন্দ্রবিন্দু। এই সংকল্প পত্র সেই দিকেই আমাদের প্রতিশ্রুতি। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নির্বাচনের আগে এই ' সংকল্প পত্র' এনডিএ-র জন্য এক ব। হাতিয়ার হতে পারে। অতি অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি তাদের মনোযোগ যেমন সামাজিক সমীকরণে নতুন ভারসাম্য আনতে পারে, তেমনই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে ভোটারদের আস্থা জাগাতেও সক্ষম হবে। এখন দেখার, বিহারের মানুষ কতটা সাড়া দেয় এই প্রতিশ্রুতির রাজনীতিতে।

## প্রতি বছরের ন্যায় সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন হয়েছে বালির বিধায়ক রানা চ্যাটার্জির নিজস্ব বাসভবনে

বালি(হাওড়া)ঃপ্রতি বছরের ন্যায় সাড়ম্বরে শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করা হয়েছে বালির বিধায়ক তথা বালি পৌরসভার মুখ্য প্রশাসক বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডাঃরানা চ্যাটার্জি'র বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোডের বাসভবনে। পুজোয় নিজে উপস্থিত থেকে সব দায়িত্ব এদিন সামাল দেন বিধায়ক সহ তাঁর সহধর্মিণী বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃঋতুপর্ণা চ্যাটার্জি। বাড়ির এই জগদ্ধাত্রী পূজা এবছর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। পুজোর আয়োজন ছিল রীতিমতো জমজমাট। সকাল থেকেই আবাসনে দিনভর ছিল অতিথি অভ্যাগতদের ভিড়। বিধায়ক, প্রাক্তন কাউন্সিলররা সহ আসেন বহু বিশিষ্টরাও। বিধাযকের স্ত্রী ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জি এবং মেয়ে ঋষিকা সহ পরিবারের সকলকে নিয়েই এই পুজোর আয়োজন করা হয়। শুক্রবার দশমীতে সন্ধ্যের পর প্রতিমার বিসর্জন হবে। বাড়ির এই পুজোয় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজোর প্রসাদ ভিন্ন তৈরি হয়। মাকে শীতল ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। পুজোয় সপ্তমীতে অন্নভোগ, অষ্টমীতে খিচুড়ি প্রসাদ, নবমীর পুজোয় পোলাও ভোগ, ক্ষীর, পায়েস মিষ্টান্ন ইত্যাদি অর্পণ করা হয়। নবমীর রাতে প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডাঃঋতুপর্ণা চ্যাটার্জি বলেন, আমি এখানে একাই পূজার সব আয়োজন করিনা। আমার আত্মীয় বন্ধু, স্বামী, মেযে.সহ প্রত্যেকেই প্রথম দিন থেকে আমার পাশে থাকেন। এই কারণে আমি সফলভাবে এই পুজো করতে পারি। সারাদিন ধরে পুজো হয়। আমাদের পুজো দেখতে বিশিষ্ট মানুষজন থেকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই কোনও না কোনও সময়ে আসেন। তাঁরা সকলেই মায়ের প্রসাদ খান। আজই চার প্রহরের পূজা সম্পন্ন হবে। নবমীর পূজা হবার পরে মাকে শীতল ভোগ দেওয়া হবে। শুক্রবার দশমীর পুজো। সপ্তমীতে অন্ন ভোগ, অষ্টমীতে খিচুড়ি ভোগ এবং নবমীতে দেওয়া হয় পোলাও ভোগ। শীতল ভোগে লুচি, পায়েস, সুজি সহ বিভিন্ন রকমের মিষ্টি রাখা হয়। বিধায়ক ডাঃরানা চ্যাটার্জি বলেন, আত্মীয় বন্ধুদের উপস্থিতি আমাদের এই পুজো জমজমাট করে রাখে। এই পুজোয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। মায়ের আশীর্বাদে সকলের সহযোগিতায.আমাদের এই পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রতিবছর মা জগদ্ধাত্রী ঘরে আসুক এই মায়ের কাছে চাই। এখানে দেবীকে আলাদা আলাদা ভোগ নিবেদন করা হয়। রাতে আলাদা ভোগ করা হয়। কাজের চাপ থাকে। এইসব কমানোর জন্যই মায়ের আরাধনা। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দাযিত্ব দিয়েছেন। মায়ের কাছে কামনা করি এই দাযিত্ব আমি যেন সফলভাবে পালন করতে পারি। মানুষের জন্য কাজে লাগতে পারি। সামনেই নির্বাচন। সেইজন্য মায়ের কাছে চেয়েছি আমার দল যেন বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়, মা মাটি মানুষের সরকার যেন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য যেন শপথ নেন।

## ইন্দিরা গান্ধীর ৪১-তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৪১-তম প্রয়াণ দিবসে নয়াদিল্লির শক্তিস্থল-এ শুক্রবার সকালে এক স্মরণসভার আয়োজন করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সকালে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শক্তিস্থলে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর অটল নেতৃত্ব, নির্ভীক মনোভাব ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

## দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হলো জয়নগরে

জয়নগরঃদূর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাংকের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বৃহস্পতিবার ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হলো।সারা দেশ জুড়ে ২৭ শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন এই সচেতনতা মূলক সচেতনা দিবস পালন করা হয়। যাতে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এডিশনাল ভিজিলেন্স আধিকারিক রমন কুমার সিং,এসিভিও এজিএম ভিজিলেন্স বিশ্ব মোহন ঝা,ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের দক্ষিন ২৪ পরগনার রিজিওনাল ম্যানেজার সন্দীপন পাল,ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের জয়নগর মিত্রগঞ্জ শাখার সিনিযর ম্যানেজার শ্রীপর্ণা রায়চৌধুরী, শাখা ম্যানেজার আকাশ দাস সহ আরো অনেকে।এদিন ব্যাংকের গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে দূর্নীতির বিরুদ্ধে ল।াই করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের মেল বন্ধন আরও মজবুত করার বার্তা দেওয়া হয়।ব্যাংকের কোন করিনি যদি কোনরকম দুর্নীতির সঙ্গে একটু থাকে তার বিরুদ্ধে কাউকে সরাসরি অভিযোগ জানাতে বলা হয়।এদিন এই সভায.বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অংশ নেন এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন।দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে ব্যাংকিং পরিষেবা কে আরো উন্নত করতে সমাজের সকল স্থানের মানুষকে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করা বার্তা দেওযা.হয.এদিনের এই সচেতনা দিবসের সভা থেকে।

## রাশিফল

**মেষঃ**রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বজায. রাখতে হবে। জীবনে কিছু অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা থাকতে পারে, যা মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এই সময়ে ইতিবাচক

**বৃষঃ** আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে- কোনো ফযসালা করার আগে একটি সাম্যজ্ঞস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখুন।

**মিথুনঃ** মিথুন রাশির বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো খুবই আনঃদদাযক হবে। যোগাযোগের এই ধারাবাহিকতায় একে অপরের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি বুঝতে সক্ষম হবেন, যা পারস্পরিক সম্পর্কে আরও মধুরতা আনবে।

**কর্কট রাশি** ঃকর্কট রাশির জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। চারপাশের পরিবেশে অনিশ্চযতা এবং অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন, যা মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন

**সিংহঃ** কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব আপনার দিনের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করবে- আপনি দেখবেন আপনি অন্যদের জন্য বেশি কাজ করছেন, নিজের জন্য কম।।

**কন্যা** ঃকন্যা রাশির জন্য দিন মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। মনে হতে পারে যে, চারপাশে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। এই সময় অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কে অস্বাভাবিক অশান্তি হতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

**তুলাঃ**আপনি আজ খুব সক্রিয.এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে।

**বৃশ্চিকঃ**বৃশ্চিক রাশির জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা বয়ে আনবে। চারপাশের পরিবেশ আনন্দময় হবে। সমাজ এবং পরিবারে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অনুভব করবেন। ব্যক্তিঃগত অনুভূতিগুলি অন্যদের প্রতি ইতিবাচক সংযুক্তিও প্রতিফলিত করবে, যা বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

**ধনুঃ** আনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ হবে।

**মকরঃ** মকর রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি কঠিন দিন হবে। এই সময়টি ইঙ্গিত দেয় যে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে। বিবাহের যোগ

**কুম্ভঃ** আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে।

**মীনঃ** আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। আপনার ঘরে ঐক্য আনতে

## আবহাওয়া

ঝড় না হলেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার মৃদু প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। বৃষ্টি হয়েছে আরও একাধিক জেলায়। এ দিন, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই মুখ ভার আকাশের, ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে ঝড় না হলেও, ঘূর্ণিঝড়ের সামান্য প্রভাব দেখা গিয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় বজ্রপাত এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মিনিটে।

# ভদ্রেশ্বরে দুরন্ত বার্তা আয়োজিত ক্লাসিক জগদ্ধাত্রী পুজো সম্মান ২০২৫

**মলয় সুর, চন্দননগরঃ** ভদ্রেশ্বরে জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে এখন মাতোয়ারা। এই পুজোকে কেন্দ্র করে উসবে চেহারা নিয়েছে। এখানে ছোট-বড় বাজেটের পূজো মিলিয়ে প্রায.৩ শতাধিক পুজো হয়। এছাড়াও কিছু বাড়ির পুজো রয়েছে। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা এমনকি অভিনব আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের নজর করে। প্রতিবছরের মতো এবারও দুরন্ত বার্তা আয়োজিত দুদিন ধরে পূজা পরিক্রমা হয়। পুজোর সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় চন্দননগর বড়বাজার বারোয়ারির মঞ্চে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।

# সারা বাংলার একটাই স্বর জাস্টিস ফর প্রদীপ কর

**মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ** আগরপাড়া রেল স্টেশন থেকে এক বিশাল মিছিল গিয়ে থামলো বিটি রোডে তেতুল তলায়। তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির ভুমিপুত্র ও বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ পার্থ ভৌমিক, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য, যুব তৃণমূল সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী, ব্যারাকপুর-দমদম সংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনালী সিংহ রায়, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ দে সহ অন্যান্য পৌরপারিষদ ও অন্যান্য পৌরপিতা ও পৌরমাতাগণ। গোটা মিছিলে সকলের কণ্ঠে একটাই স্লোগান ছিল- সারা বাংলার একটাই স্বর জাস্টিস ফর প্রদীপ কর। বিশাল এই মিছিলে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ পায়ে পা মেলান।

# রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল

সুমন আদক, হাওড়া,৩১ অক্টোবর ঃ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মেনে শুক্রবার বেলড়। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ঢল নামলো। এদিন সকাল থেকে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর বিহিত পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মহাসমারোহে বেলুড় মঠ সারদাপীঠে শুরু হয় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা। এদিন সকালে পূর্বাহ্ন পূজা দিয়ে শুরু হয় পূজা। এরপর মধ্যাহ্ন পূজা এবং অপরাহ্ন পূজা হয়। এরই মধ্যে হয় পুষ্পাঞ্জলি, হোম এবং প্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যায় আরতি হয়ে পুজোর সমাপ্তি হয়। দশমীতে সকালে পূজা হওয়ার পর দর্পণ বিসর্জন এবং সন্ধ্যায় হবে প্রতিমা নিরঞ্জন। মহা ধূমধামের সঙ্গেই এই জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয় বেলুড় মঠ সারদাপীঠে। সারদাপীঠের তরফে জানা গেছে, বেলু। মঠের শাখাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পুজো। বৈদিক এবং তান্ত্রিক মতে এই পুজোর সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রায় দূর্গাপূজার সমযকালীন একই সময় ধরে এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হচ্ছে। পুরাণ মতে, দুর্গার অপর রূপ জগদ্ধাত্রী। বৃহস্পতিবার দেবীর আবাহন এবং অধিবাস হয়েছে। এদিন সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীর পুজো হয়। শনিবার সকালে দশমীর পুজো হবে এবং সন্ধ্যায় বিসর্জন হবে। প্রসঙ্গত, এখানে স্থানীয় ভক্ত ছাড়াও দূরদুরান্ত থেকে ভক্তরা এসে পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। মঠ ও মিশনের এই পুজোয় মায়ের নামে সংকল্প করা হয়। এদিন বেলুড় মঠে আগত ভক্ত গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেলুড় মঠ সারদাপীঠের জগদ্ধাত্রী পুজোয় উপস্থিত থাকার একটা আলাদা অনুভূতি রয়েছে। এই বিশেষ দিনে ভক্ত হিসেবে সেখানে পৌঁছনো মায়ের আশীর্বাদতুল্য।' অপর এক ভক্ত সাধনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মা সব জায়গায় রয়েছেন। জগদ্ধাত্রী পুজোর এই বিশেষ দিনে মাকে উপলব্ধি করার জন্য এখানে আসা। এখানে এসে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে এখানে আজ সারাদিন থাকব।' স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ বলেন, 'এখানের জগদ্ধাত্রী পুজো অত্যন্ত প্রাচীন। প্রতি বছর শাস্ত্রীয় বিধি মেনে শ্রদ্ধার সঙ্গে মায়ের আরাধনা করা হয়। এখানে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে এই পুজো হয়ে থাকে। গতকাল বৃহস্পতিবার ষষ্ঠীর অধিবাস এবং বোধন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীর পুজো। আগামীকাল শনিবার সকালে দর্পণ বিসর্জন এবং সন্ধ্যেবেলায প্রতিমা বিসর্জন হবে। এদিন সারাদিনই ভক্তরা আসবেন। এ বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বেলুড় মঠের মা সারদা সদাব্রত ভবনের কাছ থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। প্রতি বছর এখানে ২০ থেকে ৩০ হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়ে থাকেন। আমাদের পরম্পরা অনুসারে এই পুজো এবং তার সঙ্গে মায়ের আরাধনা হয়ে থাকে।'

# হাওড়ায় জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় ভেঙে গেল পুলিশের কিয়স্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,৩১ অক্টোবর ঃ হাওড়ার রানীহাটি মোড়ে জাতীয় ড়কে দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবাহী লরির ধাক্কায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল ট্রাফিক পুলিশের কিয়স্ক। জখম ডিউটিতে থাকা দুই পুলিশ কর্মী। হাওড়ায় জাতীয় সড়কের ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন পুলিশের এক সিভিক কর্মী ও এক টেম্পোরারি হোমগার্ড। জাতীয় সড়কে এরা ডিউটিতে ছিলেন। আচমকাই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ওই কিয়স্কে। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের রানীহাটি মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত হন শাহনাজ মোল্লা ও দেবব্রত বণিক। গুরুতর জখম হন তাঁরা। বুধবার ভোর ৪টে নাগাদ ওই ঘটনাটি ঘটে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা গেছে, এদিন জাতীয় সড়কে উলুবেড়িয়ার বানিয়ারার দিক থেকে কলকাতা যাবার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি সরাসরি পুলিশের কিয়স্কে ধাক্কা মারে। আহত হন ওই দুই পুলিশ কর্মী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়। লরিটি আটক করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চলছে। কি কারণে ওই দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

# চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় সংবাদমাধ্যমের বিবর্তনকে তুলে ধরেছে লিচুতলা জগদ্ধাত্রী কমিটি

বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি,৩১ অক্টোবর ঃ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে লোকজন পুজোর সময় ভিড় করেন এখানে। এই বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় লিচুতলা পুজো কমিটির থিমে বিশেষ চমক। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো জগৎ বিখ্যাত। দুর্গাপুজোর চেয়েও জগদ্ধাত্রী পুজো অনেক বড় করে হয় এখানে। জগদ্ধাত্রী মায়ের জন্যই সারা বছর দিন গোনেন চন্দননগরবাসী। খবরের কাগজ থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছে খবর। সংবাদ পড়া থেকে দেখা-শোনার বিবর্তন, পুজোর থিমে তুলে ধরেছে লিচুতলা।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো যতদিন গিয়েছে সংবাদপত্রের জাযগা দখল নিয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম। আগে বিভিন্ন রেল স্টেশনে ভোর হতেই দেখা যেত খবরের কাগজ নিয়ে ভেন্ডারদের তাড়াহুড়ো। সেই কাগজ পৌঁছে যেত মানুষের ঘরে ঘরে। আগে পাড়ার মোড়ে, সেলুনে, চায়ের দোকানে, মানুষ খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসতেন। তবে এখন চিত্রটা কিছুটা বদেছে। মানুষ বিভিন্ন সমাজমাধ্যম যেমন ইউটিউব, ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাতেও পরিবেশন করা হচ্ছে সংবাদ। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় সংবাদমাধ্যমের বিবর্তনকে তুলে ধরেছে লিচুতলা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। তারা এ বছর ৮৬'তম বর্ষে পা দিয়েছে। মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে স্টেশনে ভেন্ডারদের ব্যস্ততা। সেই সমস্ত আজ অতীত। মণ্ডপের দেওয়ালে টাঙিয়ে পৌঁছে গিয়েছে স্মার্টফোন। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখন এক ক্লিকেই পেয়ে যাচ্ছে মানুষ। আমরা মণ্ডপে সেই বিবর্তনের বিষয়টাকে তুলে ধরেছি। সাইকেল চেপে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেতেন তারা। এখন

রাখা হয়েছে সাইকেল। আগে ভোর হলেই তাতে চেপে ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেত খবরের কাগজওয়ালা। মণ্ডপের চারিপাশে বিভিন্ন সংবাদপত্রের টুকরো কোলাজ তুলে ধরেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। পুজোর সদস্য অনির্বাণ মুখার্জি, শিল্পী তন্ময় হাজরা বলেন,'খবরে কাগজের মাধ্যমে মানুষ সংবাদ সংগ্রহ করতেন কিন্তু এখন মানুষের হাতে সংখ্যাটা অনেক কমেছে। আগের থেকে মানুষের সংবাদপত্র পড়ার সংখ্যাও কমছে। ভেন্ডারদের মধ্যে ব্যস্ততা কমেছে। কমেছে তাদের রোজগার। মানুষের হাতে সময় কমেছে তাই অনেকেই সংবাদপত্র পড়াও কমিয়েছেন। যদিও আগে একটা খবর পেতে অনেক দেরি হতো। কিন্তু এখন সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি'।

# আইআইএম কলকাতায় ইন্ডিয়া রিসার্চ ট্যুর ২০২৫ এর উদ্বোধন সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার আজ ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম), কলকাতায় ইন্ডিয়া রিসার্চ ট্যুর

২০২৫ এর যাত্রার সূচনা করেন। ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (আইসিএসএসআর), শিক্ষা মন্ত্রক এবং একটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানটির মূল লক্ষ্য ভারতের গবেষণা পরিসরে সংযোগ, সহযোগিতা এবং স্বচ্ছতা বাড়ানো। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, ড. মজুমদার উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকীর দিনেই এই সূচনার তাৎপর্য বিশেষ। তিনি বলেন, উদ্ভাবন ছাড়া সমাজ স্থবির হয়ে যায়। তিনি আরও যোগ করেন ইন্ডিয়া রিসার্চ ট্যুর ২০২৫ ভারতের জ্ঞান ও সত্য অন্বেষণের চিরন্তন সভ্যতাগত সাধনাকে প্রতিফলিত করে। তিনি ভারতের গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স বা বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে মাত্র পাঁচ বছরে ৮১-তম স্থান থেকে ৩৯-তম স্থানে উন্নীত হওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, 'ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন' প্রকল্প ও ' ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর মতো উদ্যোগ গবেষণায় প্রবেশাধিকার এবং উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন গবেষণাকে উসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, ' রিসার্চ, আওয়ার ফিউচার' উদ্যোগ মহিলা গবেষকদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি, দেশের সার্বিক গবেষণার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দফতরের বিজ্ঞানী ' ড. হাফসা আহমেদ আইসিএসএসআরের সদস্য সচিব অধ্যাপক ধনঞ্জয় সিং এবং আইআইএম কলকাতার পরিচালক ড. অলোক কুমার রায়। তাঁরা 'ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন' পরিকাঠামোর মূল লক্ষ্য হিসাবে মুক্ত প্রবেশাধিকার, আন্ত ঃ-বিভাগীয় সহযোগিতা এবং গবেষণার গণতন্ত্রীকরণের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, ২০২৮-এর নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদিত 'ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি ১৩,০০০-এরও বেশি আন্তর্জাতিক প্রকাশনার নাগাল পাবে এবং ভারতীয় গবেষণায় অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বহুগুণ বেড়ে যাবে। ইন্ডিয়া রিসার্চ ট্যুরের এই ২০২৫-এর যাত্রা তৃতীয় সংস্করণ। মোট ৪০ দিনের যাত্রা হবে দিল্লি থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত। এ বছরের অভিযান বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের অপ্রকাশিত গবেষণার সম্ভাবনার উপর জোর দেবে। এর উদ্দেশ্য গবেষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে বলিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংযুক্ত গবেষণার পরিবেশ গঠন করা।

# একাধিক সমস্যায় ভুগছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ এখন একাধিক সমস্যায় ভুগছে বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এখানে নেই পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা। কয়েক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেন্দ্যাপাধ্যায় এক বৈঠকে সব হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু উল্টো চিত্র উঠে এলো বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, দুটি হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এখনও পর্যাপ্ত কোনো সিসি ক্যামেরা নেই। তাই নজরদারিতে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এমনকী, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীর অভাবও দেখা গিয়েছে। মাত্র ছ'জন রয়েছেন দায়িত্বে। এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাক্তার ধীরাজ রায় বলেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দেখছে।বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের ঠিক পিছনেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার রোগীর ভিড়ে হিমশিম খেতে হয় এখানকার চিকিৎসকদের। সুন্দরবনের মৈপীঠ, কুলতলি, জয়নগর থেকে শুরু করে সোনারপুর, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, বারুইপুরের মানুষজন এখানে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, ২০২৪ সালে আর জি কর অর্থাৎ মহকুমা হাসপাতালে ৪০টি ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দরকার ৬৬টি। পাশাপাশি,গত বছরে বারুইপুর পুলিশ জেলাও সিকিউরিটি অডিট করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল, মহকুমা হাসপাতালে দরকার ৪০ জন নিরাপত্তারক্ষী।

হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের খুনের পরে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল পুলিশ কিয়স্ক। কিন্তু যতগুলি সিসি ক্যামেরা প্রয়োজন, ততগুলি নেই। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা আছে ১৩টি ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রয়েছে ১৮টি। অর্থাৎ মোট ৩১টি। গত বছরে হাসপাতাল পরিদর্শন করে পিডব্লুডি আইটি দপ্তর ও ডব্লুবিএমএসসিএল বিভাগ জানিয়েছিল দুটি হাসপাতালে মোট ১০৬টি সিসি ক্যামেরা প্রয়োজন। রয়েছেন মাত্র ছ'জন। ৪০ জন হলে নজরদারির কোনও খামতি থাকবে না। কিন্তু আর কোনও কাজ এগোয়নি। হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসকও বলেন, মহকুমা হাসপাতাল থেকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তায় গেট খোলা থাকে রাতে। এটা বন্ধ রাখার কথা বলা হয়ে ছিল। পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীর অভাবের জন্যই এই সমস্যা। হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা উচিত প্রশাসনের।তবে সমস্ত বিষয় গুলি দ্রুত সমাধানের দাবি জানালো রোগীদের পরিবার।

# ভিজিলেন্স সচেতনতা পদযাত্রা হয়ে গেল গড়িয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগগর, ৩১ অক্টোবর ঃ ব্যাংকিং পরিষেবার পাশাপাশি এবার ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহে সচেতনতা মূলক পদযাত্রা হয়ে গেল রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার গড়িয়ায়।ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাংকের রিজওনাল অফিস গড়িয়াতে শুক্রবার এই শিবির হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মদিবসকে সামনে রেখে ও ভিজিলেন্স সচেতনতা সপ্তাহে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।এদিনের শিবিরে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রায় ৫০ জন অংশ নেন।এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাংকের দক্ষিন ২৪ পরগনা রিজিওনাল ম্যানেজার সন্দীপন পাল, এম স্বাস্থ্যর পক্ষে দেবল বৃষি ব্যানার্জী সহ আরো অনেকে।এদিন বিকালে দূর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গড়িয়া রিজিওনাল অফিস থেকে ঢালাই ব্রীজ পর্যন্ত সচেতনতা মূলক পদযাত্রা বের হয়। যাতে নেতৃত্ব দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাংকের দক্ষিন ২৪ পরগনা রিজিওনাল ম্যানেজার সন্দীপন পাল। এদিন দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন শাখা থেকে কর্মীরা এই পদযাত্রায় অংশ নেন।

# অকাল বৃষ্টিতে দিশেহারা কৃষকরা

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,৩১ অক্টোবর ঃ বুধবার হাওড়া গ্রামীণ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় মান্থার প্রকোপে কৃষকদের দিশেহারা অবস্থা। এমনকি ক্ষয়ক্ষতির দাবিও উঠেছে কৃষকদের মধ্য থেকে।গত কয়েক দিন আকাশ মেঘলা থাকার পর মঙ্গলবার বিকেলে থেকে বুধবার দফায় দফা ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। এই অকাল ঝোড়ো হাওয়া ও বর্ষনের ফলে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় এলাকায় কৃষক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এখন পর্যন্ত যেটুকু ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে তার ফলে কৃষি ফসল হেলে পড়েছে বা কাত হয়ে নুয়ে শুযে পড়েছে। পাকা ধানের অবস্থা খারাপ। ধান,আলু,শাক, সবজি চাষে খয়খতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে জানান কৃষক সৌরভ রায় । কৃষি সমবায় সমিতি থেকে লোন নিয়ে যারা চাষ করেছে বা তার বাইরে অনেক কৃষক রয়েছেন তারা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।দিশেহারা অবস্থা এরূপ আর কয়েক দিন চললে চাষের দফারফা হয়ে যাবে বলে আসঙ্কা প্রকাশ করেছেন হাওড়া গ্রামীণ এলাকার কৃষক বিলাস দলুই। সময় মতো বা তার পর যারা ধান চাষ করেছেন বা ধান ওঠার পর যারা আলু চাষ করেছেন,শাক, সবজি চাষে ঋণ নিয়ে ছিলেন ঋন পরিশোধ শোধ করার আশা করে ছিলেন। প্রায় সকলের মাথায় হাত অবস্থা বলে জানান কৃষক নিমাই বেরা। হাওড়ার উদয়ণারায়নপুর, আমতা এক ও দুই, শ্যামপুর এক ও দুই, উলুবেড়িয়া এক ও দুই,বাগনান এক ও দুই ব্লকের কয়েকটি এলাকায় গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এই অকাল বৃষ্টির ফলে চাষে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের সমরুক,আমতলা, সু ন্দরপুর,পূর্ব, উঃ বাউড়িয়া সহ একাধিক এলাকায় শসা চাষ করা হয় এবং তার সম্পূর্ণ বীজ তৈরী করে বিক্রি করা হয়, কিন্তু এবসর পর্যাপ্ত দাম না পাওয়ায় চাষীরা দিশেহারা ,ফুল ও পান চাষিরাও উকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। এই মান্থার বিপর্যয় থেকে কৃষকদের রক্ষা ও সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার সরকারের বিভাগের আধিকারিক বর্গদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রাবনী রায়। এদিকে হাওড়ার গ্রামীণ এলাকার এক কৃষক সংগঠনের নেতা জানান সরকার শস্যবীমা করেছে কৃষকদের জন্য। তাই ফসলে ক্ষতি হলে রাজ্য সরকার আছে কৃষকদের পাশে।

# চন্দননগরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি,৩১ অক্টোবর ঃ ঠিক বৃষ্টি নামার আগে চন্দননগর কলুপুকুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপের সামনেই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। ফের দুর্ঘটনা চন্দননগরে। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। বুধবার দুপুরে ঘূর্ণিঝড়ের জেরে রাজ্যের একাধিক জায়গায় অঝোরে বৃষ্টি নামে। জানা গিয়েছে, এদিন পুজোর অষ্টমীর সকালে চুঁচুড়া মতিঝিলের এক দম্পতি তরুণকান্তি দাস ও শিবানী দাস বাইক নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। কলুপুকুর পুজো মণ্ডপের সামনে তাঁদের বাইকে পিছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে। দু'জনেই রাস্তায় পড়ে যান। বাইকের পিছনে বসেছিলেন শিবানী দাস(৫২)। তিনি রাস্তায় পড়তেই তাঁর উপর দিয়ে একটি লরি চলে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে যান। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। লরি চালক ও লরিটিকে আটক করে পুলিশ। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনগুলোতে ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকে। নো এন্ট্রি থাকে অন্যান্য যানবাহনেও। বিসর্জনের শোভাযাত্রার আলো সাজানোর জন্য লরি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। যে লরিটি চাপা পড়ে মহিলার মৃত্যু হয়েছে, সেটি মানকুন্ডুর একটি পুজো কমিটির বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও শববাহী গা।ি। মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুজো কমিটির এক সদস্য জানান, ভিতরে পুজোর ঢাক বাজছিল, সেই সময় হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে দেখেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রৌঢ় দম্পতির বড় মেয়ে ও জামাই বেঙ্গালুরুতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওম প্রকাশ মাহাত বলেন, ' আদি পালপাড়ার একটি লরি যাচ্ছিল। সেটিই ধাক্কা মারে।' দুপুর থেকে নো এন্ট্রি থাকে। আগামিদিনে খালাসি ছাড়া যাতে লরি না যায়, সেটা দেখা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

# ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনঃনির্মাণ হতে চলেছে বসিরহাট ইটিন্ডা রোড

বসিরহাট, সৌরভ দাশ,৩১ অক্টোবর ঃ বসিরহাটের ইটিন্ডা রোড( যার নতুন নাম শহীদ দিনেশ মজুমদার রোড) বসিরহাট টাউন হল থেকে ৭২ নম্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায.২ কিলোমিটার রাস্তা ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে পুনঃ নির্মাণ হতে চলেছে, দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এই পুনঃ নির্মানের খবরে খুশি এলাকাবাসী। দীর্ঘ সময় ধরে বেহাল অবস্থাতে রয়েছে এই রাস্তা । বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, বসিরহাট পুলিশ সুপারের অফিস,মহকুমা আধিকারিকের দপ্তর, বসিরহাট পৌরসভা, উপ-সংশোধনাগার, বসিরহাট মহকুমা আদালত,পূর্ত দফতরের প্রধান অফিস, সহ বেশ কিছু ব্যাংক থেকে বিদ্যালয়ে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই রাস্তা। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রেফার হওয়া মুমূর্ষ রোগীদের বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিযে.আসতেও অন্যতম ভরসা এই রাস্তা। দিবারাত্র মানুষের চলাচলে সচল থাকে এই রাস্তা । বসিরহাটের ব্যস্ততম এই রাস্তা বছরের পর বছর বেহাল অবস্থায় ছিলো,প্রায়সই ছোট বড় দুর্ঘটনার সাক্ষী এই রাস্তা। এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি রাস্তাটি সংস্কার হোক । দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে । সরকারী তরফে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হযেছে এই রাস্তা সংস্কারের কাজে। বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী জানান, কাজের টেন্ডার পক্রিয়া শুরু হয়েছে,আশা করা যাচ্ছে নভেম্বর মাসের মধ্যেই টেন্ডার পক্রিয়া সম্পুর্ন হয়ে কাজ শুরু হয়ে যাবে।

# জয়নগর সহ একাধিক ব্লকের বিডিওদের বদলি করা হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩১ সারা রাজ্যে জুড়ে এস আই চালু হচ্ছে,সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার ঠিক আগে বহু বিডিও কে বদলি করা হলো।তবে এটা নিয়মমাফিক রুটিন বদলি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেল।জয়নগর, বারুইপুর, নামখানা, কাকদ্বীপ,ডায়মন্ডহারবার, মগরাহাট, মথুরাপুর সহ একাধিক ব্লকের বিডিও দের বদলি করা হলো। আর এই বদলির পরেই তড়িঘড়ি নিজেদের নতুন কর্মস্থলে যোগ দিলেন বিডিওরা। শুক্রবার জয়নগর এক নম্বর বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল মুর্শিদাবাদের ডোমকল ডি এম ডি সি হয়ে কাজে যোগ দিতে গেলেন। আর ঝাড়গামের ডি এম ডি সি শুভদীপ দাস জয়নগর এক নম্বর বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দিলেন।আর তার হাতে এদিন দায়িত্ব তুলে দিয়ে গেলেন বদলি হওয়া বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল। অপরদিকে জয়নগর দুই নম্বর বিডিও মনোজিত বসু বদলি হয়ে বীরভূমের মহম্মদ বাজারের বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দিতে গেলেন। তার জায়গা এলেন দুবরাজপুরের বিডিও রাজা আদক। এদিন বিডিওর কর্মীরা বিডিও কে বিদায় সংবর্ধনা দিলেন।দীর্ঘ আড়াই বছর মনোজিত বসু জয়নগর দুই নম্বর বিডিও হিসাবে কাজ করেছেন।চলে যাওয়ার আগে আবেগ ঘণ মূহুর্তে ভেসে গেল বিডিও অফিস চত্বর।তিনি তুলে ধরলেন তার আ।াই বছরের কর্মজীবনের খুঁটি নাটি।

# তৃণমূল যেভাবেই হোক এসআইআর বন্ধ করতে চায়, দাবি সুকান্তর

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ এসআইআর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুকান্ত বলেন, তৃণমূল যেভাবেই হোক এসআইআর বন্ধ করতে চায়। সুকান্ত মজুমদার বলেন, শুধু এসআইআর-এর কারণে কি কারও মৃত্যু হযেছে? কোনও ডাক্তার কি এটা বলেছেন? না। কারণ এটি একটি রাজনৈতিক দাবি। তৃণমূল কংগ্রেস যে কোনও উপায়ে এসআইআর বন্ধ করতে চায়। যদি কেউ অবৈধভাবে কোনও সুবিধা গ্রহণ করে এবং আপনি তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এর বিরোধিতা করবে... এসআইআর অনেক জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু সেখানে কোনও মৃত্যু হচ্ছে না। এর মানে হল বাংলায় কিছু ভুল আছে।

# এসইআর সতর্কতা সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করে

কলকাতা, ৩১শে অক্টোবরঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ৩১.১০.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে সতর্কতা সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করেছে। এসইআর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ, ২০২৫ (২৭শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর ২০২৫) পালন করছে যা কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশন কর্তৃক শুরু হওয়া তিন মাসব্যাপী অভিযান (১৮ই আগস্ট থেকে ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫) এর অংশ। শ্রী পিনাকী চন্দ্র ঘোষ, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং ভারতের প্রথম লোকপাল, এই সেমিনারে সম্মানিত অতিথি ছিলেন। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী সুরিন্দর পাল, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার, অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তৃতায় তাঁর বেশ কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং পেশাগত সততার উপর জোর দেন এবং সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন এবং কখনও কোনও অনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। শ্রী মজুমদার, এজিএমএসইআর, কর্মীদের অতীত কর্মকাণ্ড এবং আচরণ বিশ্লেষণ করে স্বচ্ছতা এবং সুশাসন আনতে প্রতিরোধমূলক সতর্ক থাকার উপর জোর দেন। শ্রী মিশ্র, জিএমএসইআর, তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে এই সতর্কীকরণ সপ্তাহ আমাদের সততা, সততা এবং স্বচ্ছতার প্রতি দাযিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বছরের সতর্কীকরণ সচেতনতা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য সতর্কতা আমাদের ভাগ করা দাযিত্ব কেবল একটি স্লোগান নয় বরং এটি আমাদের সৎ, স্বচ্ছ এবং সংস্থার প্রতি জবাবদিহি করতে অনুপ্রাণিত করে। বিচারপতি শ্রী পিনাকী চন্দ্র ঘোষ সেমিনারে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মর্যাদা ২০২৫ শীর্ষক ভিজিল্যান্স বুলেটিন প্রকাশ করেন। সেমিনারের শেষে সদর দপ্তরের সাংস্কৃতিক দল একটি নুক্ড় নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২৭, সংখ্যা, শনিবার ১৫ কার্তিক ১৪৩২

## রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চর্চা

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে বা কৌতূহলে জানতে চাই আপাদমস্তক একজন বিজ্ঞানমনস্ক মেয়ে হয়েও সাহিত্য বা রবীন্দ্রনাথের প্রতি এতো ভালোলাগা কেন? এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক কেমন! এসব উত্তর দিতে গিয়ে যেটা বলতে হয় তা হল, বিজ্ঞান আর সাহিত্য কোথাও গিয়ে একই যোগসূত্রে বাধা, রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান কবিতা রয়েছে যেটা পরোক্ষ ভাবে বিজ্ঞানকেই ছুঁয়ে যায়। যেমন 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা। নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা' এই গানের কথায় রোদ ও ছায়ার মিথস্ক্রিয়া এবং মেঘের গঠনকে এক বৈজ্ঞানিক কল্পনার আদলে তুলে ধরা হয়েছে। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্ক এবং দর্শন বা সাহিত্যের মেলবন্ধন বলতে গিয়ে অনেক কিছুই বলতে হয়। এবার আসি রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে কি প্রভাব ফেলেছে। খুব ছোট করে যদি বলি। রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে মননে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ নিছক কোন কবি বা মানুষ শুধু নন। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে এক রহস্যময় জ্যোতিকেন্দ্র। রবি ঠাকুরের গান বা কবিতা একেক সময় একেক রকম ভাবে ধরা দিয়েছে। 'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে, শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী। বুকের ভিতর কেমন চাপা বেদনা। মনে হয়েছিল তাঁর এই লেখা প্রিয় কোন মানুষের বিয়োগ নিয়ে। মনে পড়ে যায় তখন যারা আমাকে একা ফেলে চলে গিয়েছে বন্ধুর।' শোক নিয়েই থাকল এই সোনার তরী। ধীরে ধীরে বয়স বাড়লো তখন বুঝলাম এই কবিতা আসলেই শোকের নয়। 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া'। এই গানটা প্রথম শুনে মনে হয়েছিল। এ নিছকই একটা পাল তোলা নৌকো বয়ে চলেছে নদীর বুক বিয়ে বাতাসের বিপরীতে। পরে যখন বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই গানটা কানে আসে। তখন চোখ ভেসে যায় জলে। তখন মনে হয় এই গান - তো আমাদের জীবনের সারমর্ম। এই যেমন এসে এই গানের কি মানে হল? এসব প্রশ্নের মাঝে রেখে রবীন্দ্রনাথ ডুব দেয়। রবীন্দ্রনাথ এমনিই। কোন সূত্র নয় যে সবার জীবনে সমান ভাগফল বেরোবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু মাত্র সাহিত্য চর্চা করেছেন তা নয়, তিনি বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা চর্চায় মগ্ন থেকেছেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। বিজ্ঞান চর্চা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ না করতে পারলে সমাজ সংস্কার করা একেবারে অসম্ভব সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপরে রয়েছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা করেছেন। তাঁর 'জীবন চরিত' গ্রন্থে ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজা রামমোহন রায় অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা বিশ্ব শক্তি অর্জন করতে পেরেছে তার মূল কারণ হচ্ছে বিলাতে শিল্প বিপ্লব। বিজ্ঞানে উন্নতি না করতে পারলে ইংরেজদের পক্ষে সারা বিশ্ব জয় করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করার ফলে ইংরেজরা বিশ্বের অন্যতম সেরা জাত হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। তাদের শিক্ষা প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান চর্চা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

## বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। তর্কের প্রদীপ, শ্রমের সম্মান। একজন বিজ্ঞানী, যিনি সমাজের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। মেঘনাথ সাহা শুধুমাত্র পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি সমাজের সাহসী প্রশ্নকর্তাও ছিলেন। তিনি সমাজকে অন্ধবিশ্বাস বা প্রথার মাধ্যমে নয়, তর্ক এবং তথ্যের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। একজন অজ্ঞ পূজারী, যিনি সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানেই তা পাঠ করেন, তাঁকে একজন তাঁতী বা মুচির চেয়ে বেশি সামাজিক সম্মান কেন দেওয়া হয়? তিনি প্রশ্ন করেছিলেন; যে কাজ সমাজে উৎপাদন করে, শ্রম এবং দক্ষতার মূল্য সৃষ্টি করে, তা তুচ্ছ কেন? আর যে কাজের কোনো ফল নেই, তা সম্মানিত কেন? 'মস্তিষ্ক' এবং 'হাত' এর বিভাজন সাহা সতর্ক করেছিলেন; আমাদের সমাজে চিন্তা করার কাজকে উঁচু এবং কাজ করার কাজকে নীচু মনে করা হয়। এই বৈষম্য কুশীল, শিল্পী, কৃষক, তাঁতী প্রভৃতি প্রকৃত স্রষ্টাদের সবসময় প্রান্তে রেখেছে। সাহার মতে, সম্মানের ভিত্তি ধর্ম বা সংস্কৃত হওয়া উচিত নয়; বরং শ্রম, দক্ষতা এবং কর্ম হওয়া উচিত। ধর্ম, বৈষম্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শৈশবে সরস্বতী পূজার দিনে মেঘনাথ সাহা অঞ্জলি দিতে লাইনের সবচেয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পুজারি তাঁকে পিছনে করে উচ্চ জাতের শিশুদের আগে ডাকেন। আপমানিত সাহা সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেন, এখন থেকে কোনো দেবতা বা দেবীর সামনে মাথা নত করব না। যে ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে, সেটি জ্ঞানের শত্রু। প্রেসিডেন্সি কলেজেও তিনি জাতিভেদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অনেক ছাত্র তাঁর সঙ্গে খেতে রাজি ছিলেন না। তাদের বন্ধু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং নীলরতন ধর প্রতিবাদ স্বরূপ হোস্টেল ছেড়ে চলে যান। এই অভিজ্ঞতাগুলো সাহার মধ্যে যুক্তিবাদী ও বিদ্রোহী মনোভাব আরও দৃঢ় করেছে। শান্তিনিকেতন বক্তৃতা (১৯৩৮) হিন্দুদের স্রষ্টা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যান বসে প্রকৃত জগৎ, জীবজন্তু এবং ধর্মশাস্ত্র সব সৃষ্টি করেছেন। তাই যারা অলস দার্শনিক আলোচনা করে, তাদের সমাজে বড় স্থান পাওয়া গেছে। শিল্পী, কারিগর এবং শিল্পীকে নিচু গণ্য করা হয়; এবং হিন্দু সমাজে হাত ও মস্তিষ্কের কোনো সংযোগ নেই। তার এই মন্তব্য সমাজের সঠিক প্রতিবিম্ব। যেখানে কল্পনা নেই, সেখানে কর্ম এবং সৃষ্টিই সর্বোচ্চ। প্রতীকী বিদায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬-এ, পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাওয়ার সময় মেঘনাথ সাহার মৃত্যু হয়। ঘটনার সঙ্গতভাবে সেই দিনই ছিল সরস্বতী পূজার দিন।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে।

## নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

# বাংলা এবং বাঙালির গর্ব কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

সাল ছিল ১৮৩৬। আগের বছর প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মেডিকেল কলেজে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হতে চলেছে। সারা কলকাতায় সে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর। ডাক্তারী শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সার্জারি। ভারতবর্ষে বর্ণহিন্দুদের গোঁড়া কুসংস্কারের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী সুশ্রুতের শব ব্যবচ্ছেদের পর আর

শব ব্যবচ্ছেদ করা যায়নি। আজ কলকাতা মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ করবেন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। মেডিকেল কলেজের সব ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পাছে এই বিধর্মী কাজ বন্ধ করার জন্য প্রাচীনপন্থীরা কলেজে আক্রমণ চালায়! মেডিকেল কলেজের মর্গে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সেখানে উপস্থিত মেডিকেল কলেজের সব ইংরেজ অধ্যাপক, ছাত্রেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরের দরজায়, জানালার ফাঁকে ফাঁকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে অনেকে। সারা ক্যাম্পাস ফাঁকা। নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার গুডিভের সঙ্গে দৃপ্তপদে ঘরে ঢুকলেন একদা সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগের ছাত্র পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। বর্তমানে পণ্ডিত গুপ্ত একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্র। ডাক্তারী শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সার্জারি, যা ভারতে এখনও করানো সম্ভব হয়নি, শব ব্যবচ্ছেদ নিয়ে বর্ণহিন্দুদের গোঁড়া কুসংস্কারের জন্য, সেই কাজটিই আজ করতে এসেছেন পণ্ডিত মধুসূদন, হাতে তাঁর একটি শব ব্যবচ্ছেদ করার তীক্ষ্ণ ছুরি। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দলে নাম ছিল উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত ও নবীন চন্দ্র মিত্রের। কিন্তু তাঁরা দরজার বাইরেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরে ঢুকে মধুসূদন বিনাদ্বিধায় এগিয়ে গেলেন শবের দিকে। শবদেহের নির্ভুল জায়গায় ছুরিটি প্রবেশ করালেন তিনি। মুখে কোনও আড়ষ্টতা বা অস্থিরতার চিহ্ন নেই। খুব নিখুঁতভাবে আর সুন্দর ভাবে বিনাদ্বিধায় সম্পন্ন করলেন ব্যবচ্ছেদের কাজ। ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানী শুশ্রূতের পরে এই প্রথম হলো শবব্যবচ্ছেদ। দীর্ঘকালের কুসংস্কারের আর গোঁড়া পন্ডিতদের বিধি-নিষেধের বেড়া ভেঙে দিলেন তিনি এই একটি কাজের মাধ্যমে। নিষেধের জগদ্দল ভার সরিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত এক নতুন যুগে প্রবেশ করল।

১৮৪৭ এ চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটের সম্পাদকে একটি চিঠিতে ডাক্তার গুডিভ এ সময়টাকে স্মরণ করে লিখেছিলেন- most important blow which has yet been struck at the root of native prejudices and superstition– was accomplished by the establishment of the Medical College of Calcutta– and the introduction of practical anatomy as a part of the professional education of Brahmins and Rajpoots– who may now be seen dissecting with an avidity and industry which was little anticipated by those who know their strong religious prejudices upon this point twenty years since. পন্ডিত মধুসূদন গুপ্তকে প্রশাংসা করে লেখা।

মধুসূদন গুপ্তের জন্ম ১৮০০ সালে হুগলী জেলার বৈদ্যবাটি গ্রামে। তিনি ছিলেন বৈদ্য পরিবারের সন্তান। পরিবারের অনেকেই ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক তাই বেশ নামডাক ছিল গুপ্ত পরিবারের।পিতামহ ছিলেন হুগলির নবাব পরিবারের গৃহ চিকিৎসক। ছোট বেলায় ভীষণ দুরন্ত ছিলেন মধুসূদন।পড়াশোনাতেও বিশেষ মন নেই।শোনা যায় লেখাপড়ায় অমনোযোগী কিশোর মধুসূদনকে তাঁর পিতা বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ছিলেন। এইসময় তিনি কেবলরাম কবিরাজ নামে এক আয়ুর্বেদিক বৈদ্যের কাছে দেশজ পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় ও ওষুধ দেওয়ার বিধি-বিধান সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা নেন। তখন থেকেই তিনি গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের চিকিৎসা করতেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পর মধুসূদন সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগে ভর্তি হন। সালটা ১৮২৬। সেখানে ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্য পাঠের সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও অসামান্য ব্যুৎপত্তি দেখান তিনি। আয়ুর্বেদের কৃতি ছাত্র হলেন। শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ছিল মধুসূদন গুপ্তের। কলেজে পড়ার সময় তিনি কাঠ বা মোম দিয়ে তৈরি বিভিন্ন অস্থি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। বিভিন্ন ছোট ছোট জীবজন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে গবেষণা করতেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় রচিত চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বই পড়েন। হুপারের লেখা ade Mecum বইটি সংস্কৃতে অনুবাদ ১০০০ টাকা পুরস্কার পান। এছাড়াও অন্য ছাত্রদের সুবিধার জন্যে তিনি অন্যান্য বইও সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই পারদর্শিতা কলেজ কর্তৃপক্ষের নজর এড়ায়নি। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। মাসিক বেতন ছিল ৩০ টাকা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজ শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে শুনতেন মধুসূদন।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। মধুসূদনও ১৮৩৫ সালের ১৭ই মার্চ থেকে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটরের কাজে নিযুক্ত হন ও সহকারী অধ্যাপকের পদে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু ছাত্ররা এতে আপত্তি জানায় কারণ মধুসূদনের তখন ডাক্তারির ডিগ্রি ছিল না। তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুসূদনকে ডাক্তারির পরীক্ষা দিতে বলেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কবিরাজ থেকে ডাক্তারে পরিণত হন মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৯ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভারতীয় সৈন্যদের চিকিৎসার জন্যে একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৪৫ সালেই তিনি লন্ডন ফার্মাকোপিয়ার অনুবাদ শেষ করেন। বইটির পুরো নাম দেওয়া হয় লণ্ডন ফার্ম্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী।

বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বই লেখার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। তিনি বুঝেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব উ ১৮৫২ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটি অনুষঙ্গ রূপে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। মধুসূদন তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে বিভিন্ন ইংরেজি বই অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৩ সালে মধুসূদন প্রকাশ করলেন 'এনাটমি'। আমরা এনাটমির বাংলা প্রতিশব্দ'শারীরবিদ্যা'। এই শারীর বিদ্যা শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৪৯ সালের ২৭শে জুন তিনি 'ফার্স্ট ক্লাস সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন' পদে উন্নীত হন উ আমৃত্যু দীর্ঘ ২২ বছর তিনি মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট পদে বহাল ছিলেন।

একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। দেশের জনস্বাস্থ্য, পানীয় জলের স্বচ্ছতা ও জীবাণুমুক্তকরণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও দূষণমুক্ত করা ইত্যাদি নানা জনহিতকর কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিজে ডায়াবেটিক রোগী ছিলেন। তবুও সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েও তিনি অনবরত শব ব্যবচ্ছেদ করতেন এবং অন্যদেরও আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে থাকেন। শব ব্যবচ্ছেদ করতে করতেই জীবাণুর সংক্রমণে ডায়াবেটিক সেপ্টিমিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৬ বছরে মারা যান মধুসূদন গুপ্ত। দিনটি ছিল ১৮৫৬ সালের ১৫ই নভেম্বর। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার মেডিকেল কলেজের শোকবার্তায় তৎকালীন অধ্যক্ষ উইলসন লেখেন ,

To him a debt of gratitude is due by his countrymen. He was the pioneer who cleared a space in the jungle of prejudice– into which others have successfully pressed– and it is hoped that his countrymen appreciating his example will erect some monument to perpetuate the memory of the victory gained by Muddoo soodun Gooptu over public prejudice– and from which so many of his countrymen now reap the advantage. বাংলা এবং বাঙালির গর্ব পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। তিনি সেই সময়ে এগিয়ে না আসলে চিকিৎসা জগত এগোত না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

# বাংলার নবজারণের সময় বাঙালি নারী শক্তির উত্থান

**রানা সরকার**

এই শহরে প্রতিষ্ঠা হল ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি। এই শহরের মেয়ে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েটই শুধু নন, প্রথম পাশ করা লেডি ডাক্তার। এই শহরেরই একটি বিধবা মেয়ে নিজে পছন্দ করে শুধু দ্বিতীয় বিয়েই করলেন না, প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিমানে চড়লেন। আবার এই শহরের এক বউমা হয়ে উঠলেন দক্ষিণ এশিয়ায় নারী মুক্তির নেত্রী। খুললেন ইস্কুল। সেই যেন যত কাণ্ড ভাগলপুরে। আর হবে নাই বা কেন? এ শহরে নারী স্বাধীনতার পূর্ব পুরুষ রাজা রামমোহন রায় সেরেস্তায় কাজ করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা ভাগলপুর ইন্সটিটিউট এখনও রয়েছে। বলেই হাসলেন অধ্যাপক বিনয় মাহাতা। একযুগ আগের কথা। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি আসি আসি করেও আসেনি। তবে ভাগলপুরের মশাকচকের বাড়িটির বাইরে ধুলোর ঝড় উঠেছে। আঁধি। ভিতরে আড্ডাও চলছে ঝড়ের গতিতে। তখন ভাগলপুর ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সির অংশ।সেই ভাগলপুরের এক বোসের মেয়ে ঝামা ঘষে দিয়েছিল অনেকের মুখে। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে 'মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট' হয়ে ডাক্তার হলেন ভাগলপুরের বঙ্গকন্যা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। বিয়ের আগে তিনি ছিলেন কাদম্বিনী বসু। বরিশালের চাঁদসির বসু পরিবারের ব্রজকিশোর বসু পড়াতেন ভাগলপুরের ইস্কুলে। ব্রাহ্ম ব্রজকিশোর ছিলেন সমাজ সংস্কারক। তিনি ও তাঁর বন্ধু অভয়চরণ মল্লিক ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি।' এই সমিতি ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি। এর ঠিক দু বছর আগেই ব্রজকিশোরের এক কন্যা জন্ম নেয় এই ভাগলপুরেই। নাম কাদম্বিনী। এই কাদম্বিনীর শিক্ষা অবশ্য ঢাকা ও কলকাতায়গুকাদম্বিনী বসু প্রথম মেয়ে যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্টান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এই কাদম্বিনীই বেথুন কলেজ থেকে প্রথম গ্রগ্রাজুয়েট শুধু নন, চন্দ্রমুখী বসু ও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা ভারতের প্রথম মহিলা গ্রগ্রাজুয়েট। ভাগলপুরের মেয়ে কাদম্বিনী প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৮৮৮ সালে কাদম্বনী বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজে যোগ দেওয়ার এগারো দিন আগে বিয়ে করেন দ্বারাকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন রাজনীতিক ও নারী স্বাধীনতার প্রচারক। 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মেয়েদের জন্য পুরুষের সমমানের শিক্ষার দাবিতে সরব ছিলেন। কাদম্বিনী যখন এডিনবার্গ থেকে ডাক্তারির উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে চিকিৎসক হিসেবে মানুষের সেবায় মগ্ন হন তখন এই বাংলার শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ তাঁকে দেহ ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করে ও নিন্দায় সরব হয়।এমন কী 'বঙ্গবাসী ' পত্রিকায় কাদম্বিনীকে অপমান করে লেখা প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদে কাদম্বিনীর স্বামী দ্বারকানাথ আদালতে যান। পত্রিকা সম্পাদককে পাঁচ বছরের কারাবাসের সাজা শোনান বিচারপতি। ভাগলপুরের কন্যা কাদম্বিনী ও তাঁর পিতা এবং স্বামী ভারতে নারী শিক্ষা ও নারী মর্যাদার ইতিহাসে বিশেষ নাম। ভাগলপুরের আর এক কন্যার বিয়ে হল পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে। তখন মেয়েটির বয়েস মাত্র বারো। কয়েক বছর পরেই বিধবা হল মেয়েটি। সেই বিধবা কিশোরীর সঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়ির অনুষ্ঠানে আলাপ হল নববিধান ব্রাহ্মধর্মের উদগাতা কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনের। যুবক নির্মলকে খুব ভালো লাগলো মেয়েটির। দেওরের হাতে পাইকপাড়ার রাজার মুকুট সঁপে দিয়ে সিংহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি। বিয়ে করলেন নির্মলচন্দ্র সেনকে। হ্যাঁ, ভাগলপুরের এই মেয়েটির নাম মৃণালিনী সেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৮ সালে। ইংরেজি সাহিত্যচর্চায় নাম করেছিলেন মৃণালিনী। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'নকিং অ্যাট দ্য ডোর' খুব নাম করে। মৃণালিনী সেন প্রথম ভারতীয় যিনি বিমানে চড়েন। ১৯১০ সালের ১৯ ডিসেম্বর একটি মনো প্লেন কলকাতার টালিগঞ্জ ক্লাবের মাঠ থেকে আকাশে ওড়ে। সেই বিমানে পাইলটের পিছনেই বসেছিলেন ভাগলপুরের মেয়ে, কলকাতার বধূ মৃণালিনী সেন। সেই প্রথম কোনও ভারতীয় বিমানে চড়লেন। বাইরে চারদিক আচ্ছন্ন আঁধির ধুলোয়। কিন্তু বিনয় মাহাতার ঘরের ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে একের পর এক নারীর মহিমার আলোয়। এল ভাগলপুরের এক 'বউমা'র কথা। পূর্ব বাংলার রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার ছিলেন জহিরুদ্দিন আহমদ আবু আলি হায়দর। তাঁর অন্যতমা স্ত্রী রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানির গর্ভে জন্ম ইব্রাহিম, রোকেয়া ও করিমুন্নেসার। এই রোকেয়া খাতুনই পরবর্তী কালের নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। বাবা চেয়েছিলেন আরবি-ফারসিতে পড়াশোনা করুক রোকেয়া। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজিতে পড়াশোনা করেন তিনি। বাবার অমতেই। রোকেয়া ও করিমুন্নেসার বাংলা শিক্ষা দাদা ইব্রাহিমের কাছে। আর রোকেয়াকে বাংলায় লিখতে অনুপ্রেরণা দেন তাঁর স্বামী খান বাহাদুর শাখাওয়াত হোসেন।

# গ্রাম বাংলায় বিজ্ঞান চর্চাবৃদ্ধির উদ্যোগ

**জয়দেব দে**

সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনার প্রচার প্রসার। বিজ্ঞানকে সমাজমুখী আর সমাজকে বিজ্ঞামুখী করার সর্ববিধ প্রয়াস। ১৯৮০ এর ৩১ অক্টোবর আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর পেরিয়ে গেল। ২০০৫ সালে রাজ্যের সেরা বিজ্ঞান সংগঠন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞানে প্রযুক্তি বিভাগের থেকে মেঘনাদ সাহা

পুরস্কার। ১৯৮৫ থেকে টানা প্রায় ১৫ বছর বিজ্ঞান মেলা করেছি। প্রথমে ছয় বছর কাঁচরাপাড়া হাইস্কুলে। পরে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান মেলা। প্রথম ছ বছরে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ কেন্দ্রীয় সরকারের সি.এস.আই থেকে অনুদান পেয়েছি। ১৯৮৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচি। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ, ছবি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পোস্টার প্রদর্শন,কুইজ, হাতে কলমে বিজ্ঞান কর্মশালা, সেমিনার ও পুরস্কার অনুষ্ঠান। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে হাতে-কলমে বিজ্ঞান কর্মশালা

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আমরা ধারাবাহিক ভাবে ২০১৮-১৯ সাল থেকে চালিয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রদ্ধেয় সমর বাগচী মহাশয়। শ্রী বাগচীর বাড়িতে আমরা বিজ্ঞান দরবারের সদস্যরা ধারাবাহিকভাবে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি। এবং কাঁচরাপাড়া অঞ্চলেও সমর বাগচী ও আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েকবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালা করেন। বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা বিজ্ঞান দরবারের সদস্যরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হাতে-কলমে বিজ্ঞান চালিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের ক্ষেত্রে হাতে কলমে বিজ্ঞান এই কর্মসূচিটি খুব জরুরী এবং ছাত্র ছাত্রীদেরও এই কর্মসূচিটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। আমাদের ইচ্ছে রয়েছে আগামী দিনে প্রতি মাসে আমাদের কার্যালয়ে মাসে একদিন করে হাতে কলমে বিজ্ঞান কর্মশালা আয়োজন করা।

রাজ্য স্তরে বিভিন্ন জায়গায় যৌথ ভাবে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন অঞ্চলে সারাদিনব্যাপী বিজ্ঞান সম্মেলন আয়োজন করা যৌথভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন কাজকর্ম করার উদ্যোগ নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিজ্ঞান সংগঠন তৈরি করার উদ্যোগও আমরা নিয়েছি অন্তত দশটি বিজ্ঞান সংগঠন আমরা তৈরি করেছি। আগামী দিনে ধারাবাহিক ভাবে এই কাজটি আমরা চালিয়ে যাব।

২০১৭-১৮ সাল থেকে আমাদের সদস্যরা প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় বছরের বিভিন্ন সময়ে আমাদের সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, কুচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, হলদিবাড়ি সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ফোরাম সহ আরো বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন এই কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। একটা কথা উল্লেখ করা দরকার বিজ্ঞান তারপরের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক -শিক্ষিকারা খুব সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯৮০ সাল থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রচার প্রসারের জন্য বিজ্ঞান সেমিনার, প্রদর্শনী বিজ্ঞান দিবস পালন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির আমাদের নিয়মিত কর্মসূচি।

শুরুতে আমরা একটি দেওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতাম নাম ছিল অন্বেষক। কাঁচরাপাড়া স্টেশনে আমরা লাগাতাম। এই কাজটি আমাদের এক সদস্যা মাননীয় শ্রীমতি মনীষা উকিল লিখতেন। অত্যন্ত ভালো হাতের লেখা। নিয়ম পালটায় পরে আমরা বার্ষিক স্মারক অন্বেষক প্রকাশ করি। অনিয়মিত ভাবে। ১৯৮৪ সাল থেকেই প্রতিবছর আমরা একটি করে বিজ্ঞান পুস্তিকা প্রকাশ করতাম দাম ছিল ৫০ পয়সা কি এক টাকা বা ফোল্ডারটি ১৫ থেকে ২০ হাজার করে ছাপাতাম আপনাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য ছিল। এটি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচির অংশ। ৩৫ থেকে ৪০ টি পত্রিকা বা ফোল্ডার প্রকাশ করেছি। ২০০৫ সালে মেঘনাদ সাহা পুরস্কার পাওয়ার পরে কুড়ি হাজার টাকা আমি আর্থিক অনুদান পেয়েছিলাম। আমরা বিজ্ঞানের মজা নামে একটি পুস্তিকা প্রিন্টে ছেপেছিলাম ১২ হাজার আর নিউজপ্রিন্টের ছেপে ছিলাম কুড়ি হাজার। আগামী দিনেও সেটি কটি পূর্ণাঙ্গ বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে।

২০০২ সালের শেষের দিকে আমরা চিন্তা করি যে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা নিয়মিতভাবে কি করে প্রকাশ করা যায়।। আমরা বিজ্ঞান দরবারে কর্মীরা এই পত্রিকাটি প্রথম শুরু করি ২০০৩ সালে। রেজিস্ট্রেশন পেয়ে নাম হয় বিজ্ঞান অন্বেষক ২০০৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রী শিবপ্রসাদ সরদার। ২০০৩ থেকে ১১ পর্যন্ত দাম ছিল এক টাকা ২০১২ থেকে ১৬ দাম ২ টাকা ১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদক এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রী তাপস মজুমদার। ২০২৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদনার কাজের দায়িত্ব নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রী প্রবীর বসু। পত্রিকাটির কলেবর বেড়েছে আমরা পত্রিকার গুণমান আরো বৃদ্ধি করতে চাই। আমরা চাই সর্বস্তরের পত্রিকাটি প্রচারে প্রসার জানাতে চাই এই পত্রিকার সাথে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের বন্ধুরা বিভিন্ন গুণীজন, বিজ্ঞান লেখক শিক্ষক-শিক্ষিকারা সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বিশেষ সংখ্যা করি নদী, জল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ। আগামী দিনের পত্রিকা নিয়ে

# স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহসে ব্রিটিশ শক্তি স্তম্ভিত

**বলরাম বসাক**

শুরু হল ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, যতীন দাস, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ তখন আটক এবং আসামী। কিন্তু এসব কিছুর পিছনে যিনি আছেন সেই চন্দ্রশেখর আজাদ তখন কোথায়। ওকে না গ্রেপ্তার করা পর্যন্ত এ জিনিস থামবে না কোনদিনও। কিন্তু কিছুতেই যে ধরা যাচ্ছে না তাঁকে। যেন জাদু জানে। কখন কী পরিচয়ে যে সবাইকে বোকা বানাবে তা আগে থেকে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। চন্দ্রশেখরের এই বিচিত্র ভূমিকা সম্বন্ধে বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় বলেছেন-চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে ধাওয়া করে পুলিশ 'পণ্ডিতজীর ছায়া দেখে, 'পণ্ডিতজীর' হদিশ করতে না করতেই 'সীতারাম' ভেল্কি লাগিয়ে উধাও হয়। এই ভাবে নানা ছদ্মনামে চন্দ্রশেখর ঘুরে বেড়ান সারা উত্তর ভারতে। কিন্তু পুলিশ তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। অথচ আজাদ তো এক জায়গায় লুকিয়ে থাকেন না। চষে বেড়াচ্ছেন উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব। নেতৃত্বদান করে ঘটাচ্ছেন একটার পর একটা দুর্ধর্ষ অ্যাকশন। কখনও ধুতি গলায় উপবীত ধারণ করে হাতে ভগবত নিয়ে কথক ঠাকুর সেজে, কখনও সাধারণ ধুতি, পাঞ্জাবি, সাদা টুপি পরা রুজি রোজগারের ধান্ধায় ব্যস্ত ব্যবসায়ী সেজে, ফতুয়া ও খাটো মোটা ধুতি পরে চাকর সেজে, কখনও আবার পুলিশ সেজে ব্রিটিশ পুলিশকে বার বার ধোঁকা দিয়েছে।

একবার ঝাঁসি শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে সাতার নদীর তীরে কুটির বেঁধে ব্রহ্মচারী সেজে বসবাস করেছিলেন। পাশের গ্রামে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটলে পুলিশ কয়েজনের সঙ্গে ওঁকেও ঠিকানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। আজাদ শান্ত কণ্ঠে তাদের বলে সাধুদের কোন ঠাঁই ঠিকানা হয় না। আর তা জানতে চাইলে তাঁদের ব্রতভঙ্গ হয়। পুলিশও আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে চলে যায়। আর একবার উনি কোন এক সাধুর সঙ্গে তাঁর কুটিরের দিকে যাচ্ছিলেন।দুই পুলিশ কনস্টেবলের সন্দেহ হওয়ায় তাদের দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করে-'তোর নাম কি আজাদ?' অপর কেউ হলে পুলিশের মুখে নিজের নাম শুনে হকচকিয়ে গিয়ে রাগত ভাবে যা বলার বলত। কিন্তু আজাদ ধীর ও শান্ত ভাবে বলল- সাধুগণ আজাদ অর্থাৎ মুক্তপুরুষই হয়, তাঁদের কোন মায়া বন্ধনের সম্পর্ক নেই। কিন্তু পুলিশ দু'জনার সন্দেহ দূর হয় না। তারা তাঁকে থানায় যেতে বলে। আজাদ পুনরায় নরম হয়েই বলে- হনুমানজীর পূজা পাঠ এখনও হয়নি। থানায় গেলে দেরি হবে। পুলিশ দু'জন তবুও তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছে না দেখে আজাদ গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে বলে; তোমাদের থানার দারোগার চেয়ে আমার হনুমানজী বড়। আমি হনুমানজীর আজ্ঞাই মানব। তুমি তোমার দারোগার হুকুম মানো গিয়ে। সাধুজীকে ক্রোধান্বিত দেখে পুলিশ দুজন কাঁচুমাচু করতে থাকে। এই সুযোগে আজাদও লম্বা পায়ে সরে পড়ে। আজাদের ফেরারী জীবনের এই ধরনের নানা ঘটনা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়ে গিয়ে ছিল। ফলে স্যান্ডার্স হত্যা ও দিল্লীর বোমা কাণ্ডের পর পুলিশ জীবিত বা মৃত আজাদকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ঘোষণা শুনে হাসল আজাদ। ভারতবর্ষে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারীযা দেখে ব্রিটিশ শক্তি পর্যন্ত অবাক হয়ে যেত। স্বাধীন করতে আত্মত্যাগ?

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার RHQ- এর কর্মীরা ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপনের জন্য একটি ওয়াকাথনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা এবং নীতিগত অনুশীলন গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। অশোক কুমার নায়েক, CGM (HoR), পূর্ব অঞ্চল-২ এবং ওড়িশা, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা সততা এবং স্বচ্ছতার প্রতি সংস্থার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিল।

# মেট্রো রেলে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' পালন

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ কলকাতার মেট্রো রেলওয়ে আজ (৩১.১০.২০২৫) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য জাতীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করেছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র কলকাতার মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের জাতির ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সুরক্ষার জন্য একতা দিবসের শপথ গ্রহণ করান। এই উপলক্ষ্যে, এদিন নোয়াপাড়া কারশেড এবং তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে 'একতার জন্য দৌড়' আয়োজন করা হয়েছিল।

# প্রেমঘটিত বিবাদ, ভাইপোকে কুপিয়ে খুন করল কাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ নিজেদের পরিবারের মধ্যেই কাকা ভাইঝির প্রেম আর সেই প্রেমের জেরে রক্তাক্ত মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর। পরিবারের মধ্যে প্রেম নিয়ে বিবাদের জেরে বাড়ির উঠোনের মধ্যেই ভাইপোকে কুপিয়ে খুন করল কাকা। জানা গেছে, মৃত ভাইপোর নাম মন্টু মণ্ডল (৪৩)। অভিযুক্ত ভরত মণ্ডলকে গ্রামবাসীরা হাতে-নাতে পাকড়াও করে বেধড়ক মারধর করে বলে জানা গেছে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় ভরত মণ্ডল হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পলাতক কাকিমা গীতা মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাজ্ঞা গ্রামে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভাজ্ঞা গ্রামের বাসিন্দা মন্টু মণ্ডলের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। মন্টু মণ্ডলের এক মেয়ের সঙ্গে মন্টুর নিজের কাকা ভরত মণ্ডলের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্কে এরা কাকা ভাইঝি। এই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। ছয় মাস আগে, মন্টু মণ্ডলের মেয়ে এবং ভরত মণ্ডলের ছেলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি মন্টুর মেয়ে বাড়ি ফিরে আসলেও ভরত মণ্ডলের ছেলে বাড়ি ফেরেনি। এই বিষয় নিয়ে হঠাৎ করে দুই পরিবারের মধ্যে গণ্ডগোল বেঁধে যায়। এই সময় আচমকাই হাঁসুয়া নিয়ে মন্টুর উপর চড়াও হন কাকা ভরত মণ্ডল। মন্টুর ওপর এলোপাথারি হাঁসুয়ার কোপ চালানো হয়। পেটে - বুকে এবং গলায় একাধিক জায়গায় মন্টুর আঘাত লাগে। উঠোনে লুটিয়ে পড়েন মন্টু। গ্রামের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

# রবিবার ৮ ঘণ্টা বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। তাই রবিবার ৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সেতুর স্টে ও হোল্ডিং ডাউন কেবল পাল্টানো হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। জানা গেছে, ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত দু'মুখী যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। সকালের এই ৮ ঘণ্টা বিকল্প পথ হিসেবে হাওড়া সেতু ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা। শুক্রবার এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ১১ অক্টোবর (শনিবার) ভোর ৫ টা থেকে সকাল ৯ টা পর্যন্ত এবং ১২ অক্টোবর (রবিবার) বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের জন্য বন্ধ ছিল।

# উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে ড্রেন! ব্যাপক জ্যাম, ক্ষোভ মানুষের

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩১ অক্টোবর ঃ বর্ষার জল যাতে দ্রুত রাস্তা থেকে বের হয়ে যায় সেই জন্য এই ব্যবস্থা

বলে জানা গেল আগে যে ড্রেন ছিল সেই ড্রেন দিয়ে জল বাইপাস হতে দেরি হতো এবং বিশেষ করে বর্ষার সময় এলাকার মানুষেরা ক্ষোভপ্রকাশ করতো বর্ষার সময় এক হাঁটু জল জমে থাকত রাস্তায় সমস্যায় পড়তেন এলাকাবাসীরা। সেই সব কথা মাথায় রেখে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে দ্রুত জল জমার সমস্যা থেকে বের হওয়া যায় সেই জন্য নতুন করে রাস্তায় ড্রেন তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে বলে জানা গেল। কয়েকজন বাসিন্দার বক্তব্য আগে যে ড্রেন করা হয়েছিল সেই ড্রেন পুরোপুরি ফ্লপ সেই টাকাটাও নষ্ট হল এবার দেখা যাক কি হয় এখন কতদিন লাগবে সেটাই সাধারণ মানুষের আলোচনার বিষয়। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, ভালো কিছু করতে গেলে একটু সমস্যা তো হবেই আগেও এরকম হয়েছে পরে সাধারণ মানুষ মেনে নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা জল যাতে না জমে সেসব কথা মাথায় রেখে এই প্রজেক্ট করা হচ্ছে। এই ড্রেন কাঁঠালবাগান থেকে শুরু হয়ে সিএ মাঠের পাশ দিয়ে গিয়ে স্টেশন রোড দিয়ে ভার্মা ফ্লাটের পাশে ড্রেনে গিয়ে মিশবে সাধারণ মানুষের এখন সমস্যা সকাল সন্ধ্যা এই জ্যামটা কত তাড়াতাড়ি হালকা হয় এটাই তারা ভাবছে।

# গাড়ি এবং ভ্যানের সংঘর্ষ, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩১ অক্টোবর ঃ শুক্রবার দুপুরে হুগলির উত্তরপাড়ায় নেতাজি সুভাষ রোডের অদূরে জিটি রোডে একটি গাড়ি এবং ভ্যানের সংঘর্ষে ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ভ্যানচালকের নাম সমর দাস। তিনি হিন্দমোটরের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত গতির গাড়িটি ধাক্কা মারে ভ্যানটিকে। সেই অভিঘাতে মাটিতে ছিটকে পড়েন ভ্যানচালক। ওই গাড়িচালক এবং পথচারীরা আহতকে উত্তরপাড়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। যদিও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# নবদ্বীপের বৈচিত্র্যময় রাস উৎসবকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে পদযাত্রার আয়োজন বিধায়কের

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৩১ অক্টোবর ঃ শুক্রবার বিকেলে পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরার রোড থেকে ঢাক সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহার নেতৃত্বে। নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় রাস উৎসবকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করার পাশাপাশি মদ বর্জিত বা নেশা মুক্ত রাস উৎসব পালনে পদযাত্রায় অংশ নিতে দেখা যায় শহরের একাধিক স্কুলের অসংখ্য খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে অন্যান্য বিশিষ্টজনেদের। এদিন মদবর্জিত রাস উৎসব পালনের লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য পদযাত্রাটি উত্তরার রোড তাঁত কাপড় হাট ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে সমাপ্ত হয় শহরের ব্যস্ততম এলাকা রাধা বাজার পার্কে এসে। উল্লেখ থাকে যে আগামী ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় রাস উৎসব। যা শেষ হবে আগামী ৮ নভেম্বর গৌরসভা পরিচালিত রাস কার্নিভালের মধ্যে দিয়ে। এদিনের পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, উপ-পুরপিতা

শচীন্দ্র বসাক, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ, নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম দুই মুখ তথা শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান মন্দিরের প্রধান অদ্বৈত দাস বাবাজি ও বড় পাঠক বাড়ির বর্তমান আচার্য কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম সহ নবদ্বীপ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলরগণ, মূলতঃ মদ বর্জিত রাস উৎসব পালন করার আবেদন জানিয়ে বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও বিধায়কের নেতৃত্বে আয়োজন করা হয় এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি নবদ্বীপবাসীকে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সামাজিক দূষণ থেকে শুরু করে শৃঙ্খলা পরায়ণভাবে নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব পালনের আবেদন জানানো হয় বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহার তরফে।

# রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩১ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ মালিগাঁওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে ব্যাপক প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার অরুণ কুমার

উৎসাহ- উদ্দীপনার সাথে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে, যা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (ন্যাশনাল ইউনিটি ডে) হিসেবে পালিত হয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে, জেনারেল ম্যানেজার রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করান, যা ন্যাশনাল ইউনিটি, অখণ্ডতা এবং সুরক্ষার প্রতি চৌধুরীর উপস্থিতিতে জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) এর কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। যেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেও এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হয়। এই উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে, 'রান ফর ইউনিটি' আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে আধিকারিক ও কর্মচারীদের উৎসাহী অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। এই অনুষ্ঠানে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ তুলে ধরা হয়েছিল, যার নেতৃত্ব এবং প্রচেষ্টা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং রাষ্ট্রীয় সংহতির চেতনাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

# বৈদ্যবাটি বোমা কাণ্ড, গ্রেফতার চার

পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর, ৩১ অক্টোবর ঃ শুক্রবার বৈদ্যবাটী খামারডাঙ্গা বোমা কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত চারজন কে অবশেষে গ্রেফতার করলো শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। সিসি টিভি তে দেখা বাইকের সূত্র ধরে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর। মূল অপরাধীর নাম সাগর মালিক বাড়ি চাপদানি। সঙ্গে ছিলো তার চার বন্ধু। প্রেমিকা ফোনের উত্তর দিচ্ছিলো না প্রেম কেটে গিয়েছিলো তাই হিংসায় ইউটিউব দেখে বোমা তৈরী করে সাগর। বোমার আওয়াজে প্রেমিকা বেরোলে তাকে প্রপোজ করবে এটাই ইচ্ছে ছিলো তার। কিন্তু হাতে বানানো বোমার আওয়াজ এতটাই তীব্র ছিলো যে ভয়ে প্রেমিক ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা চম্পট দেয়। ঘটনার পর চারজন বন্ধু চারজন কল্যাণীতে পালিয়ে গিয়েছিলো। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর থেকে উদ্ধার শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ওই চারজনকে উদ্ধার করে। এদিন কোর্টে তোলার সময় অভিযুক্ত নিজেই জানান প্রেমিকা ফোনে যোগাযোগ করছিলো না অন্য ছেলের সঙ্গে ঘুরছিলো তার মনোযোগ পেতেই বোমা ছুঁড়ি।

# মৃতদেহ সংরক্ষণে ফ্রিজার এল থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা, ৩১ অক্টোবর ঃ গোসাবায় মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য এবার ফ্রিজার এল সুন্দরবন কোস্টাল থানায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে এই প্রথম কোনও থানার উদ্যোগে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার এই ফ্রিজারের উদ্বোধন করেন বারুইপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত ও এসডিপিও রাম কুমার মণ্ডল। সুন্দরবন কোস্টাল থানা এমনিতেই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। গোসাবা ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও বহু দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই থানা। এখানে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে মৃতদেহ উদ্ধার করে একদিনে ময়নাতদন্তে অনেক সময়ই নিয়ে যাওয়া যায় না কলকাতার মোমিনপুরে। অনেক ক্ষেত্রেই মৃতদেহে পচন ধরে। পরিবারের লোকেদের বরফ কিনে আনতে হয় দেহ সংরক্ষণের জন্য। আর সেই কারণেই একটি বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে সুন্দরবন কোস্টাল থানা এই ফ্রিজারের ব্যবস্থা করেছে। ব্যাঙ্গালোর থেকে আনা হয়েছে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য এই বিশেষ নকশার ফ্রিজার।


**MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা**

**Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.**
**CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427**

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে Up to 31-12-2024 & All other 6 months tenure gold loans up to 31-03-2025 and EMI gold loans due up to 30-09-2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30-09-2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 22-11-2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

**EAST MEDINIPORE DISTRICT-CHANDIPUR:** 4211002424, 4211002471, 4211002592, 4211002682, 4211002713, 4211002726, 4211002878, 4211002901, 4211003009, 4211003051, 4211003134, 4211003189, 4211003294, 4211003309, 4211003316, 4211003369, 4211003396, 4211003397, 4211003424, 4211003448, 4211003516, 4211003517, 4211003537, 4211003542, 4211003621, 4211003651, 4211003704, 4211003716, 4211003802, 421100854. **CONTAI:** 4115002363, 4115002368, 4115002651, 4115002688, 4115002726, 4115002758, 4115002802, 4115002859, 4115002862, 4115002870, 4115002938, 4115002963, 4115003043, 4115003048, 4115003049, 4115003068, 4115003093, 4115003098, 4115003118, 4115003150, 4115003178, 4115003198, 4115003207, 4115003216, 4115003228, 4115003230, 4115003233, 4115003258, 4115003264, 4115003277, 4115003298, 4115003313, 4115003332, 4115003357, 4115003482, 4115003574, 4115003700, 4115003761, 4115003848, 4115003858, 4115003859, 4115003866, 4115003880, 4115003961, 4115003981, 4115003982, 4115003989, 4115003996, 4115004016, 4115004030, 4115004035, 4115004040, 4115004054, 4115004055, 4115004077, 4115004115, 4115004132, 4115004214, 4115004215, 4115004266, 4115004272, 4115004304, 4115004744, 411502778, 9411500007. **EGRA:** 4163002158, 4163002218, 4163002297, 4163002315, 4163002333, 4163002335, 4163002459, 4163002476, 4163002507, 4163002518, 4163002555, 4163002557, 4163002563, 4163002584, 4163002599, 4163002625, 4163002639, 4163002647, 4163002693, 4163002705, 4163002714, 4163002718, 4163002761, 4163002762, 4163002952, 4163003110, 4163003185, 4163003200, 4163003242, 4163003268, 4163003291, 4163003295, 4163003316, 4163003353, 4163003365, 4163003391, 4163003422, 4163003471, 4163003493, 4163003504, 4163003520, 4163003575, 4163003599, 4163003630, 4163003645, 4163003650, 4163003673, 4163003748, 4163003770, 4163003772, 4163003826, 416302626, 416302700, 416302722, F16238. **HALDIA:** 4102000005, 4102000021, 4102000038, 4102000071, 4102000076, 4102000077, 4102000109, 4102000111, 4102000115, 4102000144, 4102000163, 4102000178, 4102000356, 4102000384, 4102000405, 4102000442, 4102000528, 4102000650, 410202243, 410202359, 410202381, 410202410, 410202420, 410202441, 410202449, 410202513, 410202555. **MECHEDA-WEST BENGAL:** 2890002882, 2890002901, 2890002902, 2890002980, 2890003149, 2890003184, 2890003220, 2890003226, 2890003278, 2890003295, 2890003298, 2890003430, 2890003463, 2890003501, 2890003563, 2890003712, 2890003716, 2890003764, 2890003811, 2890003818, 2890003906, 2890003924, 2890003958, 2890003959, 2890003972, 2890004015, 2890004100, 2890004115, 2890004133, 2890004139, 2890004164, 2890004295, 2890004310, 2890004364, 2890004392, 2890004396, 2890004444, 2890004451, 2890004498, 2890004621, 2890004662, 2890004696, 2890005020, 289003847, 289003876, 289003881, 289004066, 289004409, 289004415, 289004452, 289004506, 289004581, 289004611, 289004618. **PANSKURA:** 3993002290, 3993002334, 3993002369, 3993002376, 3993002431, 3993002517, 3993002529, 3993002542, 3993002581, 3993002593, 3993002605, 3993002615, 3993002635, 3993002664, 3993002666, 3993002683, 3993002696, 3993002733, 3993002736, 3993002738, 3993002776, 3993002787, 3993002800, 3993002820, 3993002835, 3993002856, 3993002862, 3993002867, 3993002913, 3993002951, 3993003130, 3993003167, 3993003239, 3993003259, 3993003274, 3993003315, 3993003376, 3993003425, 3993003534, 3993003628, 399301067. **RAMNAGAR(WB):** 416200014, 4162000161, 4162000882, 4162000945, 4162000955, 4162001022, 4162001063, 4162001064, 4162001084, 4162001087, 4162001114, 4162001124, 4162001192. **TAMLUK:** 4013002149, 4013002427, 4013002497, 4013002521, 4013002572, 4013002589, 4013002659, 4013002725, 4013002740, 4013002741, 4013002745, 4013002749, 4013002773, 4013002889, 4013002985, 4013003041, 4013003079, 4013003204, 4013003230, 4013003236, 4013003299, 4013003307, 4013003322, 4013003410, 4013003422, 4013003447, 4013003502, 4013003602, 4013003606, 4013003706. **PURBA MEDINIPUR DISTRICT-NANDIGRAM:** 4306001943, 4306001954, 4306001999, 4306002090, 4306002110, 4306002129, 4306002174, 4306002202, 4306002208, 4306002210, 4306002223, 4306002249, 4306002266, 4306002268, 4306002270, 4306002277, 4306002283, 4306002294, 4306002313, 4306002322, 4306002326, 4306002479, 4306002508, 4306002554, 4306002636, 4306002681, 4306002693, 4306002755, 4306002766, 4306002788, 4306002811, 4306002819.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 04-12-2025 at 10.00 am at **NANDIGRAM:** First Floor, Plot No 243, Mouza-Godaibalbar, Vill, P.O,P.S-Nandigram, Near Bus Stand, Purba Medinipur, West Bengal - 721631. **TAMLUK:** First Floor, Na, Plot 57, Haldia Mecheda Road, Nearmaniktala More, Tamluk, West Bengal - 721636. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড


# মৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ খোলা কয়লাখনি থেকে কয়লা চুরি করতে গিয়ে মৃত্যু! অন্ডালের নবগ্রামে ইসিএলের শোনপুর বাজারী খনিতে কুশ্রপল্লির রাতে কয়লার চাঙড় চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম রবিলাল মাঝি। ঘটনায় ফের সক্রিয় কয়লা পাচারচক্রের দিকে উঠছে প্রশ্ন। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নবগ্রাম সাইটের খোলামুখ থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।


**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার সংশোধনী**

**ই-টেন্ডার নোটিশ নং.** -এর সংশোধনী: পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৩৭ তারিখ: ১০/১০/২০২৫ পূর্বে প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, ১১, গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। "টেন্ডার নং ৫৬৯৫৭৬৯২-এর জন্য টেন্ডার খোলার তারিখ ০৩/১১/২০২৫ এর পরিবর্তে ১৭/১১/২০২৫ পড়তে হবে"। অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। **(PR-786/C)**



**Office of the Dihi Kalash Gram Panchayat**
**Dihi Kalash, South 24 Parganas**

Online E-Tender is invited from the Bonafide & Successful agencies as per criteria mentioned in the Tender website: **NIT No: 282/DKGP/2025 to 286/ DKGP/2025 date: 30.10.2025**, Fund: APAS, Last date of Bid Submission : **08.11.2025 05 PM. Date of Opening: 10.11.2025 11 AM.** For details please contact the office of Dihi Kalash Gram Panchayat, under Magrahat - II Dev. Block, South 24 Pgs. or visit: **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Dihi Kalash G.P.**



**এক জোড়া হাওড়া–বেলুড় মঠ–হাওড়া ইএমইউ লোকাল বাতিল**

সুরক্ষিত ও নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখতে, নির্ধারিত ট্র্যাক ও অন্যান্য অ্যাসেট রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য, **৩৭১১১/৩৭১১২ হাওড়া–বেলুড় মঠ–হাওড়া ইএমইউ লোকালের পরিষেবা ০৩.১১.২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী ২০ দিনের জন্য বাতিল** থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

**ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া**

**পূর্ব রেলওয়ে**

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

নং. সিডব্লু/পিএআরকে/ই-অকশন/২০২৫, তারিখঃ ২৯.১০.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (অকশন পরিচালনা অফিসার), ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহবান করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএআরকে-এসিটি-২৫-০৩। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০১টায়।** লট নং এবং স্থান/স্টেশনের নাম যথাক্রমে ১- ১; পার্কিং-এসডিএএইচ-পিসিএম-টিডব্লিউই-১৪৪-২৫-১; পাগলাচণ্ডী। ২; পার্কিং-এসডিএএইচ-আইজে-টিডব্লিউই-১৩৯-২৫-১; রেজিনগর। ৩; পার্কিং-এসডিএএইচ-বিইসি-টিডব্লিউই-১৪-২৫-১; বেলডাঙা। ৪; পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএনটি-টিডব্লিউই-২৩৫-২৫-১; বনগাঁ। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-244/2025-26

**Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



**Hooghly-Chinsurah Municipality**

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

**Notice for invitation e-Tender**

**e-Tender Notice No-WBMAD/C/HCM/ENG/APAS/NIT17/10/25**

Memo No-**2417**/Eng/S.D Date: 31.10.2025

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil, electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_935533_01-18 .** Closing date of Bid submission is **22.11.2025 up to 14.50 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Chairman/Executive Officer**
**Hooghly Chinsurah Municipality**



**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/089/2025-2026/APAS/33/02**
Name of work : **Renovation of drain and passage with allied works at Ramnagar Lane premises No. G-252 in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,69,884.92 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,400.00**.

**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/078/2025-2026/APAS/36/1 (2nd Call)**
Name of work : **Renovation of surface drain and allied works at Kasaipara N/H/No. I-171 to I-148 in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,97,011.07 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/079/2025-2026/APAS/36/2 (2nd Call)**
Name of work : **Repairing of paver block passage and allied works N/H/No. I-170 to I-151 & I-204/2 Kasaipara in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,98,544.44 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/068/2025-2026/APAS/44/01**
Name of work : **Improvement of passage near Pr. No. Y-178 Kanthal Beria Road in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **1,97,960.65 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

**(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/065/2025-2026/APAS/45/01**
Name of work : **Renovation of drain with passage near Pr. No. Y-179 K.B. Road in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,40,873.02 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,900.00**.

**(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/070/2025-2026/APAS/80/01**
Name of work : **Renovation of passage with allied works at Halder Para near premises No. N-49 in Ward No. 133, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,25,053.16 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**.

**(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/073/2025-2026/APAS/83/02**
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Akshay Kanan Lane near premises No. J-293 in Ward No. 133, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,97,182.69 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/091/2025-2026/APAS/16/2**
Name of work : **Improvement of drain with allied works near H/No. G-203 to G-203/A at Shyamlal Lane in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,26,969.69 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,600.00**.

**(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/100/2025-2026/APAS/18/1**
Name of work : **Renovation of drainage system and allied works at Kasai Para N/H/No. I-43, I-44, I-42 in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,04,356.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,100.00**.

**(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/101/2025-2026/APAS/18/2**
Name of work : **Renovation of drainage system and allied works at Kasai Para N/H/No. I-23, I-29, I-30 in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,35,143.07 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,800.00**.

**(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/090/2025-2026/APAS/16/1**
Name of work : **Renovation of paver block passage with ancillary works near H/No. G-202/A, G-201/C/1 etc. Shyamlal Lane bye lane in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **3,89,736.62 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,800.00**.

**(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/063/2025-2026/APAS/124/3**
Name of work : **Improvement of drainage system with allied work at Ratan Ghosh Lane near premises No.V-125 in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,22,059.31 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 1 to 12)**; Last date and time of submission of bid : **11.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 12)**; Date of opening of tender : **13.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 to 12)**; The bid forms and other details are available on and from **01.11.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 11), 03.11.2025 (5 pm) (For Sl. No. 12)**.

**(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/063/2025-2026/R**
Name of work : **Renovation surface drain with allied works at Bangla Basti and other location near premises No. G37, G44, G58 etc. in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,95,685.48 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **90 Days**.

**(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/091/2025-2026/APAS/35/01**
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Ramnagar Lane near premises No. G-300, G-301, G-293 in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,58,277.29 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,200.00**.

**(15) NIT No. : KMC/EE(C)/XV/134/096/2025-2026/APAS/62/01**
Name of work : **Renovation of drain with allied works near premises No. J-517, J-519, J-520 at Banerjee Bagan in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,76,085.17 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**.

**(16) NIT No. : KMC/EE(C)/XV/134/100/2025-2026/APAS/59/01**
Name of work : **Renovation of passage with allied works at Azhar Molla Bagan near premises No. J-433/1, J433/B, J-433/F, J-442 in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,95,207.01 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(17) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/101/2025-2026/APAS/59/02**
Name of work : **Renovation of passage with allied works at Hari Babu Pally Lane near premises No. J-509, J-416, J-410 in Ward No. 134, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **3,97,665.44 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 14 to 17)**; Last date and time of submission of bid : **12.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 13 to 17)**; Date of opening of tender : **14.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 13 to 17)**.

**(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/031/2025-2026/APAS/119/01**
Name of work : **Repairing drain with allied works at T-158 to 162, T-146, T-138/B Murray Road in Ward No. 138, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **3,40,698.76 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,900.00**; Period of completion : **90 Days**.

**(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/103/2025-2026/APAS/19/2**
Name of work : **Repairing of drainage system at Rameshwarpur Road N/H/No. I-92 to I-78 in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,49,349.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

**(20) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/102/2025-2026/APAS/19/1**
Name of work : **Renovation of asphaltum road at Kasaipara N/H/No. I-150 to I-37 in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,65,438.49 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,400.00**.

**(21) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/106/2025-2026/APAS/46/2**
Name of work : **Renovation of drainage system and allied works at Shyamlal Lane N/H/No. H-124 to H-126 and H-114 in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,98,408.90 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(22) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/107/2025-2026/APAS/46/1**
Name of work : **Renovation of drainage system and allied works at Shyamlal Lane N/H/No. H-125 to H-125/B in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **4,98,676.47 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 19 to 22)**; Last date and time of submission of bid : **14.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 19 to 22)**; Date of opening of tender : **17.11.2025 - 11 am (For Sl. No. 19 to 22)**; The bid forms and other details are available on and from **04.11.2025 (5 pm) (For Sl. No. 12 to 22)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 22)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
**NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/APAS/01/153/232/0002/124/004**
Name of work : **Development of footpath with paver block at Mukunda Das Pally near J.L. Sarani in Ward No. 124**; Estimated Cost : ₹ **4,95,723.45 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **12.11.2025 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **14.11.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.11.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
**(1) NIT No. : KMC/XIV/129/011/25-26/APAS (1st Call)**
Name of work : **Development of drainage by U/G sewer line at the bye lane of M.B. Road opposite Hanuman Mandir near Pre. No. 96, M.B. Road in Ward No. 129 (Part No. 121)**; Estimated Cost : ₹ **2,78,345.94 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**.
**(2) NIT No. : KMC/XIV/129/012/25-26/APAS (1st Call)**
Name of work : **Development of passagse with cement concrete at the bye lane of M.B. Road opposite Hanuman Mandir near Pre. No. 96, M.B. Road in Ward No. 129 (Part No. 121)**; Estimated Cost : ₹ **3,14,796.67 (Incld. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,300.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date of submission of bid : **12.11.2025 (upto 11 am) (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **14.11.2025 (11 am) (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **04.11.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/041/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of road surface by lowering of MH, GP, CP & allied Civil Works along Karaya Road in Ward No. 69 under Br.-VIII, (APAS/01/161/222/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,33,849.08 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,700.00**; Period of completion : **60 Days**.
**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/043/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of sewerline and allied Civil Works along Col. Biswas Road in Ward No. 69 under Br.-VIII, (APAS/01/161/219/0001)**; Estimated Cost : ₹ **3,60,100.20 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,250.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **12.11.2025 - 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Date of opening of tender : **14.11.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **04.11.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2)**.
**(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/29/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of IPS, Footpath of Chakraberia Rd. (S) in Ward No. 70 (APAS/01/159/170/0001)**; Estimated Cost : ₹ **4,99,300.94 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.
**(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/032/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of Uttaran passage at 1/4 etc. M.P. 2nd Lane in Ward No. 85 under Br.-VIII (APAS/01/161/272/0002)**; Estimated Cost : ₹ **3,53,794.04 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,100.00**.
**(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/32/2025-2026/APAS**
Name of work : **Renovation of IPS footpaths near 10, 8 Raja Basanta Roy Road in Ward No. 87 disturbed by Lighting Dept. under Br.-VIII KMC (APAS/01/160/178/0003)**; Estimated Cost : ₹ **4,90,841.79 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,850.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 4 & 5)**.
**(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/28/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of I.P.S. passage at 69/1 Paddapukur Road in Ward No. 70 (APAS/01/159/162/0002)**; Estimated Cost : ₹ **2,82,803.29 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**.
**(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/24/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of passage at 106/5, H. Road in Ward No. 84 (APAS/01/160/108/0002)**; Estimated Cost : ₹ **3,39,010.74 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,800.00**.
**(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/25/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of passage and Privy at 17E, M.P. Rd. in Ward No. 84 (APAS/01/160/109/0001)**; Estimated Cost : ₹ **2,99,609.26 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.
**(9) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/16/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of Privy at 16A, M.P. Rd. in Ward No. 84 (APAS/01/160/106/0002)**; Estimated Cost : ₹ **4,19,477.84 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,400.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 6 to 9)**.
**(10) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/17/2025-2026**
Name of work : **Relaying and painting of road kerb and channel and other allied works Bijon Setu Bridge approach in Ward No. 68**; Estimated Cost : ₹ **1,89,454.81 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,800.00**; Period of completion : **75 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.11.2025 - 5 pm (For Sl. No. 3 to 10)**; Date of opening of tender : **17.11.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3 to 10)**.
**(11) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/31/2025-2026/UTTARAN**
Name of work : **Repairing of Uttaran passage disturbed by W.S. Dept. at 22, 24, 25, 80/1, 81 Beltala Rd. and 130 Bakul Bagan Rd. in Ward No. 72**; Estimated Cost : ₹ **1,98,834.69 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.11.2025 - 5 pm**; Date of opening of tender : **19.11.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **06.11.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 3 to 6), 07.11.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 7 to 11)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11)**.

1288/25-26

## চলুন বেড়াতে যাই

# জেলায় জেলায় মন্থায় মাথায় হাত চাষিদের, জমির অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার আশ্বাস কৃষিদপ্তরের

নিম্নচাপের জেরে মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হয়েছে হালকা ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে টানা বর্ষণ। বুধবার বিকেল পর্যন্ত চলেছে বৃষ্টি। এদিকে ধানের ভরা মরশুম চলছে জেলায়। এই পরিস্থিতিতে বহু জায়গায় দমকা হাওয়ায় ফলন্ত ধান গাছ নুইয়ে পড়েছে। ফলে সেই সব ধানে ক্ষতির আশঙ্কা। আবার অনেক জায়গায় ধান কাটাও হয়েছিল। সেই ধানেরও ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অনেক চাষি। তবে কৃষি দপ্তরের আশ্বাস, ধানের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে বৃষ্টির কারণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব বলে জানাচ্ছে কৃষি দপ্তর। একইসঙ্গে, আলু, সরষে, সবজি চাষের বিষয়েও কৃষি দপ্তরের পরামর্শ মেনে চলার কথা জানানো হচ্ছে চাষিদের।কৃষি দপ্তর সূত্রে বুধবার জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় গড়ে মোট ১২১.৯ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে মন্তেশ্বর, কেতুগ্রাম-১ ও আউসগ্রাম-১ ব্লকে। জেলায় আউশ ধান তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এবছর জেলায় প্রায় ৯ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জেলার যেসব এলাকায় আমন ধান রয়েছে তারমধ্যে এদিন গলসি-১ ও ২ ব্লকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি দেখা গিয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে আমন ধানের কোনও ক্ষতি হবে না বলে জানিয়েছে কৃষি দপ্তর। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা এড়াতে বেশ কিছু পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি দপ্তর। বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি দমকা হওয়ার কারণে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখছেন চাষিরা। আমন চাষের ক্ষেত্রে ঝড়রে কারণে ধান গাছ

নুইয়ে পড়েছে বহু ব্লকে। তা থেকে ধান পাওয়ার আশা ক্ষীণ। এছাড়াও বেশ কিছু সবজি চাষের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও দমকা হওয়ার কারণে গাছের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। মান্থার কারণে মাথায় হাত চাষিদের। জেলা কৃষি অধিকারী অমর মণ্ডল জানান, ধানের জমির অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বৃষ্টির সময় ধান কাটার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। কাটা ধান দ্রুত খামারজাত করতে হবে। ফসলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। দমকা হাওয়ার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে সবজির মাচা, পানের বরজ শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। প্রয়োজনের মাঠে থাকা আমন ধান আটি বেঁধে রাখতে হবে। প্রতিকূল আবহাওয়া কেটে গেলে ফসলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। জেলায় আলু চাষের ক্ষেত্রে নতুন করে বীজ লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। জেলার মধ্যে জামালপুর ব্লকের কিছু এলাকায় আলু চাষ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আলু চাষিদের ১ নভেম্বর পর্যন্ত আলুর বীজ লাগানোর ক্ষেত্রে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি দপ্তর। শীতকালীন সবজি চাষের ক্ষেত্রেও কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ' প্রভাব কেটে যাওয়ার পর সরষে ও ডাল শস্য চাষ শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলায় সবজি চাষের ক্ষেত্রেও বেশকিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সবজির মধ্যে পেঁপে ও কলা চাষের ক্ষেত্রে ঝড়ের কারণে গাছ ভেঙে পা।র সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই সমস্ত গাছ ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় ধানচাষের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে জেলায়। চলতি বছরে ব্যাপক হারে বৃষ্টি হয়েছে। পুজোতেও নিম্নচাপের বৃষ্টির প্রভাবে নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় ধান চাষে ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে বিষ্ণুপুর মহকুমার দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী এলাকায় ধানচাষিরা। এবার শোষক পোকার আক্রমণে ও ধসায় খাস ধান গাছের শিস নষ্ট হতে বসেছে। ফলে দেশি খাস ধানে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা।বাঁকুড়া জেলা কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মরশুমে জেলার তিনটি মহকুমায় প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। এদিকে টানা ভারী বৃষ্টিতে খাত।। ও বাঁকুড়া সদর মহকুমায় ধানচাষের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। তবে বিষ্ণুপুর মহকুমায় দামোদর ও দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইংদাস ব্লকের নিচু এলাকায় জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকায় ক্ষতি হয়েছে। খাতড়া মহকুমার কৃষি আধিকারিক শুভেংদু হাজরা বলেন, পুজোর আগে ও পরে নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ঝো। হাওয়ায় বেশ কিছু মৌজায় দেশি খাস ধানে শোষক পোকার আক্রমণ ও ধসার উপদ্রব দেখা দিয়েছে। দেশি খাস ধান গাছে ব্লাইট বা ধসা জাতীয় রোগ হয়েছে। ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ করার জন্য চাষিদের বলা হয়েছে। ফলে কিছু এলাকায় দেশি খাস ধানে ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।জেলা কৃষিদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার দাপটে কিছু জমিতে লাল স্বর্ণ, শতাব্দী, বি এন ২০, দেশি খাস-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ধানগাছ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শোষক পোকার আক্রমণে দেশি খাসধানের শিষের নিচে ব্লাইট বা শিষ ঝলসা জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এবার ধানচাষ ব্যাপক হয়েছে। তবে শোষক পোকার উপদ্রবে ফলনের মুখে দেশি খাস ধানের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সোনামুখী ব্লকের কোচডিহি পঞ্চায়েত এলাকার চাষি শান্তনু মণ্ডল, সহদেব মণ্ডল বলেন, অনেক টাকা খরচ করে খাস ধান চাষ করেছি। কিন্তু এখন ফলনের মুখে শোকপোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে। জমিতে ২-৩ বার করে ছত্রাকনাশক ও শোষক পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। ধান শিষের নিচে ধসা জাতীয় রোগ দেখা যাচ্ছে। শিষ শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে ফলন ভালো হবে না বলে আশঙ্কা করছি।

# বলিউডে সদ্য মুক্তি পাওয়া ‘থামা’ ছবিতে গান গেয়ে জনপ্রিয় সৌম্যদীপ

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ কথাই বলে মানুষের সততা, ধৈর্য, চেষ্টা আর একনিষ্ঠ পরিশ্রম ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। আর এবার সেই ভাগ্যের চাকায় ঘুরে সোজা নিজের ছোট শহর থেকে একদম স্বপ্নের পারি দিয়েই মুম্বাইয়ের বলিউডে একটা ফোনেই ভাগ্যের রদবদল। কথা হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে সৌম্যদীপ সরকারের, যার মন ছুঁয়ে যাওয়া গান এখন সবার মুখে মুখে এমন কি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঘুরছে। বর্তমানে সৌম্যদীপের গাওয়া এই গানটি নেটিজেনদের কাছে যেমন জনপ্রিয় পাশাপাশি সকলের মুখে মুখে এই গানটি ঘুরছে এবং ট্রেনডিংয়ে রয়েযছে সৌম্যদীপ। ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক অমর কৌশিকের ছবি থামা, ছবিতে অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা, রশ্মিকা মান্দানা, পরেশ রাওয়াল ও নাওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকী। তাদের অভিনীত এই হিন্দি সিনেমার সাথে এবার ওতপ্রোতভাবে নাম জড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের নাম এই ছবিতে মন জুড়ানো গান গেয়েছে বালুরঘাটের সৌম্যদীপ সরকার। অমিতাভ ভট্টাচার্যের কথায় ও শচীন-জিগারের সুরে গাওয়া রেহে না রহে হাম গান এখন সবার মুখে মুখে ঘুরছে। সৌম্যদীপের এহেনও সাফল্যে গর্বিত সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসি। বর্তমানে নিজের গানের ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মুম্বাইতে আছেন। তার সাথে ফোনে কথা বললে তিনি জানান- একজন প্রতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী হওয়ার লক্ষ্যে লড়াই করছি। সবার আশীর্বাদ ভালোবাসার পরিশ্রম আমার এগিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি। সৌম্যদীপ কলকাতা মুম্বাইয়ের একাধিক গানের রিয়েলিটি শোতে অংশগ্রহণ করে। ২০২৪ সালে একটি গানের রিয়েলিটি শোতে দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছলেও বাদ পরে। আর সেটাই ছিল সৌম্যদীপের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। মুম্বাই থেকে নিজের বাড়ি বালুরঘাটে ফিরে আসার সময় ঘটনাচক্রে ঐ রিয়ালিটি শো-এর পরিচালক শচীন-জিগার সৌম্যদীপকে ফোন করে মুম্বাইতে ডেকে নেন আর এরপর তাকে আর পিছনে ঘুরে তাকাতে হয়নি। স্বপ্ন উড়ানের ডানা মেলে মুম্বাইতে গিয়ে তাদের লেখা সুর ও মিউজিক দেওয়া থামাসিনেমায মন জুড়ানো রাহে না রাহে হাম গান রেকর্ড করার সুযোগ পায় সৌম্যদীপ। সৌম্যদীপকে ফোনে এই জার্নির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান- বলিউডে নিজে গান গাইতে পেরে আমি ধন্য ও আপ্লুত। সুযোগ পেয়েছি শচীন-জিগার স্যারের জন্য, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। একদম ছোট থেকে শিল্পী হওয়ার ইচ্ছে। নিয়মিত গান চর্চা করি সবার আশীর্বাদ ভালবাসা সাথে আছে একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করে আরো এগিয়ে যেতে চাই। গর্বিত সৌম্যদীপের বাবা বিপুল সরকার ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত হয়ে জানান- ও সঙ্গীত জগতে আরো প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই চাওয়া। সৌম্যদীপের বাবার চোখে মুখে ছেলের প্রতি গর্ব ও উচ্ছ্বাস তার প্রমাণ দেয় যা সমদ্বীপের মুখে ম্লান হাসি একটা মাইলফলক হয়ে দাঁড়াতে চলেছে সংগীত জগতে আগামী দিনে তা বলাই বাহুল্য।

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি সন্দীপ নন্দী মজুমদার, পরিচালন সমিতির সদস্য দেব নারায়ন পাল এবং কলেজের অধ্যক্ষা ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী।

# শ্রদ্ধায় স্মরণে ইন্দিরা গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল

নিজস্ব সংবাদদাতা,উলুবেড়িয়া, ৩১ শুক্রবার হাওড়া জেলা গ্রামীণ কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীর ৪১ তম তিরোধান দিবস এবং লৌহ মানব সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় হাওড়া জেলা গ্রামীন কংগ্রেসের কার্যালয় উলুবেড়িয়ার অবনী বসু ভবনে, উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীণ কংগ্রেসের সভাপতি আলম দেইয়ান সহ জেলা ও ব্লক কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে শ্যামপুরের দেওড়া ও নারী বাজারে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক, মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট কংগ্রেসের নেতা আতিয়ার রহমান খান, আবুল কালাম নাজির প্রমুখ। উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালে ৩১শে অক্টোবর নিজের দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা গান্ধী। এদিকে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হাওড়া জেলা গ্রামীণ ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে বাগনান লাইব্রেরী মোড় থেকে বাগনান বাসস্ট্যান্ড হয়ে বাগনান রথতলা মাঠে রান পর ইউনিটি কর্মসূচি পালিত হয়, উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন বিজেপির সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত,রমেশ সাধুখাঁ প্রমুখ।

# বাসের ধাক্কায় মৃত এক কিশোরী

বারাবাঁকি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের বারাবাঁকির লখনউ-অযোধ্যা জাবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার বিকালে রামসনেহি ঘাট থানার অন্তর্গত এলাকার ঘটনাটি ঘটে । ঘটনায় এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে । এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত কিশোরীর নাম আশা (৮)। কিশোরী আসান্দ্রা থানার অন্তর্গত এলাকার মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

# রাজা পাট’ চাষ করে দ্বিগুণ লাভ বদলে দিচ্ছে কৃষকদের ভাগ্য, বাড়ছে আগ্রহ

দিন দিন বেড়েই চলেছে দূষণ। সাধারণ মানুষের মধ্যে দূষণ রোধে সচেতনতা বাড়াতে নেওয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ। বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে বাড়ছে পাটের ব্যবহার। আর এই অতিরিক্ত পাটের যোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে হায়দরাবাদ নুজিভীডু সিডস কোম্পানি। পাটের বিশেষ ফলন রাজা পাটের অধিক উৎপাদন হাসি ফুটিয়েছে চাষির মুখে। গত বছরের তুলনায় এবছর রাজা পাটের ফলনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বেড়েছে। দামও বেড়েছে দ্বিগুণ। এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশি রাজ্যের চাষি ভাইয়েরা। গত বছরের তুলনায় এবছর পাটের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। গতবছর যেখানে প্রতি কুইন্টাল পাটের দাম ছিল ৪০০০ টাকা, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। ফলে রাজা পাট চাষে আগ্রহ বেড়েছে রাজ্যের বহু কৃষকের। ‘ রাজা পাটের এই নতুন প্রজাতিটি ২০২০ সালে উদ্ভাবন করেন নুজিভীডু সিডস সংস্থার গবেষণা বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ মোহাম্মদ মসিউর রহমান। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এই উচ্চমানের পাট বীজের জনপ্রিয়তা। রাজা পাটের আঁশ সাধারণ পাটের তুলনায় অনেক লম্বা ও উন্নতমানের। অন্য প্রজাতির তুলনায় একর প্রতি অন্তত ২

কুইন্টাল বেশি উপাদন মেলে। সঙ্গে থাকে কম খরচে চাষ, মোটা ছাল, বেশি লম্বা গাছ (প্রায় ২ ফুট বেশি) ও ভালো মানের আঁশ। যার ফলে চাষিরা একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভের মুখ দেখছেন। এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশি রাজ্যের চাষিরা। চাষিরা জানান, আগে তারা অন্য প্রজাতির পাট চাষ করতেন। কিন্তু ফলন ও লাভের পরিমাণ ছিল তুলনামূলক অনেকটাই কম। রাজা পাট চাষ শুরুর পর থেকে তাদের আর্থিক অবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন, আগের থেকে অনেক বেশি আয় হচ্ছে এই পাট চাষ করে। তারা বলেছেন, ‘ পাট শুধু ফসল নয়, চাষিদের ভাগ্যবদলের হাতিয়ার।’ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, রাজা পাট ভবিষ্যতের জন্য একটি টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন। বর্তমানে ভারতে যে ধরনের পাট চাষ হয়, তার আঁশের গুণমান বাংলাদেশের তুলনায় কম। ফলে শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু রাজা এনজে-৭০০৫ সেই সমস্যা দূর করতে সক্ষম বলে দাবি গবেষকদের। এখনও যারা রাজা পাট চাষ শুরু করেননি, তারা বাজারের চড়া দামের খবর শুনে ও প্রতিবেশী চাষিদের সাফল্য দেখে আগ্রহী হচ্ছেন। অনেকেই জানিয়েছেন, আগামী মরসুমে তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই বীজ দিয়ে চাষ করবেন। অর্থাৎ রাজা পাট এখন শুধু একটি বীজ নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত শক্ত করার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে। দাম, মান, ফলন সব দিক থেকেই কৃষকদের জন্য সেরা পছন্দ হয়ে উঠেছে এই নতুন প্রজাতির পাট।

# নভেম্বরেই বন্ধ হতে পারে চা পাতা তোলা! আর্থিক সমস্যার আশঙ্কা

হড়পা বানে উত্তরের প্রায় চারশো চা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক চা বাগানে উপাদন বন্ধ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চা পর্ষদ নভেম্বর মাসে চা পাতা তোলা ও উৎপাদন বন্ধ করতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন চাষিরা। সেই আশঙ্কা ক্ষুদ্র চা চাষিদের শঙ্কা। ভয়াবহ হড়পা বান ও ভূমিধসের প্রায় তিন সপ্তাহ পেরিয়েছে। দার্জিলিং, তরাই এবং ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি এখনও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষছে। এলাকার ২৭৬টি বড় বাগানের মধ্যে প্রায় ৩০টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্তত ৪০০টি ছোট চা বাগান বিধ্বস্ত। মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো আগামী সপ্তাহে চা পর্ষদের বৈঠকে কাঁচা চা পাতা তোলা বন্ধের নির্দেশিকা আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। গত বছর অনেক আগে চা পর্ষদ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কাঁচা চা পাতা তোলার নির্দেশিকা জারি করায় চরম বিপাকে পড়েছিল উত্তরের কয়েক লক্ষ চা নির্ভর মানুষ। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, বন্যায় অন্তত ৪০০টি চা বাগানে ক্ষতি হয়েছে। উৎপাদন বন্ধ আছে। এই পরিস্থিতিতে নভেম্বরে চা পাতা তোলা ও উৎপাদন বন্ধ হলে চা বাগানে আগামী মরসুমে পাতা তোলার মতো সামর্থ অনেকের থাকবে না। তিনি জানান, মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত সেই হিসাব এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে বড় এবং ছোট চা বাগান মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কয়েশো কোটি হবে। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার ৫০টিরও বেশি বড় চা বাগান বিধ্বস্ত হয়েছে। কোথাও পুরো ডুবে গিয়েছিল। এরপর পলিতে তলিয়েছে চা গাছ। পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত চা বাগানের সংখ্যা ৪০। প্রায় ৯৫০ হেক্টর জমির চা গাছ তছনছ হয়েছে। তার মধ্যে বন্যার জলে ধুয়ে ভেসেছে ৪০০ হেক্টর জমির চা বাগান। এখানেই শেষ নয়। একাধিক রাস্তা, কালভার্ট জলের তো।ে ভেসে গিয়েছে। বাগানে যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে না। জলঢাকা নদীর হ।পা বানে ময়নাগুড়ির রামশাই ও আমগুড়ি গ্রামের কয়েকশো চা চাষির চা বাগান পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে। সেখানে এক বছরের মধ্যে চা পাতা মিলবে কিনা সন্দেহ আছে। চা চাষিদের বক্তব্য, ওই পরিস্থিতিতে চা পর্ষদ নভেম্বরে চা পাতা তোলা ও উৎপাদন বন্ধ করলে আগামী মরশুমে পাতা তোলার মতো ক্ষমতা চাষিদের অনেকেরই থাকবে না।

# জি টি রোডে দুটি গাড়ির ধাক্কায় হিন্দমোটরের বাসিন্দার মৃত্যু

নিজস্ব সংবদদাতা, হিন্দমোটর, ৩১৩১অক্টোবর ঃ ভর দুপুরে জি টি রোডে নেতাজী সুভাষ রোডের সামনে ভ্যান গাড়ি ও চার চাকা গাড়ির দুর্ঘটনায় হিন্দমোটরের বাসিন্দার মৃত্যু,ঘটনাস্থলে পুলিশ,এলাকায় শোকের ছায়া।

এই বিষয় মৃতার দাদা জানান,ওনার দাদার বাড়ি উত্তরপাড়া সাত নম্বর ওয়ার্ডে, পেশায় ভ্যান চালক, শুক্রবার দুপুরে ওই ১২টা নাগাদ হিন্দমোটরের দিক থেকে বালির দিকে আমার ভাই ভ্যান রিকশা নিয়ে যাচ্ছিলো,ঠিক তখন পিছন থেকে একটি গাড়ি এসে প্রথমে গাড়িতে থাকা শানবাইকা তে মারে এরপর ওই শানবাইকা গুলিতে ঘুরে ওনার বুকে ও পিঠে আঘাত লাগে,সেই সময় রাস্তায় পড়ে যায়,স্থানীয়রা উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ও ভর্তি করার কিছুক্ষণ পর মারা যান। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ।

জাতীয় ঐক্য দিবস উদযাপনের জন্য ওয়াক ফর ইন্টিগ্রিটি ওয়াকাথনে ওয়াকাথনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকার।

**Name Change**

I, Mst Manuwara Bibi & Chandmani Begam(old name) wife of Safikul Islam residing at Vill. Chaltia Talbaganpara, P.O.Chaltia, P.S. Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Mst Manuwara Bibi, Chandmani Begam to MOSA MANUYARA BIBI and henceforth I shall be known as MOSA MANUYARA BIBI(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the S.D.E.M 1st Class at Berhampur, Murshidabad dated 10/09/2025. Mst Manuwara Bibi, Chandmani Begam and MOSA MANUYARA BIBI both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Abdul Gofur S/O- Ukil Mohammad resident of Mahatab Road, Nutanganj, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, shall henceforth be known as ‘ABDUL GAFUR’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 31/10/2025. That Abdul Gofur and Abdul Gafur both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sabir Ali Boldey(old name) son of Abu Bakkar Bolde residing at Vill. Rustamnagar, P.O. Nimtala Bazar, P.S.-Haringhata, Dist-Nadia, Pin-741257 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Sabir Ali Boldey to SABIR ALI BOLDE and henceforth I shall be known as SABIR ALI BOLDE(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M II, 1st Class at Kalyani, Nadia dated 30/10/2025. Sabir Ali Boldey and SABIR ALI BOLDE both are same and one identical person.

**Name Change**

I MUKUL CHANDA GOSWAMI S/O- Gobinda Goswami, Resident of 13, Ranir chara Road,Ward No-8,P.O & P.S- Nabadwip, Dist- Nadia, Pin-741302,W.B,do hereby declare that I have changed my name from MUKUL CHANDA GOSWAMI to MUKUL GOSWAMI and henceforth I shall be Known as MUKUL GOSWAMI in all purpose, Vide affidavit no-34/2025, Sworn before the Notary public at Nabadwip, Dist- Nadia,W.B, On Date-25/10/25. MUKUL GOSWAMI and MUKUL CHANDA GOSWAMI both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Md Shahid Anwer (old name) s/o Late Md Shami Ahmad, residing at R-97, S.A.Farooque Road, P.O – Garden Reach, Kolkata-700024, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shahid Anwar (new name), as declared before The Notary Public at Kolkata on 31/10/2025. Md Shahid Anwer(old name) and Md Shahid Anwar (New name) both are same and one identical person

**Name Change**

I, Anindita Saha (old name) wife of Bidhan Saha, residing at Sonar Tori, Flat No-2C, 8/3B, Canal Street, Entally, Kolkata-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Anindita Dasgupta Saha (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, vide affidavit no 197 dated 06/09/2025. Anindita Saha and Anindita Dasgupta Saha both are same and one identical person.

# বাঙালি সন্তানের উৎসাহে একান্ত আড্ডায় ভারত-ইন্দোনেশিয়ার সেনাপ্রধান

৩১ অক্টোবরঃ ইন্দোনেশিয়ার সেনাসর্বাধিনায়ক জেনারেল অগাস সুবিয়ান্তোর মুখোমুখি ভারতের সেনাসর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহান। জাকার্তায় চলল দু’দেশের মধ্যে সামরিক চুক্তি, মত বিনিময়, গুরুগম্ভীর বৈঠক। আলোচনা শেষ করেই সামরিক পোশাক বদলে ফেললেন দু’জনে। ততক্ষণে এসে গিয়েছেন ‘তৃতীয় জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ময়কর এক বাইক গ্যালারিতে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। ভারত ও ইন্দোনেশিয়া - দু’দেশের সেনা সর্বাধিনায়কেরই প্রিয় বন্ধু’ এই তৃতীয় ব্যক্তি। কে তিনি? কাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের সেনা সর্বাধিনায়ককে তাঁর নিজের বাইকের সংগ্রহশালা ঘুরিয়ে দেখালেন অগাস সুবিয়ান্তো? তাঁর নাম প্রসূন মুখোপাধ্যায়। ইউনিভার্সাল সাক্সেস এন্টারপ্রাইজেস গ্রুপের চেয়ারম্যান। ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুরের অন্যতম প্রভাবশালী শিল্পপতি এই বঙ্গসন্তান হলেন ভারতের বর্তমান সেনাসর্বাধিনায়কের স্কুলের বন্ধু। দু’জনের শৈশব-কৈশোর কেটেছে এক বেঞ্চে। দু’জনেই আজ কৃতী, ভয়ানক ব্যস্ত। তাই জেনারেল অনিলের ইন্দোনেশিয়া সফরের কথা শুনেই সব কাজ ফেলে আড্ডার আয়োজন করে রেখেছিলেন প্রসূন।

অনিল-প্রসূন ঠিক কতটা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অনিলের মেয়ের বিয়েতে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আপ্যায়নের গুরুদায়িত্ব প্রসূনের কাঁধে সঁপে নিশ্চিন্তে ছিলেন জেনারেল অনিল চৌহান। আবার ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে এলে প্রসূনের বক্স ছাড়া আর অন্য কোত্থাও যান না অনিল। ঘটনাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার সেনাসর্বাধিয়ানক সুবিয়ান্তোও প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ। ইন্দোনেশিয়া সরকারের উচ্চ বৃত্তে অগাধ যাতায়াত এই বাঙালি শিল্পপতির। সুবিয়ান্তোর সেই আশ্চর্য মোটরবাইক সংগ্রহশালার কথা অনিলকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন প্রসূন। সুবিয়ান্তোও অনিল-প্রসূনকে তাঁর সংগ্রহে থাকা ঐতিহাসিক ৫০টি মডেলের বাইক দেখান তাঁদের। বাইকে বসে খোশ মেজাজে গল্পও করেন তাঁরা। সেনা পোশাক পরিহিত সেনাসর্বাধিনায়কদের গম্ভীর ছবি দেখেই অভ্যস্ত থাকে দেশের মানুষ। বাঙালি সন্তানের উৎসাহে তাঁদের একান্ত আড্ডায় হাসিমুখে পোজ দেওয়া রঙিন মুহূর্তের ছবি দেখতে মন্দ লাগে না।

# ভাই অ্যান্ড্রুর ‘যুবরাজ তকমা কাড়লেন রাজা চার্লস

৩১অক্টোবর ঃ যৌন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে ব্রিটেনের রাজ পরিবারের। সেই ঘটনায় এবার নিজের ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুকে শাস্তি দিলেন রাজা চার্লস নিজেই। কেড়ে নেওয়া হল সব রাজকীয় খেতাব। ছাড়তে হবে প্রাসাদ। বাকিংহাম প্যালেস একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস তার ছোট ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুর সমস্ত রাজকীয় উপাধি, সম্মান এবং সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁকে উইন্ডসরের বাসভবন খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেফ্রি এপস্টাইনের সঙ্গে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর সম্পর্ক নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চাপ বেড়েছে রাজপরিবারের উপর। নতুন করে সমালোচনার ঝড় ওঠার পরে এই ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে, ‘রাজা প্রিন্স অ্যান্ড্রুর স্টাইল, উপাধি এবং সম্মান সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এবার থেকে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর নাম হবে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসর। তিনি আর ‘ডিউক অফ ইয়র্ক’ থাকবেন না। পাশপাশি, অ্যান্ড্রুর বহুদিনের বাসভবন, ৩০ কামরার উইন্ডসর প্রাসাদ ছেড়ে দিতে হবে তাঁকে। বিতর্কিত অ্যান্ড্রুর সঙ্গে যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জেফ্রি এপস্টেইনের বন্ধুত্বের খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। ভার্জিনিয়া গিফ্রের দায়ের করা মামলার পরে সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন তিনি। গিফ্রের অভিযোগ ১৭ বছর বয়সে অ্যান্ড্রুর যৌন নির্যাতনের শিকার হন তিনি। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে অর্থের বিনিময়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করেন অ্যান্ড্রু। যদিও, কত টাকা দিয়েছেন তা জানা যায়নি। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে অ্যান্ড্রু বলেন, গিফ্রের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। রাজপ্রাসাদের তরফে দাবি করা হয়েছে, অ্যান্ড্রু অভিযোগ অস্বীকার করলেও তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি, রাজা চার্লস এবং রানী ক্যামিলা, নির্যাতনের শিকার হওয়া সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তের নীতিগত প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

# উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চলাকালীন ফ্যান পড়ে ছাত্র আহত

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগরতলার উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কতৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে বুধবার ক্লাস চলাকালীন তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনাটি ঘটতেই স্কুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ক্লাস চলাকালীন হঠাই একটি সিলিং ফ্যান পড়ে গিয়ে ওই ছাত্রের মাথায় আঘাত লাগে। আহত শিশুটিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সাথে স্কুলের প্রধান শিক্ষকও ছিলেন। জানা গেছে, ওই ফ্যানটি বেশ কিছুদিন ধরেই বিকল অবস্থায় ছিল এবং ঘুরলে অস্বাভাবিক শব্দ করত। শিক্ষকদের একাংশ অভিযোগ করেছেন, বিষয়টি কতৃপক্ষের নজরে আনা হলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এক শিক্ষক বলেন, আমি বোর্ডে লিখছিলাম, হঠাৎ ফ্যানটি পড়ে গেল। ফ্যানটি বেশ কিছুদিন ধরেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। একজন ছাত্র জানিয়েছে, ফ্যানটির সমস্যা সম্পর্কে একাধিকবার প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও সাড়া মেলেনি। তার কথায়, এই দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ অবহেলার ফল। ঘটনার পর স্কুলে উপস্থিত অভিভাবকরা প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এক অভিভাবক বলেন, আমরা আমাদের সন্তানদের নিরাপদ হাতে পাঠাই, কিন্তু এভাবে দুর্ঘটনা ঘটলে বিশ্বাস রাখা যায় না। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আসার পর থেকে স্কুলে ফি নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু পরিষেবার মান ভেঙে পড়েছে। এদিকে, স্কুল প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। আহত ছাত্রের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

# কলকাতার রিজার্ভ ব্যাংকের আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক আয়োজিত এবং পরিদর্শন করা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের স্যাচুরেশন, পুনঃকেওয়াইসি ক্যাম্প

হাওড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ হাওড়া জেলা (২৯-১০-২০২৫)- ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে, ১ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাংক কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে পুনঃকেওয়াইসি এবং জন সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য এফআই স্যাচুরেশন ক্যাম্প

আয়োজন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েতেও এই ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে। ব্যাংকগুলি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (FI) প্রকল্পের স্যাচুরেশন এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পুনরায় কেওয়াইসি প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে জড়িত। দাবিবিহীন আমানত এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্যও এই ক্যাম্প পরিচালনা করা হচ্ছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর ব্লকের অধীনে গোবিন্দপুর জিপি এবং পাঁচলা ব্লকের অধীনে বিখিয়াকোলা জিপিতে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে এই ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার আঞ্চলিক পরিচালক সুধাংশু প্রসাদ, এসএলবিসি-র আহ্বায়ক লবীর সিং এবং অন্যান্য ব্যাংকের জোনাল / আঞ্চলিক প্রধানরা। এই অনুষ্ঠানে, আরবিআই, কলকাতার আঞ্চলিক পরিচালক সুধাংশু প্রসাদ জোর দিয়ে বলেন যে অ্যাকাউন্টগুলি সক্রিয় রাখতে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান বা ভর্তুকি পেতে বিলম্ব এড়াতে পুনঃকেওয়াইসি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য প্রতি দুই বছর, মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য আট বছর এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য দশ বছর অন্তর কেওয়াইসি রেকর্ড আপডেট করতে হবে। যদি কেওয়াইসি বিবরণে কোনও পরিবর্তন না হয় এবং এমনকি কেবল ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও, গ্রাহকরা কেবল একটি স্ব- ঘোষণা জমা দিতে পারেন এবং ইমেল, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, আধার ওটিপি, অথবা শাখায় গিয়ে পুনরায় কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে পারেন। পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধার কার্ড, অথবা ভোটার আইডি ইত্যাদি নথি পুনঃকেওয়াইসি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দাবিবিহীন আমানত সম্পর্কে অবহিত করেন এবং একাধিক ব্যাংকে জমা থাকা আমানতগুলি সনাক্ত করতে এবং দাবি করতে RBI-এর UDGAM পোর্টাল ব্যবহার করার জন্য তাদের আহ্বান জানান। এছাড়াও, তিনি RBI ইন্টিগ্রেটেড ন্যায়পাল স্কিমের তথ্য শেয়ার করেন, গ্রাহকদের CMS পোর্টালের মাধ্যমে বিনামূল্যে অভিযোগ দায়ের করতে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৪৪৪৮-এ কল করে অভিযোগ দায়ের করতে নির্দেশনা দেন, যদি নিয়ন্ত্রিত সংস্থা (REs) যেমন ব্যাংক / এনবিএফসি/ পেমেন্ট সিস্টেম অংশগ্রহণকারী/ ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিগুলি অভিযোগের সন্তোষজনক সমাধান না করে, অথবা গ্রাহক RE-দের কাছে আবেদন করার তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে উত্তর না পান। তিনি আরও জানান যে আর্থিক জালিয়াতির খবর অবিলম্বে জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের টোল-ফ্রি নম্বর ১৯৩০-এ কল করে জানাতে হবে। এই মেগা ক্যাম্পে, PMJDY স্কিমের অধীনে নতুন সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল এবং PMSBY এবং PMJJBY স্কিমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও, গ্রাহকদের রি-কেওয়াইসি, মনোনয়ন সুবিধা এবং ডিজিটাল জালিয়াতি থেকে সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, গ্রাহকদের তাদের ওটিপি, পিন, পাসওয়ার্ড, বা অন্য কোনও গোপনীয় পরিচয়পত্র কারও সাথে শেয়ার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছিল এবং সাইবার জালিয়াতির ঘটনা রোধে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক সফলভাবে তাদের রি-কেওয়াইসি সম্পন্ন করেছেন।

# অকাল বৃষ্টিতে পান চাষে ধস-দুশ্চিন্তায় মেদিনীপুরের পান চাষীরা!

অশোক দাস, মেদিনীপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ অকাল বর্ষণের ধাক্কা পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের পান চাষেও। অক্টোবরের শেষে হঠাৎ বৃষ্টিতে জেলার হাজার হাজার পান চাষি চিন্তিত রয়েছেন। অসময়ে বৃষ্টির ফলে ক্ষতির আশঙ্কা আরও বেড়েছে। জেলার একাধিক ব্লকে- বিশেষ করে রামনগর, ময়না, নন্দকুমার, নন্দীগ্রাম-১, মহিষাদলসহ-পান চাষ বেশি হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে চাষের খরচ অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু পান বিক্রির দাম ততটা বাড়েনি বলে অভিযোগ চাষিদের। অনেকেই পান চাষ ছেড়ে বিকল্প রোজগারে মন দিয়েছেন। তবু এই জেলা থেকে এখনও বিপুল পরিমাণ পান রপ্তানি হয়। যাঁরা এখনও চাষে টিকে আছেন, তাঁদের মতে ঘূর্ণিঝড় মন্থা আর অকাল বর্ষণ বড় ধাক্কা দিয়েছে। তমলুক ব্লকের এক পান চাষি বলেন, 'বৃষ্টি হলে বাংলা পানের পাতায় দাগ পড়ে যায়। ফলে বাজারে দাম অনেকটাই কমে যায়। মঙ্গলবার থেকেই যেভাবে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে পান পাতা কতটা রক্ষা করতে পারব তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।' পূর্ব মেদিনীপুর কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ নায়েক বলেন, ' জেলায় প্রায় ৩ হাজার ২৩ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। ঝড় বৃষ্টি হলে বোরোজ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেটা হলে বিপুল ক্ষতি হবে চাষীদের।' উদ্যানপালন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, সব দিকে নজর রাখা হচ্ছে। কোনও ক্ষতির খবর এলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। তবে কেবল দুর্যোগ নয়, পান চাষের খরচ অনেকখানি থেকেই তৈরি হয়েছে। এক পানচাষি জানিয়েছেন, ২০১৭ সাল থেকেই পানচাষের খরচ অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু পান বাজারে সেভাবে দাম পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদের অভিযোগ, আগে ৫০ টা পান এক বান্ডিলে দেওয়া হতো, সেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০। এতে চাষিদের কোনও লাভ হয় না উল্টে ক্ষতিই হয়। বিষয়টি নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। সূত্রের খবর কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না নিজে কয়েকবার জেলা প্রশাসন ও চাষিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এই নিয়ে। তারপরে কিছুটা সুরাহা হলেও বর্তমানে আবার সেই সমস্যাই ফিরে এসেছে বলে অভিযোগ চাষীদের। চাষীদের একাংশের মতে, দিন দিন বোরোজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-যেমন খড়, বাঁশ, দড়ির দাম অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু পানের দাম ততটা বাড়েনি। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে পান চাষ ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। উপরন্তু এই অকাল বর্ষণ চাষীদের অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তা এবং স্থায়ী সমাধানই জেলার পান চাষীদের একমাত্র ভরসা বলে মনে করছেন তাঁরা।

# বন্ধ শ্মশান এবং কবরস্থান যাওয়ার রাস্তা, মরা মহানন্দায় কোমর সমান জলে নেমে মরদেহ নিয়ে গেল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ রাস্তা না থাকার ফলে খাটিয়াতে করে রোগী নিয়ে যাওয়ার চিত্র এই রাজ্যে প্রায়শই ঘটছে। কিন্তু এবার দেখা গেল রাস্তা না থাকার ফলে মরা মহানন্দায় কোমর সমান জলে নেমে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মরদেহ। এমনই এক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে এলাকায়। মরদেহ নিয়ে যেতেও দুর্ভোগে এলাকাবাসী। অন্যদিকে রাস্তার যে সেচ দপ্তরের জায়গা সেই জায়গা দখল করে রেখেছে এক ব্যক্তি। এই চিত্র সামনে আসতেই বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের মদতে সরকারি জায়গা দখল হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে সাফাই দিয়েছে তৃণমূল। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বসতপুর গ্রামে। গ্রামে একদিকে কবরস্থান, অন্যদিকে শ্মশান। সেচদপ্তরের জায়গায় ছিল কাঁচা রাস্তা। বাসিন্দারা শবদেহ কবরস্থান ও শ্মশানে নিয়ে যেতেন এই রাস্তা দিয়েই। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী সাত্তার আলি সেচ দপ্তরের ৫০ শতক জায়গা দীর্ঘদিন দখল করে চাষবাস করছেন। সেজন্য তিনি কবরস্থান ও শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে প্রায় দুই কিলোমিটার ঘুরে আব্দুলমুনি গ্রাম হয়ে কবরস্থান ও শ্মশান যেতে হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকালে বসতপুর গ্রামের বধূ সোলো বিবির মৃত্যু হয়। রাস্তা বন্ধ থাকায় গ্রামবাসীরা মরা মহানন্দা নদীর কোমর সমান জল পেরিয়ে কবরস্থানে নিয়ে যান। সেচদপ্তরের জায়গা নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সাত্তারের পরিবারের একাধিকবার গন্ডগোল হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা, ব্লক প্রশাসন, সেচদপ্তর ও জেলাশাসকের কাছে গণসাক্ষর করে দাবিপত্র দেওয়া হয়েছিল। তারপরে সেচদপ্তর থেকে পাঁচমাস আগে লোক এসেও মাপজোপ অসম্পূর্ণ রেখে চলে যান। স্থানীয়রা প্রশাসনকে বারবার বললেও হয়নি কোন সুরাহা। অন্যদিকে অভিযুক্ত সেচ দপ্তরের জায়গা দখলের কথা স্বীকার করলেও রাস্তা বন্ধ করার কথা মানতে নারাজ।

এদিকে এই চিত্র সামনে আসতে বিজেপির দাবি এটাই এই রাজ্যের উন্নয়নের বেহাল দশা। যেখানে মরদেহ নিয়ে যেতেও এই দুর্ভোগ। তৃণমূলের মদত আছে বলেই সরকারি জায়গা দখল হয়ে রয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে চাঁচল বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। তার দাবি এই নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে তারা কথা বলেছেন। দ্রুত পদক্ষেপ হবে। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

# স্কুলের ভিতরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ স্কুলের ভিতর থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে সবং থানার অন্তর্গত দশগ্রাম সতীশচন্দ্র সর্বার্থসাধক শিক্ষাসদন হাইস্কুলে। সূত্রের খবর, মৃত ছাত্রের নাম অভিনন্দন সামন্ত (১৮)। তাঁর বাড়ি বিষ্ণুপুর এলাকায়। শুক্রবার ভোরে অভিনন্দনকে হোস্টেলের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপরেই বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় হোস্টেলের অন্যান্য পড়ুয়ারা। খোঁজাখুঁজির পর স্কুলের এই শ্রেণীকক্ষ থেকেই ওই ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সবং গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। শোকের ছায়া নেমে আসে স্কুলে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মৃত্যুর আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গেছে, করোনার সময় বাবা মারা যায় অভিনন্দনের। এর দুই বছর পরে এক প্রতিবেশিকে বিয়ে করেন অভিনন্দনের মা। অনেকের ধারণা সেই সময় এই ঘটনা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে মানতে না পেরেই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে, এমনটাই মনে করছেন অনেকে। পাশাপাশি, অনেকের ধারণা, গ্রামের বাড়িতে হয়ত মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য কোনও কথা শুনতে হয়েছে অভিনন্দনকে। সেই কারণেই হয়ত এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে সে।

# হাতির আক্রমণে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর ঃ আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে হাতির হামলায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম সুখিরাণী দাস (৫৮)। তিনি মাদারিহাটের মেঘনাদ সাহা নগরের বাসিন্দা। এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মৃতের স্বামী গোপাল দাস বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ আমার স্ত্রী বাজির শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই হাতিটি তার উপর হামলা করে। আমি শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসি এবং হাতিটি আমার উপরও আক্রমণ করার চেষ্টা করে। আমি প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাই। মাদারিহাটের রেঞ্জার শুভাশীষ রায় বলেন, এটি একটি দু ঃখজনক ঘটনা। সরকারি নিয়ম অনুসারে পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।

# অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে শোরগোল গড়বেতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে শোরগোল পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার গ্রামে। শুক্রবার সকালে কোনও এক জন্তুর একাধিক পায়ের ছাপ দেখা যায় গড়বেতা ১ ব্লকের বড়মুড়া বোষ্টমমোড় ফুটবল মাঠের পাশে একটি কৃষিজমিতে। এলাকার মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে বন দফতরের গড়বেতা রেঞ্জ ও শ্যামনগর বিটের কর্মচারীরা সেখানে গিয়ে সেই পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ করেন, ছবিও তোলেন। বন দফতরের এক আধিকারিক জানান, একটি জন্তুর পায়ের ছাপ দেখা গেছে, কীসের ছাপ তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

# উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, বাড়ছে নদীর জলস্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর ঃ পূর্বাভাস মতোই বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে। শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়িতে নাগাড়ে তুমুল বৃষ্টি চলছে। বাড়ছে নদীর জলস্তর। সতর্কতামূলক পদক্ষেপে বন্ধ হয়েছে অস্থায়ী দুধিয়া সেতুও। বালাসনে জল বাড়ায় হিউম পাইপ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী দুধিয়া সেতুতে যান চলাচল শুক্রবার সকালে সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। জল বেড়েছে তাবাকোশি এলাকাতেও। কয়েকটি পরিবারকে বৃহস্পতিবার রাতেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হয়েছে। আগের দুর্যোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ডুয়ার্সের বামনডাঙা আদর্শ গ্রামের বাসিন্দাদেরও আগেভাগে নিরাপদস্থানে নিয়ে গেছে প্রশাসন। পাহাড়- সমতলে টানা বৃষ্টি চলায় উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। সব জেলাতেই কন্ট্রোল রুম খুলেছে প্রশাসন-সেচ দফতর। মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে লাল-কমলা সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর।

# রেল দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, শোকের ছায়া

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ৩১ অক্টোবর ঃ রেল দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো বীরভূমের নানুরে। ঘটনাটি ঘটেছে নানুর

বিধানসভার বড়া- সাওতা অঞ্চলের বরা গ্রামে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম দুধকুমার বাগদী (১৮)। ঘটনার জেরে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এলাকা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নানুর বিধানসভার বড়া- সাওতা অঞ্চলের বরা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক দুধকুমার যথাক্রমে সংখ্যাভারাম, কাকিনাদা, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গাই কাজ করতেন। সেইসব জায়গায় কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে গতকাল সন্ধ্যায় রেলস্টেশনে তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় অথৈ জলে পড়ে যান মৃতর পরিবার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত এবং স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় মরদেহ আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও শোকাহত অসহায় পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ।

# নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন একই পরিবারের দুজন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩১ অক্টোবর ঃ শুক্রবার দুপুরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গঙ্গা নদীতে স্নান করতে নেমে একসঙ্গে তলিয়ে গেলেন দু'জন। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার বাজিতপুর-বিশ্বাসপাড়া ঘাটে। স্থানীয় মানুষেরা ইতিমধ্যে নিখোঁজ দু'জনের সন্ধানে গঙ্গা বক্ষে তল্লাশি শুরু করেছেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের' প্রশিক্ষিত ডুবুরিদেরকেও তলব করা হয়েছে নিখোঁজ দুই ব্যক্তির সন্ধানের জন্য। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ দুই ব্যক্তির নাম ইসরাইল শেখ (২২) এবং মিরাজ শেখ (৭)। ইসরাইল পেশায় রাজমিস্ত্রি। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জের মালঞ্চ এলাকায়। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে সে কলকাতা এবং ভিন রাজ্যে কাজ করতো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মালঞ্চ গ্রামের বাসিন্দা ইসরাইল শেখ দিন কয়েক আগে বাজিতপুর-বিশ্বাসমোড় এলাকায় তার শ্বশুরবাড়িতে বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। শুক্রবার বিকালেই তার নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর শুক্রবার দুপুর প্রায় ১ টা নাগাদ ইসরাইল শেখ বাজিতপুর বিশ্বাস মোড় এলাকায় গঙ্গায় স্নান করতে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন সম্পর্কে মিরাজ, ইসরাইলের শ্যালকের পুত্র হন। ইসরাইলকে গঙ্গা নদীতে স্নান করতে যেতে দেখে সেও নদীতে স্নান করার জন্য বায়না ধরে। তাই মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে ইসরাইল স্নান করতে যান। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে , আজ গরম বেশি থাকার জন্য ইসরাইল বাড়িতে স্নান না করে নদীতে ডুবে থেকে স্নান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দু'জনে যখন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যান সেই সময় হঠাৎই নদী বক্ষে একটি গর্তে পা ঢুকে গিয়ে মিরাজ নদীতে পড়ে যায়। সাঁতার না জানার জন্য মিরাজ ক্রমেই নদীতে তলিয়ে যেতে থাকলে ইসরাইল প্রাণ হাতে করে নদীতে ঝাঁপ দেন তাকে বাঁচানোর জন্য। সেই সময় ইসরাইলও তলিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ইসরাইল এবং মিরাজের পরিবারের লোকেরা ওই ঘাটের কাছে চলে আসেন এবং গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে নদী বক্ষে তল্লাশি শুরু করেন। তবে শুক্রবার সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

# বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে চিতার দেহ উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের পচাডহরা গ্রামে জঙ্গলের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল একটি মৃত চিতা। এই খবর চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিষয়টি সামনে আসে। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা রাতেই ওই মৃত চিতাবাঘটিকে বাঁকাদহ রেঞ্জে নিয়ে আসেন। কিন্তু কীভাবে ও কোথা থেকে এল চিতাবাঘটি, এই প্রশ্নই এলাকাবাসীদের মনে। ওই এলাকায় হাতির যাতায়াত থাকলেও চিতাবাঘ এর আগে এলাকায় দেখা যায়নি। তাই এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বাঁকাদহ-জয়রামবাটির রাস্তা পারাপারের সময়ে কোনও গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে বলে বনকর্মীরা মনে করছেন। কিন্তু ওই এলাকায় চিতাবাঘরে উপস্থিতি নিয়ে চিন্তায় বনকর্মীরা। আরও চিতাবাঘ এলাকায় রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে বন দফতরের তরফে।

# ছটপুজোর দিন থেকে নিখোঁজ! অবশেষে জলাশয়ে মিলল যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ তিনদিন নিখোঁজ ছিলেন যুবক। অবশেষে শুক্রবার সকালে দুর্গাপুরের ডিপিএল কারখানার প্রশাসনিক ভবনের পাশে জঙ্গলে ঘেরা জলাশয় থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম করণ চৌহান। বয়স ২২ বছর। কোকওভেন থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন যুবক। মঙ্গলবার ছট পুজোর দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন করণ। থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। এদিন জলাশয় থেকে দেহ উদ্ধার হয়। খুন করে দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবার। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। যুবকের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। করণের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যুবক যদি খুন হয়ে থাকেন তাহলে তার কারণ কী, সেই দিকও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ এখনও কিছু বলেনি। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে করণের পরিবার। তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি**

**নং ঃ ইআরডব্লুকে/এমজিপি/মেকানাইজড ডিসলাজিং অফ ইটিপি ড্রেন/ওটি/২০২৫/ এলআই- ১৭২৩ তারিখ ঃ ৩০.১০.২০২৫**

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদে জিইএম-এর মাধ্যমে ''লোকো এবং ক্যারেজ কমপ্লেক্স কাঁচরাপাড়াতে প্রবেশযোগ্য এবং অপ্রবেশ্য স্থানগুলিতে অবস্থিত পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপ/কাঁচরাপাড়া (লোকো এবং ক্যারেজ কমপ্লেক্স)-এর চৌহদ্দির মধ্যে প্রধান নর্দমা এবং তৎসহ সংযুক্ত ইটিপি-তে ঢাকা, খোলা এবং ভূনিম্নস্থ নর্দমা (তৎসহ পিট, ট্যাপ, ইউ-বেন্ড এবং সিল্ট পকেট যেগুলি নর্দমার সঙ্গে সংযুক্ত) থেকে বিষ্ঠা মিশ্রিত অবাঞ্ছিত বস্তু সহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্দমযুক্ত/পলিমুক্ত করার কাজ-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **জিইএম বিড নং. ঃ জিইএম/২০২৫/ বি/৬৮৩৭৫১৬, তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৫; বায়না অর্থ** ঃ ৯০,৯৪,৭৬২.৮২ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ ০.০০ টাকা; **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৮১,৯০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১০.১১.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩ টে। টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে **www.gem.gov.in বিজ্ঞাপিত জিইএম বিড নং.ঃ জিইএম/ ২০২৫/বি/৬৮৩৭৫১৬ তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৫।**

(MISC-259/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**নং. ইএলইজি/জিএসইউ/ওটি/ই-টেন্ডার নোটিশ/০১৩/২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৫,** সিনি. ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জিএসইউ)/ই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **(১) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-জিএসইউ-ওটি-১৯-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ** ঃ সারগাছি (এসজিভি) এবং কাশিমবাজার (সিএসজেড)-এ সকল ধরনের জলবায়ুরোধী সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত গুডস শেড-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ ০.০০ টাকা; **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৪৩,১৮,৬৯২.৩০ টাকা, **বায়না অর্থ** ঃ ২,২১,৬০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ৮ মাস; **(২) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি- জিএসইউ-ওটি-২০-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ** ঃ শিয়ালদহ ডিভিসনে চিৎপুর (সিপি)-এ এবং এনএসএস/ এসডিএইচ-এর ওল্ড সিকলাইন-এর ট্রিপ শেড-এর সম্প্রসারণের প্রস্তাব। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ ০.০০ টাকা; **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৮১,৮০,৪০৫.০০ টাকা, **বায়না অর্থ** ঃ ২,৪০,৯০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১২ মাস; **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ** ঃ ২৯.১০.২০২৫; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ২০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ** ঃ ২০.১০.২০২৫ দুপুর ২ টোর পরে; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব শুরুর তারিখ** ঃ ০৬.১১.২০২৫। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী বিশদে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-243/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

# কার্শিয়ংয়ে পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৩১ অক্টোবর ঃ দার্জিলিংয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে কার্শিয়ংয়ের দিকে যাওয়ার সময় একটি গাড়ি খাদে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। একজন উর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বাঁক নেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, ফলে গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়, পরে ১ জন হাসপাতালে মারা যায়। আহত যাত্রীদের স্থানীয় হাসপাতালেই চিকিৎসা হচ্ছে।

# এক ট্রেনে বাংলা থেকে সোজা ভুটান! বেড়ানোর খরচ কমে হচ্ছে অর্ধেক

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর ঃ এবারে বিমানে চেপে বা সড়কপথে অনেকটা পথ ঘুরে, পকেটের টাকা বেশি খরচ করে যেতে হবে না ভুটানে। ট্রেনে চেপে খুব সহজেই চলে যেতে পারবেন ভুটান। কমবে খরচ। প্রতিবেশী দেশ ভুটানকে রেল পথে জুড়তে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ভারতীয় রেল। ইতিমধ্যেই অসমের কোকরাঝাড় থেকে ভুটানের গ্যালিফু পর্যন্ত ৬৯ কিলোমিটার ও জলপাইগুড়ির বানারহাট থেকে সামচে ভুটান পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রেল পথ তৈরির জন্য ৪০৩৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড। রেলের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। এছাড়াও জেলার কামাখ্যাগুড়ি ও বীরপাড়ায় দুটি লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে রেলওয়ে ওভার ব্রিজ তৈরির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ব্যায় বরাদ্দসহ রেল বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে তিনি নিশ্চিত করেন যে আগামী ২০২৭ সালের মধ্যেই শিলিগুড়ির সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত নির্মীয়মাণ রেল পথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করবে। তিনি বলেন, ভুটানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব রূপে পরিচিত গ্যালিফুর সঙ্গে রেল পথে দেশকে জোড়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে দুই দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় উন্নয়নের জোয়ার আসবে। আর সামচে ভুটানেও একটি আন্তর্জাতিক মানের শিল্প শহর গড়ার কাজ শুরু করেছে প্রতিবেশী দেশ ভুটান। ফলে প্রতিবেশী দেশের ওই দুই প্রধান শিল্প নগরীর সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপন হয়ে গেলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। প্রথমে পণ্যবাহী এবং পরবর্তীতে যাত্রীবাহী ট্রেন চলবে বলে জানা গেছে। অসমের কোকরাঝাড় থেকে মিলবে ট্রেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থেকে মিলবে ট্রেন।দুই প্রকল্পের জন্য মোট ৪০৩৩ কোটি টাকা আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের হাতে তুলে দিয়েছে রেল বোর্ড। দ্রুত সার্ভের কাজ শেষ করে রেল লাইন পাতার কাজ শুরু করা হবে বলে জানা যায়। রেলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ব্যবসায়ী মহল। রেল দফতরের কাছে দাবি রাখা হয়েছে যাতে পরবর্তী ধাপে হাসিমারা থেকে জেলার সীমান্ত শহর জয়গাঁ হয়ে আরও একটি রেল লাইনের মাধ্যমে ফুন্টসোলিংকেও জোড়া হয়।

**Bachhari Gram Panchayat**
**Shyampur-II Block**

**Notice Inviting e-Tender No. WB/ HZP/SHYII/BGP/NIET518/25-26**
e-tender is invited by the Pradhan, Bachhari Gram Panchayat for total 8(Eight) Nos. different works. Last date of submission of Bid(Online) **19/11/2025 at 02.05 pm**. Date of Opening of Bid(Online) **21/11/2025 at 2.10 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

**Sd/-Prodhan**
**Bachhari Gram Panchayat**

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIQ No.- 3/ Sub-II of 2025-2026 from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application and dropping of NIQ:- **06.11.2025.**

**Sd/- S. Chakraborty**
**Assistant Engineer (PWD)**
**Hooghly Construction Sub Division No-II**
**Arambagh, Hooghly**

**Corrigendum**

The advertisement of Hooghly Chinsurah Municipality published on **18th October, 2025,** it is a request to read eTender Notice No. **WBMAD/ C/HCM/ENG/APAS/NIT14/ 10e/25 instead of WBMAD/C/ HCM/ENG/APAS/NIT14/10/25.** Other details will remain unchanged.

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-46/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **22(Twenty-Two)** nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **31.10.2025 up to 19.11.2025 15.55 PM**. Bid submission starting from **31.10.2025 up to 19.11.2025 at 15:55 PM**. And Opening on **21.11.2025 at 16:00 P.M**. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

**FORM NO INC-26**

**[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]**

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government Regional Director, Eastern Region, Corporate Bhawan, 6th Floor Plot No. IIIF/16, in AA-IIIF Rajarhat, New Town, Akandakeshari Kolkata-700135.

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**AND**

In the matter of **FREEDOM INVESTORS RESEARCH ACADEMY PRIVATE LIMITED** (Formerly Known as Stellar Wealth Partners Private Limited) (CIN: U74999WB2021PTC244551) having its registered office at The Chambers, Unit No.0507, Floor 5th 1865, Rajdanga Main Road, Kasba, Parganas South, Kolkata, West Bengal, India, 700107, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on Monday 13th October, 2025 to enable the company to change its Registered office from "State of West Bengal" to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Eastern Region, Corporate Bhawan, 6th Floor Plot No. IIIF/16, in AA-IIIF Rajarhat, New Town, Akandakeshari Kolkata-700135. (Mail: rd.east@mca.gov.in), within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: **The Chambers, Unit No.0507, Floor 5th 1865, Rajdanga Main Road, Kasba, Parganas South, Kolkata, West Bengal, India, 700107( baid.ashok1949@gmail.com)**

**For FREEDOM INVESTORS RESEARCH ACADEMY PRIVATE LIMITED**

Sd/-
MANVI MASSEY
Director
DIN: 09100668

Date: 01.11.2025
Place: Kolkata

**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে**

**দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সাধারণভাবে লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধানের অধীনে যে **কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে,** সিআইএন সহ U01222WB1973PLC029137 এর নিবন্ধিত অফিস পোস্ট-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১২৬০১-এর ই-নিলামের মাধ্যমে Going Concern হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) নিয়মাবলী, ২০১৬ নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতির অধীনে। কর্পোরেট দেনাদারকে ''যেমন আছে সেখানে যেমন আছে, যাই আছে এবং কোনও উপায় নেই'' এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই ধরনের বিক্রি কোনো প্রকার ওয়্যারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। ই-নিলামটি https://baanknet.com দ্বারা পরিচালিত হবে এবং www.bidboli.com-এর মাধ্যমেও তালিকাভুক্তবাজার করা হতে পারে। ই-নিলাম **শুক্রবার, ডিসেম্বর ০৫, ২০২৫ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| ১ | ই-নিলাম বিস্তারিত | ১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ https://baanknet.com<br>২. ২. মার্কেটিং পার্টনারঃ নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড<br>৩. তারিখ এবং সময়ঃ **শুক্রবার, ডিসেম্বর ০৫, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টে পর্যন্ত**<br>৪. ই-নিলামের ৮ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৮ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়। |
| ২ | বিস্তারিত | **সম্পূর্ণ কর্পোরেট দেনাদার মেসার্সের বিক্রয়। আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - একটি অগ্রগতি উদ্বেগ হিসাবে লিকুইডেশনে**<br>**বিক্রয়টি সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ উপলব্ধি করতেবেছে নিয়েছে এবং তাই লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়।** |
| ৩ | রিজার্ভ মূল্য | ৬১,৯১,৮১,৯০৯.০০/- টাকা (একষট্টি কোটি একানব্বই লক্ষ একাশি হাজার নয়শো নয় টাকা) শুধুমাত্র |
| ৪ | বায়না টাকা জমা | ৩,০৯,৫৯,০০০১/- টাকা (তিন কোটি নয় লক্ষ উনষাট হাজার টাকা) শুধুমাত্র |
| ৫ | বিড ইনক্রিমেন্ট | ১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র |
| ৬ | ই-নিলামে অংশগ্রহণ হবে | ১. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা**<br>২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত।<br>৩. একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত। |
| ৭ | যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | **মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৮, ২০২৫** |
| ৮ | যোগ্য দরদাতার ঘোষণা | **শনিবার, নভেম্বর ২২, ২০২৫** |
| ৯ | সম্পদ পরিদর্শন | পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন।<br>**রবিবার, নভেম্বর ২৩, ২০২৫, থেকে শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।** |
| ১০ | ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | **মঙ্গলবার, ০২ ডিসেম্বর, ২০২৫** |

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের **liquidator.ahl@decoderesolvency.com**-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে।
যোগ্য ব্রোকার /এজেন্টদের বিক্রয় মূল্যের ১ শতাংশ সাকসেস ফি প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ নভেম্বর ০১, ২০২৫

## অবসরের ইঙ্গিত অজি অধিনায়ক অ্যালিসা হিলির

**সিডনি, ৩১ অক্টোবরঃ** রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হারের পর কার্যত বিধ্বস্ত দেখা গিয়েছিল অজি অধিনায়ক অ্যালিসা হিলিকে। সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার দলকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে ভারত। হারের ধাক্কায় কাতর হিলি, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে জানান, 'অস্বস্তি' অনুভব করছেন। সেমিফাইনালের পর অজি অধিনায়ক বলেন, ''গোটা প্রতিযোগিতায় আমরা ভালো খেলেছি। সেই কারণেই পরাজিতদের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। জেতার মতো রান

করলেও শেষ পর্যন্ত আমরা হেরে গেলাম। বিপক্ষের উপর অনেক চাপ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে পারলাম না।'' হিলি পরবর্তী বিশ্বকাপ নিয়ে সরাসরি ইঙ্গিত দেন, ''আমি খেলব না। পরের ওয়ানডে সার্কেলে তো এটাই সৌন্দর্য। সেখানে নতুন কিছু হয়তো দেখতে চলেছি। তবে তার আগে আগামী বছরের মাঝামাঝি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আমার মনে হয়, আমাদের ওয়ানডে দলে হয়তো বড় কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে।'' অস্ট্রেলিয়া মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন হলেও এই হার তাদের জন্য বড় ধাক্কা। হিলি অবশ্য এই হারের প্রতিফলনকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে চান এবং দলের পুনর্গঠনের ইঙ্গিতও দেন।

# হর্ষিতদের কচুকাটা করে দ্বিতীয় টি-২০ জিতল অস্ট্রেলিয়া

**সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৩১ অক্টোবরঃ** একদম নির্ভুলভাবে কাজের কাজ সেরে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ভারতকে সহজেই হারাল মিচেল মার্শের দল। ১২৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে ১৪ ওভারও লাগল না। এর আগেই ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ ধসে পড়ে। প্রথমে ব্যাট করে ১৮.৪ ওভারে গুটিয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া-মাত্র ১২৫ রানে। শুরু থেকেই দাপট দেখান অস্ট্রেলিয়ার পেসাররা। বিশেষ করে জশ হেজলউড, যিনি একাই শেষ করে দেন টপ অর্ডার। মাত্র ১৩ রান দিয়ে তুলে নেন ৩ উইকেট-শুভমন গিল, সূর্যকুমার যাদব ও তিলক বর্মা। ৮ ওভারের মধ্যেই ৫ উইকেট হারায় ভারত। একমাত্র লড়াই চালান ওপেনার অভিষেক শর্মা ৩৭ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক। ৮টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ব্যাটিং কিছুটা মানরক্ষা করে ভারতের। নিচের দিকে নেমে হর্ষিত রানা ৩৫ রান তুললেও দলের স্কোর বাড়ানোর মতো কেউ ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে হেজলউড ছাড়াও নাথান এলিস ও জেভিয়ার বার্টলেট ২টি করে উইকেট নেন। টার্গেট ছোট। ফলে ব্যাট হাতে শুরু থেকেই খোলা মনে খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়া। ট্র্যাভিস হেড আগুন ঝরানো ব্যাটিংয়ে ভারতের বোলিং ছিন্নভিন্ন করেন। ১৫ বলে ২৮ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে বিদায় নিলেও ততক্ষণে ম্যাচের মোড় ঘুরে গিয়েছে। মার্শ ও জশ ইংলিস দায়িত্ব নিয়ে কাজ এগিয়ে নেন। ভারতের হয়ে বড় সাফল্য আসে বরুণ চক্রবর্তীর হাত ধরে। ৪ ওভারে মাত্র ২৩ রান দিয়ে তুলে নেন ২ উইকেট। কিন্তু তাতেও বিরাট কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। শেষ পর্যন্ত কয়েক ওভার বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া-হাতে ৪ উইকেট রেখে। এই জয়ের সুবাদে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল অজিরা। প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর, দ্বিতীয় ম্যাচেই ফের আগুনে ছন্দে ফিরল মার্শ-বাহিনী। অন্যদিকে, গম্ভীর-সূর্যকুমারদের জন্য এ হারের পর প্রশ্ন থেকে গেল-অর্শদীপ সিংকে বাইরে রেখে কি আদৌ ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

# আইপিএল ২০২৬ নিলামে এই পাঁচ উইকেটকিপারে নজর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর!

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

আইপিএল ২০২৫ মরশুম ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ছিল রোমাঞ্চকর। মাঠে ছিল হাই ভোল্টেজ অ্যাকশন, যেখানে খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা দিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এবার আইপিএল ২০২৬ নিলাম ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আর সেই প্রস্তুতিতে এখন সব দলই তাদের দলে আরও শক্তিশালী এবং ভারসাম্যপূর্ণ খেলোয়াড় যোগ করার পরিকল্পনা করছে। উইকেটকিপার হিসেবে খেলাধুলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগের উইকেটকিপারকে শুধু স্টাম্পের পিছনে দ্রুত থাকতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটিং-এও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজিই এমন মাল্টি-ডাইমেনশনাল খেলোয়াড়কে ২০২৬ নিলামে দলে টানতে আগ্রহী।

**নিলামে বিশেষ চাহিদা থাকা সম্ভাব্য ৫ উইকেটকিপারের তালিকা-**

**১. টিম সেফার্ট (নিউজিল্যান্ড)**

নিউজিল্যান্ডের টিম সেফার্ট তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং ৩৬০-ডিগ্রি স্ট্রোক প্লের জন্য পরিচিত। ২০১৭ সালের নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি২০ প্রতিযোগিতায় ৪০ বলের একটি সেঞ্চুরি করে ক্রিকেট বিশ্বকে অবাক করেছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে সেফার্ট অন্যতম নির্ভরযোগ্য উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। প্রথম বল থেকেই আক্রমণ শুরু করতে সক্ষম তিনি। বিভিন্ন গ্লোবাল টি২০ লিগে অভিজ্ঞতার কারণে তিনি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট।

**২. স্যাম বিলিংস (ইংল্যান্ড)**

ইংল্যান্ডের স্যাম বিলিংস খেলোয়াড়ি বুদ্ধিমত্তা, চমকার এথলেটিক ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সংমিশ্রণ। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে তিনি হোয়াইট-বল ফরম্যাটে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আইপিএলে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ৩০ ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিককালে তিনি দলে নেতৃত্বও

দিয়েছেন, যেমন দ্য হান্ড্রেড এবং আইএলটি২০-এ। ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিং উভয় দিকেই সমন্বয় করার ক্ষমতার কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য বিলিংস খুবই আকর্ষণীয় বিকল্প।

**৩. জনি বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড)**

জনি বেয়ারস্টো তার ধ্বংসাত্মক ব্যাটিং এবং সাহসী খেলার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ২০১৯ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল অভিষেকের পর মাত্র ১০ ম্যাচে ৪৪৫ রান করেন তিনি। ২০২২ সালে পঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছেন এবং ২০২৫ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জন্য অস্থায়ী খেলোয়াড় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন। পাওয়ারপ্লেতে আক্রমণাত্মক শুরু করার ক্ষমতার কারণে বেয়ারস্টো ২০২৬ নিলামে চাহিদার শীর্ষে থাকবেন।

**৪. নারায়ণ জগদীশান (ভারত)**

তামিলনাড়ুর নারায়ণ জগদীশান ধীরে ধীরে ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। টি২০ ম্যাচে ৩১.৩৮ গড়ে রান করেছেন। যদিও এখন পর্যন্ত মাত্র ১৩টি আইপিএল ম্যাচে অংশ নিয়েছেন, তবু তার সম্ভাবনা অপ্রতিরোধ্য। সঠিক সুযোগ এবং দায়িত্ব পেলে জগদীশান আইপিএলে একটি স্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য ভারতীয় উইকেটকিপার হতে পারেন।

**৫. উর্বিল প্যাটেল (ভারত)**

২৭ বছর বয়সী উর্বিল প্যাটেল ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে দ্রুত উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। ২০২৫ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের জন্য ইনজুরি রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে খেলার সময় মাত্র তিন ম্যাচে ২১২.৫০ স্ট্রাইক রেট দেখিয়ে সবার নজর কেড়েছেন। তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং ওপেন করার ক্ষমতা তাকে ২০২৬ নিলামের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ উদীয়মান ভারতীয় প্রতিভার মধ্যে এক হিসেবে তুলে ধরেছে।

# উয়েফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করবে রিয়াল মাদ্রিদ

**সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৩১ অক্টোবরঃ** ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করতে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক হতে পারে ৪৫০ কোটি ইউরো। ইউরোপিয়ান সুপার লিগ নিয়ে স্পেনের একটি আদালতের সর্বশেষ রায়ের পর এমন অবস্থান নিয়েছে রিয়াল। সুপার লিগের পরিকল্পনা আটকে দিয়ে উয়েফা ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গ করেছে বলে এর আগে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, সেই রায়ের বিরুদ্ধে করা উয়েফার আপিল বুধবার মাদ্রিদের প্রাদেশিক আদালত খারিজ করে দেন। একই আদালত স্প্যানিশ লিগ লা লিগা এবং স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের আপিলও খারিজ করেন। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদালত সিজেইউ রায় দিয়েছিল, ২০২১ সালে উয়েফা ও

ফিফা যে নিয়মগুলো প্রস্তাবিত সুপার লিগ ঠেকাতে ব্যবহার করেছিল, তা ইউরোপীয় আইনের পরিপন্থী। সেই রায় আপিলের পরও বহাল থাকায় রিয়াল মাদ্রিদ এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা এই রায়ে 'আনন্দিত', কারণ এটি 'ক্লাবের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দাবি করার পথ খুলে দিয়েছে।' আপিল খারিজের পর বিবৃতি দিয়েছে উয়েফাও। ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থাটি বলেছে, সর্বশেষ এই রায় ''২০২১ সালে ঘাষিত এবং ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত 'সুপার লিগ' প্রকল্পকে বৈধতা দেয় না। একই সঙ্গে এটি উয়েফার ২০২২ সালে গৃহীত ও ২০২৪ সালে হালনাগাদ করা বর্তমান অনুমোদন-নিয়মকেও খর্ব করে না, যেগুলো এখনো কার্যকর রয়েছে।'' আদালতের রায় বিস্তারিত পর্যালোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে জানিয়েছে উয়েফা। আর লা লিগা জানিয়েছে, তারা আদালতের নতুন রায়কে সম্মান জানালেও এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখছে। লিগ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ''এই সিদ্ধান্ত কোনো নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতা কাঠামো অনুমোদন বা সমর্থন করে না, আর ২০২১ সালে ঘোষিত প্রাথমিক প্রকল্প সম্পর্কেও কিছু বলে না, যা পরবর্তীতে আয়োজকেরা পরিবর্তন করেছে।'' ২০২১ সালের এপ্রিলে স্পেন, ইতালি ও ইংল্যান্ডের ১২টি ক্লাবের অংশগ্রহণে চালু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সুপার লিগ প্রকল্প ভেস্তে যায়। প্রথমে ইংলিশ ক্লাবগুলো, পরে ধীরে ধীরে ইতালি ও স্পেনের ক্লাবগুলো সুপার লিগ থেকে সরে আসে। তবে রিয়াল মাদ্রিদ এবং আয়োজক কর্তৃপক্ষ এ২২ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এ নিয়ে উয়েফার সঙ্গে আলোচনা ও আইনি লড়াই চালিয়ে যায়। মাদ্রিদভিত্তিক দৈনিক এএস জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ ও সুপার লিগের আয়োজক সংস্থা এ২২-এর আইনজীবীরা ইতিমধ্যেই উয়েফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রস্তুত করছেন। এই পত্রিকার সূত্রমতে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪,৫০০ মিলিয়ন ইউরো, যা আর্থিক ক্ষতি, সম্ভাব্য লাভ হারানো এবং ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে যোগ করা হচ্ছে।

# মেসিকে সৌদি লিগে খেলতে 'না' সৌদি সরকারের

**সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৩১ অক্টোবরঃ** 'ক্লাব ফুটবল খেলতে সৌদি আরবে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি'-২০২৩ সালে এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই খবরকে ভুল বানিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক পিএসজি ছেড়ে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার সেই থেকে আছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিতেই। প্রায় আড়াই বছর পর আবার সৌদি আরবকে জড়িয়ে শিরোনাম হলেন মেসি। এবার অবশ্য উল্টো কারণে। সৌদি আরবের শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এবার তাঁরাই মেসির সৌদি আরবের ক্লাবে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন! দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ই 'না' বলে দিয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে মেজর লিগ সকারের চার মাসের বিরতিতে ফিট থাকতে সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি। মেসির এজেন্ট এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছিল সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এমএলএসের নিয়মিত মরসুম অক্টোবরে শেষ হয়ে পরের বছরের ফেব্রুয়ারিতে আবার শুরু হয়। মূলত এ সময়েই সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছেন মেসি। মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ হাম্মাদ 'থমানিয়া' নামের এক পডকাস্টে বলেন, ''সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় মেসির দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল, মেজর লিগ সকার প্রায় চার মাস বন্ধ থাকবে, সেই সময়টা সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চান মেসি। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এমন পরিকল্পনা।'' মেসির কথা বলতে গিয়ে ডেভিড বেকহামের উদাহরণ টানেন হাম্মাদ, ''এমন কিছু আগেও হয়েছে। ডেভিড বেকহাম লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে খেলতেন, ২০১০ বিশ্বকাপের আগে তিনিও স্বল্প মেয়াদে এসি মিলানে গিয়েছিলেন।'' হাম্মাদ জানিয়েছেন, মেসির প্রস্তাব তিনি সৌদি ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু মন্ত্রী তা ফিরিয়ে দেন, ''মন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, সৌদি লিগ অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে না।'' পডকাস্টে এরপর হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করা হয়, সৌদি আরব কি মেসির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে? তিনি জবাব দেন, 'ঠিক তা-ই।' আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মেসি ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। তার আগে বার্সেলোনায় লম্বা অধ্যায় শেষ করে পিএসজিতে কাটিয়েছেন দুই মরসুম। তখনই শোনা যাচ্ছিল, সৌদি আরবও তাঁকে দলে টানতে আগ্রহী। ২০২২ সালের বিশ্বকাপের পর পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সৌদি লিগে ভিড় জমিয়েছে ফুটবল তারকারা। ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার যোগ দিয়েছিলেন প্রো লিগে। ফরাসি তারকা করিম বেনজেমা এখনো খেলছেন সেখানে। ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বও পেয়েছে সৌদি আরব।

# সুনীলের পজিশন নিয়ে খালিমকে খোঁচা দিয়ে 'বিস্ফোরক' বেঙ্গালুরু কোচ

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃ** সুপার কাপ চলাকালীন বেঙ্গালুরু এফসির প্রধান কোচ জেরার্ড জারাগোজা ভারতের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর জাতীয় দলের কৌশল নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে, দলের অধিনায়ক ও অভিজ্ঞ ফুটবলার সুনীল ছেত্রীকে একমাত্র স্ট্রাইকার হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে ভারতের বিদায়ের পর বেঙ্গালুরুর কোচ বলেন, ''ছেত্রী কি কখনও বেঙ্গালুরুর হয়ে ফার্স্ট স্ট্রাইকার হিসেবে খেলেছে? আমি জানতে চাই, ও কি সত্যিই স্ট্রাইকার? যদি আপনি ওকে একা সামনে খেলান, তবে সে নিজের কাজটা করতে পারবে না।'' ভারতের এশিয়ান কাপ অভিযান শেষ হয়েছে সিঙ্গাপুরের কাছে ১-২ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে। তার আগে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডেও উঠতে পারেনি ব্লু টাইগারস। ধারাবাহিক ব্যর্থতা ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে সমর্থকদের মধ্যে। অন্যদিকে, ছেত্রী ক্লাব পর্যায়ে দারুণ ফর্মে ছিলেন। গত আইএসএল মরশুমে বেঙ্গালুরু এফসির হয়ে ৩৪ ম্যাচে ১৭ গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। সেই পারফরম্যান্সের জোরেই তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরে আসেন। কিন্তু জাতীয় দলে ফিরে এসে একই ধারায় খেলতে পারেননি ৪১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। জেরার্ড জারাগোজা আরও বলেন, ''আমার মনে প্রশ্ন জাগে, ছেত্রীর ১৪ গোলের মধ্যে কোনোটা কি সত্যিকারের নাম্বার ৯ পজিশনে ছিল? সে তো প্রচলিত স্ট্রাইকার নয়।'' যদিও মলদ্বীপের বিপক্ষে এক প্রীতি ম্যাচে তিনি গোল করেছিলেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় তিনি গোলশূন্য থেকে যান। ফলে তাঁর পজিশন ও ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতের জাতীয় কোচ খালিদ জামিলের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞও। তারা মনে করেন, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ফলেই ভারত টানা দুটি ব। টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন মূল প্রশ্ন, ৪১ বছরের সুনীল ছেত্রীকে জাতীয় দলে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত? তিনি কি আবার নিজের সেরা জায়গায় ফিরতে পারবেন, নাকি ভারতের আক্রমণভাগে নতুন রণনীতি গঠন করতে হবে?

# এবার আইলিগের ট্রফি হাতে পাচ্ছে ইন্টার কাশী? উঠে এল নয়া তথ্য

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবরঃ** বিগত কয়েক মাস ধরেই আইলিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা নিয়ে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক জটিলতা। যারফলে দেশের ফুটবল সংস্থার আওতা থেকে পরবর্তীতে বিষয়টি গিয়েছিল আন্তর্জাতিক মঞ্চে। তারপর সেই টুর্নামেন্ট নিয়ে চূড়ান্ত রায় দিয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত। সেই অনুযায়ী ২০২৪-২৫ মরসুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছিল বারাণসীর ইন্টার কাশী দলকে। নামধারী এফসি ও চার্চিল ব্রাদার্সকে পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছিল ইন্টার কাশী। তারপর থেকেই খুশির আমেজ দেখা দিয়েছিল দলের সকল ফুটবলার ও সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু এটা মানা সম্ভব ছিল না গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে। আদালতের এই রায়ের ফলে আইলিগ জয়ের তকমা হারাতে হয়েছিল গোয়ার এই ফুটবল ক্লাবকে। সেইসাথে বিশেষ জরিমানা ও করা হয়েছিল আইলিগের এই দলকে। এমন অসম্মান যে সহজে মেনে নেবে

না চার্চিল ব্রাদার্স সেই আভাস মিলেছিল আগেই। তারপর নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই সম্পর্কিত একটি পোস্ট আপলোড করেছিল গোয়ার এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাবটি। সেখানে বলা হয়েছিল আইলিগ নিয়ে আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটবে চার্চিল। তখনই আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল যে এবার হয়তো সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে চার্চিল কর্তৃপক্ষ। তবে সিএএসের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে পরবর্তীতে আদৌও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা সেই নিয়ে ও উঠতে শুরু করেছিল একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন। সেটাই হয় পরবর্তীতে। চার্চিল আইনি লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়ে সুইস শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হলেও তা খারিজ করে দেয় সুইস ফেডারেল সুপ্রিম কোর্ট। সেই অনুযায়ী আইলিগ জয়ী হিসেবে ইন্টার কাশীকেই গন্য করা হয়ে আসছে সমস্ত ক্ষেত্রে। এবার এই আইলিগ নিয়েই উঠে আসলো নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই এবার আইলিগ ট্রফি হাতে পেতে চলেছে বারাণসীর এই ফুটবল ক্লাব। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। বর্তমানে সুপার কাপের জন্য গোয়ায় রয়েছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইন্টার কাশী ফুটবল দল। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১লা নভেম্বর তাঁদের হাতে দেওয়া হতে পারে এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ট্রফি। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি এই বিষয়টি। তবে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে এই বিষয়টি। এখন সেদিকেই নজর থাকবে প্রত্যেকের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com